খ্রিষ্টীয় নববর্ষে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 1 January 2026, 9th Year, Issue 459, 40 Pages

বৃহস্পতিবার, ১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭ পৌষ ১৪৩২, ১২ রজব ১৪৪৭, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৫৯, পৃষ্ঠা ৪০

১১২তম মেয়র হিসেবে দায়িত্ব শুরু করলেন জোহরান মামদানি পৃষ্ঠা ১৬

মহীয়সীর গৌরবের মহাবিদায়

খালেদা জিয়া
১৯৪৬-২০২৫

তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শেষবিদায় জনসমুদ্রে রূপ নিয়েছিল রাজধানী ঢাকার শেরেবাংলা নগরে জাতীয় সংসদ ভবনের চারপাশ ও সংলগ্ন এলাকা। বুধবার এমনই ভালোবাসার সমুদ্রকে সঙ্গী করে বিদায় নিলেন খালেদা জিয়া।

গত মঙ্গলবার সকাল ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান খালেদা জিয়া। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীসহ সারা দেশে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

খালেদা জিয়ার জানাজা ঘিরে জনতার মহাসমুদ্র। দল-মতের ঊর্ধ্বে ওঠে লাখ লাখ মানুষ অংশ নেন জানাজায়। বুধবার রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে।

ওজন পার্ক এখন প্রস্তুত
আপনার রাজকীয় আয়োজনের জন্য
লাবন্য ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হল
বুকিং করতে যোগাযোগ করুন
718-235-7876
labonnofinedine@gmail.com
www.labonnofinedine.com
1193 & 1195 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208
LABONNO
FINE DINE & PARTY HALL

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
CHISHTI CPA PC
TRUSTED ACCOUNTING AND TAX SERVICES
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience
ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ ঃ
- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ-এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স
- INDIVIDUAL TAX RETURN
- CORPORATE TAX RETURN
- SMALL BUSINESSES TAX RETURN
- SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAB DRIVER)

একাউন্টিং ও বুককিপিং
- PAYROLL
- W2S, 1099S
- FINANCIAL STATEMENT
- SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-5153858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY 11372

LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET, WORLDWIDE MONEY TRANSFER
OUR OTHER SERVICES:
- PHOTOCOPY
- E-MAIL PRINT
- BANNER
- MONEY TRANSFER
- BUSINESS CARDS
- CUSTOM T-SHIRT
- FLYER
- A-SIGN
- CARGO
- FEDEX/UPS
- CELL PHONE
- MUG PRINTING

72-30 Roosevelt Ave, Jackson Heights, New York 11372
Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

Usman Ahmed. Esq.

AHMED LAW FIRM
এক্সিডেন্ট কেইসেস (Accident Cases)
আপনি কি আহত হয়েছেন? (Injured?)
আমরা যেসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ (We Specialize in)
গাড়ি দুর্ঘটনা (Car Accidents)
কর্মস্থল-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা (Work Related Accidents)
পিছলে পড়া/হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া (Slip/Trip & Falls)
নির্মাণকাজ-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা (Construction Accidents)
আপনি কি উবার বা লিফট গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছেন অথবা এমন দুর্ঘটনায় যাত্রী ছিলেন?
Have You Been In An Uber-Lyft Car Accident Or Was A Passener In One?
গাড়ি দুর্ঘটনা | কর্মস্থলে দুর্ঘটনা | পিছলে পড়া | নির্মাণকাজে দুর্ঘটনা
কেউ যদি আপনার ক্ষতির জন্য দায়ী হয়, তাহলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আপনার আছে।
আমরা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সঙ্গে আপনার পাশে আছি

Abu Ahmed. Esq.

(718) 848-9595 আজই যোগাযোগ করুন Call Now (718) 848-9595
104-09 113th Street, South Richmond Hill, NY 11419
www.ahmedattorneys.com

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি
পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবর

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবর জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশের কিছুক্ষণের মধ্যেই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খবর আসতে থাকে। আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্স, এএফপি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী দৈনিক দ্য নিউইয়র্ক টাইমস, সিএনএন, ওয়াশিংটন পোস্ট; যুক্তরাজ্যের বিবিসি, দ্য গার্ডিয়ান; কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরাসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে তাঁর মৃত্যু নিয়ে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্স '৮০ বছর বয়সী বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যু' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনটিতে খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য অংশ তুলে ধরা হয়েছে।

ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, অনেকে আগামী বছরের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে খালেদা জিয়াকে আবার দেশের নেতৃত্ব নেওয়ার সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে দেখছিলেন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে খালেদা জিয়া যে দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থতায় ভুগছিলেন, সে তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী দৈনিক দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-এর শিরোনাম 'বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মারা গেছেন'। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, খালেদা জিয়া তিনবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা শিরোনাম করেছে, 'বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যু, বয়স হয়েছিল ৮০ বছর'।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট মার্কিন বার্তা সংস্থা এপির বরাতে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। আরেক মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনও বার্তা সংস্থা এপির বরাতে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

খালেদা জিয়ার দেড় দশকের ছায়াসঙ্গী ফাতেমা

ঢাকা অফিস

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দেড় দশকের বেশি সময় সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন তিনি। বাসভবন, কার্যালয়, রাজপথ, হাসপাতাল, কারাগার, বিদেশ—সবখানেই খালেদা জিয়ার সঙ্গে থেকেছেন তিনি। থেকে গেছেন আড়ালে। এই মানুষটি হলেন ফাতেমা বেগম।

২০১০ সাল থেকেই খালেদা জিয়ার সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন ফাতেমা বেগম। গৃহকর্মী থেকে হয়ে ওঠেন বিএনপির চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

বিএনপির চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত কর্মকর্তারা বলছেন, চেয়ারপারসনের প্রতি ফাতেমার মমত্ববোধ প্রবল। সব সময় পাশে থাকা, চেয়ারপারসনকে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো মনে করিয়ে দেওয়াসহ সব কাজই ফাতেমা করতেন।

ফাতেমা বেগমের গ্রামের বাড়ি ভোলা। ২০১০ সাল থেকে গুলশানের বাসভবন 'ফিরোজা'য় খালেদা জিয়ার গৃহকর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন খালেদা জিয়ার সার্বক্ষণিক সঙ্গী।

২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়াকে কারাগারে পাঠানো হয়। আইনজীবীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর গৃহপরিচারিকা হিসেবে ফাতেমাকে সঙ্গে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। খালেদা জিয়া কারাগারে যাওয়ার ছয় দিনের মাথায় ফাতেমাও সেখানে যান। প্রায় ২৫ মাস খালেদা জিয়ার সঙ্গে কারাগারেই ছিলেন।

এর আগে আওয়ামী লীগ (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের উত্তাল সময়েও ফাতেমাকে দেখা গেছে খালেদা জিয়ার নীরব ছায়াসঙ্গী হিসেবে। ২০১৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের প্রতিবাদে আন্দোলনে খালেদা জিয়াকে গুলশানে কার্যালয়ের সামনে আটকে দেওয়ার সময়ও পতাকা হাতে পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন ফাতেমা। ২০১৫ সালের শুরুতে টানা ৯২ দিন বিএনপির চেয়ারপারসন গুলশান কার্যালয়ে অবস্থানকালেও তিনি ছিলেন সার্বক্ষণিক সঙ্গী। স্বল্পভাষী ফাতেমার বয়স ৪০ বছর ছুঁই ছুঁই। তিনি এক সন্তানের জননী।

ফাতেমা মা-বাবার সঙ্গে থাকতেন রাজধানীর শাহজাহানপুরে। বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ের তথ্য বলছে, বিএনপির কেন্দ্রীয় এক নেতার মাধ্যমে মূলত 'ফিরোজা'য় কাজ শুরু ফাতেমার।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, দেড় দশকের বেশি সময় ধরে নিরবচ্ছিন্ন এই সঙ্গ শুধু চাকরি নয়, এটি যেন রাজনৈতিক ইতিহাসের এক মানবিক অধ্যায়।

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician
আমাদের সেবাসমূহ :
• হেলথ চেকআপ।
• দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
• রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
• শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
• যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
• প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
• রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
• হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু ভ্যাকসিন
• জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
• হেলথ ইনস্যুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
• স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
• স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
• প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
• অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
• আমরা প্রায় সব ধরনের ইনস্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
• বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
• আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, অ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
• নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংকক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
Do you want apply for a green card?
Are you having credit card problems?
Has your bank account been sealed?
Are you being deported?
Are you unable to pay your debts?
Are you getting harrassed by creditors?
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমরা বাংলায় কথা বলি

সুরাইয়া রহমান

রুমিন ফারহানা, সাইফুল আলম, হাসান মামুনসহ ৯ জন বিএনপি থেকে বহিষ্কার

ঢাকা অফিস

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানাসহ ৯ নেতাকে দলটির প্রাথমিক সদস্যসহ সকল পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

এতে বলা হয়, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য- মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, মোহাম্মদ শাহ আলম, হাসান মামুন, আব্দুল খালেক, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান কল্যাণ ফ্রন্ট এর মহাসচিব তরুণ দে, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক সাইফুল আলম নীরব, সিলেট জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি মামুনুর রশিদ (চাকসু মামুন) ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাধীন বাঞ্চারামপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি কৃষিবিদ মেহেদী হাসান পলাশকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির প্রাথমিক সদস্যসহ সকল পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হলো।

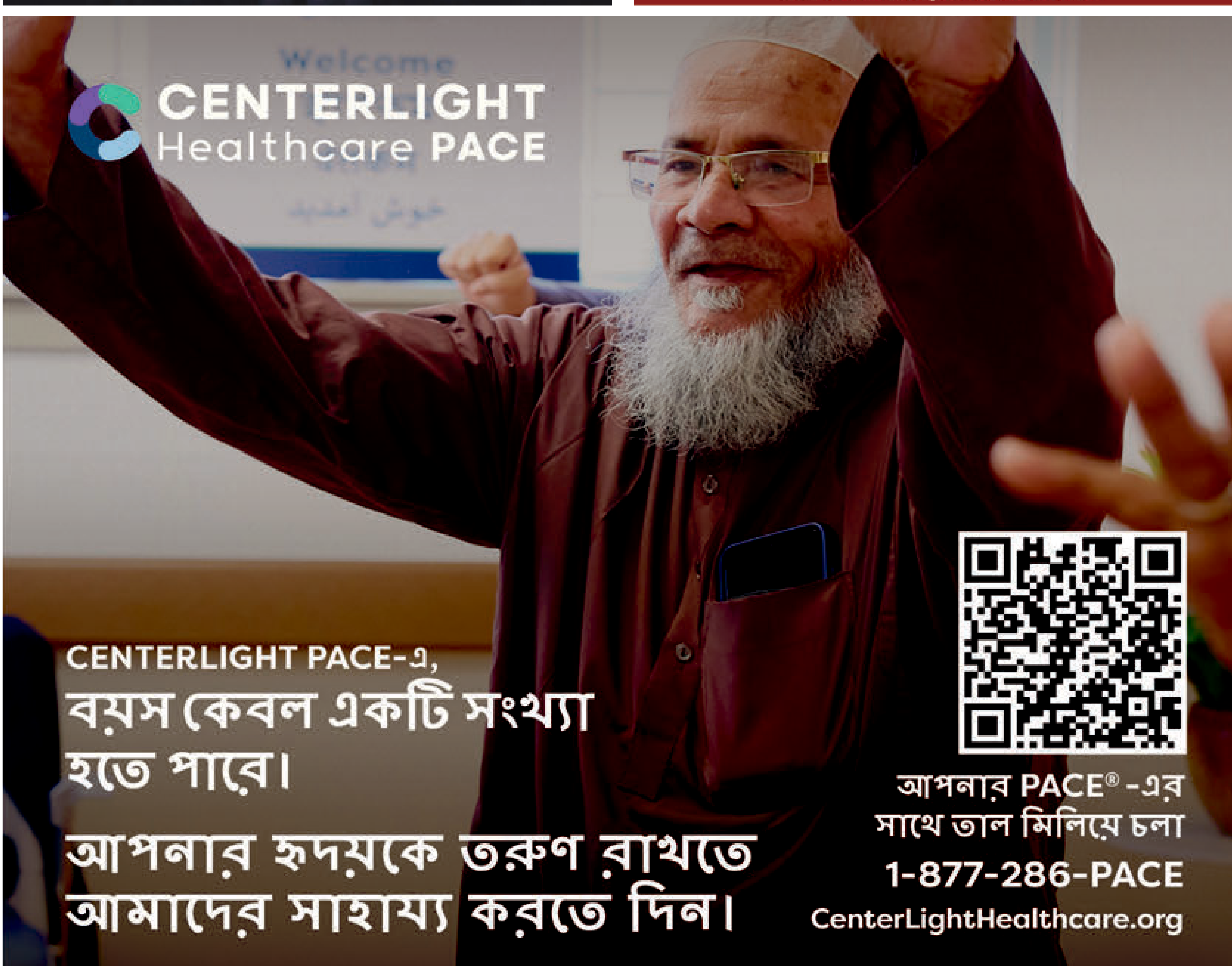

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799
347-621-6640

সম্পাদকীয়

২০২৬ : সময়ের দরজায় নতুন বছরের কড়া নাড়া

আরেকটি বছর আমাদের পেছনে ফেলে গেল—নীরবে, অথচ অগণিত গল্প, ক্ষত, আশা ও প্রশ্ন রেখে। সময় কখনো দাঁড়ায় না; সে শুধু এগিয়ে যায়, আমাদের অপেক্ষা না করেই। ২০২৫ শেষ হয়ে ২০২৬ এসেছে ঠিকই, কিন্তু পৃথিবীর অনেক ক্ষত এখনো শুকায়নি, অনেক স্বপ্ন এখনও অসমাপ্ত। তবু মানুষ থেমে থাকে না। নতুন বছরের প্রথম প্রভাতে আমরা আবারও ভবিষ্যতের দিকে তাকাই—আশা, সংশয় ও প্রত্যাশা একসঙ্গে নিয়ে।

ইতিহাস বলে, প্রতিটি বছরই নতুন ঘটনা নিয়ে আসে। জন্ম হয় নতুন প্রাণের, বিদায় নেয় বহু জীবন। কোনো বছর আনন্দে ভরে ওঠে, কোনো বছর বিষাদে ভারী হয়ে যায়। ২০২৬-ও তার ব্যতিক্রম হবে না। এই বছরে যেমন নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলবে, তেমনি কিছু অশুভ বাস্তবতাও সামনে আসতে পারে। তবু বছরের প্রথম দিনে মানুষ শুভকেই দেখতে চায়—কারণ আশা ছাড়া মানুষ এগোতে পারে না।

রাজনৈতিক দিক থেকে বিশ্ব এখন এক গভীর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের অধিকার—এসব মূল্যবোধ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে নানা দেশে। কোথাও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ বাড়ছে, কোথাও জনতার প্রতিবাদ রাজপথে নেমে আসছে। ২০২৬ সালেও এই টানাপোড়েন অব্যাহত থাকবে বলেই মনে হচ্ছে। নির্বাচন হবে, সরকার বদলাবে, নীতি পরিবর্তিত হবে। কিন্তু বড় প্রশ্ন থেকে যাবে—এই পরিবর্তনগুলো কি মানুষের জীবনকে সত্যিকার অর্থে সহজ করবে?

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ২০২৬ গুরুত্বপূর্ণ এক সময়ের প্রতীক। রাজনৈতিক মেরুকরণ, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক এবং ভবিষ্যৎ পথরেখা—সবকিছুই নতুন বছরে নতুন মাত্রা পেতে পারে। ক্ষমতা ও বিরোধের দ্বন্দ্বে যেন সাধারণ মানুষের জীবন আরও কঠিন না হয়, সেটিই হওয়া উচিত রাষ্ট্র ও রাজনীতির প্রধান দায়। নতুন বছর সেই দায় স্মরণ করিয়ে দেয়—শুধু শাসন নয়, সেবা দেওয়াই রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য।

বিশ্ব রাজনীতির বাইরে, মানবসভ্যতা আজ আরও বড় সংকটের মুখোমুখি। জলবায়ু পরিবর্তন, যুদ্ধ, বাস্তুচ্যুতি, খাদ্যসংকট—এসব সমস্যার কোনোটিই একটি বছরের মধ্যে তৈরি হয়নি, আবার একটি বছরেই শেষও হবে না। কিন্তু প্রতিটি নতুন বছর আমাদের সামনে প্রশ্ন তোলে—আমরা কি আগের মতোই উদাসীন থাকব, নাকি দায়িত্বশীল আচরণ শিখব? ২০২৬ সালে প্রকৃতি আমাদের প্রতি আরও কঠিন বার্তা দিতে পারে, যদি আমরা এখনো তাকে উপেক্ষা করি।

নতুন বছর মানেই কেবল বড় বড় বৈশ্বিক বিষয় নয়; এটি ব্যক্তিগত জীবনের হিসাব-নিকাশের সময়ও। একটি বছরে আমরা কতজন প্রিয় মানুষকে হারিয়েছি, কতজন নতুন মানুষ আমাদের জীবনে এসেছে—সেই হিসাবও নতুন বছরের প্রথম দিনে মানুষ করে। জন্ম ও মৃত্যু পাশাপাশি চলতে থাকে—একটি পৃথিবীতে আসার সংবাদ, আরেকটি পৃথিবী ছাড়ার। এই চক্রই জীবন। ২০২৬ সালে যেমন নতুন শিশু জন্ম নেবে, তেমনি কিছু মানুষ আমাদের ছেড়ে চলে যাবে। সময় আমাদের শেখায়—জীবন ক্ষণস্থায়ী, তাই তাকে গুরুত্ব দিতে হয়।

প্রবাসী জীবনের বাস্তবতায় নতুন বছর আরও ভিন্ন অনুভূতি নিয়ে আসে। ঘড়ির কাঁটা বদলায়, ক্যালেন্ডার বদলায়, কিন্তু মন পড়ে থাকে ফেলে আসা দেশে, মানুষে, স্মৃতিতে। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ বা মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসরত প্রবাসীদের কাছে ২০২৬ মানে শুধু নতুন তারিখ নয়; এটি নতুন সংগ্রাম, নতুন স্বপ্ন আর পুরনো শেকড়ের টান। নতুন বছরে তাঁদের প্রত্যাশা—নিজের জীবনে স্থিতি, পরিবারের নিরাপত্তা এবং দেশের জন্য কিছু করার সুযোগ।

তবে নতুন বছর আমাদের শুধু আশা দেখায় না, আয়নাও ধরে। আমরা কী করেছি, কী করতে পারিনি—সেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। সমাজ হিসেবে আমরা কতটা মানবিক হতে পেরেছি? কতটা সহনশীল? মতের অমিলে আমরা কি শত্রুতা বেছে নিয়েছি, নাকি সংলাপ? ২০২৬ সাল আমাদের সামনে সেই প্রশ্নগুলো আবারও ছুড়ে দেবে।

নতুন বছরকে ঘিরে শুভেচ্ছা বিনিময় হয়, সামাজিক মাধ্যমে শুভকামনা ভেসে বেড়ায়। কিন্তু শুভকামনা তখনই অর্থবহ হয়, যখন তার সঙ্গে দায়িত্ব যুক্ত থাকে। শুধু “শুভ নববর্ষ” বললেই বছর শুভ হয়ে ওঠে না; বছরকে শুভ করতে হয় আমাদের কাজ দিয়ে, আচরণ দিয়ে, সিদ্ধান্ত দিয়ে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, দুর্বল মানুষের পাশে থাকা, সত্য কথা বলার সাহস—এই গুণগুলো ছাড়া কোনো বছরই সত্যিকারের নতুন হতে পারে না।

২০২৬ আমাদের কাছে এক অজানা পথ। এই পথে কী আছে, আমরা জানি না। কিন্তু ইতিহাস বলে—ভয় আর আশার মাঝেই মানুষের অগ্রযাত্রা। নতুন বছর আমাদের সেই অগ্রযাত্রার আরেকটি সুযোগ দেয়। ভুল থেকে শেখার, নতুনভাবে ভাবার, আরও মানবিক হওয়ার সুযোগ।

সময় দ্রুত যায়—এই সত্য নতুন করে মনে করিয়ে দেয় প্রতিটি নববর্ষ। তাই ২০২৬-কে শুধু ক্যালেন্ডারের আরেকটি সংখ্যা হিসেবে নয়, বরং দায়িত্ব ও সম্ভাবনার এক নতুন অধ্যায় হিসেবে গ্রহণ করাই হোক আমাদের অঙ্গীকার। শুভ হোক নতুন বছর—শুধু কথায় নয়, কাজে।

বেগম খালেদা জিয়া চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন

মাহ্‌বুব উল্লাহ্‌

গতকাল মঙ্গলবার প্রত্যুষে বেগম খালেদা জিয়া পৃথিবী ও তাঁর আপনজনদের মায়া ত্যাগ করে পরলোকের পথে যাত্রা করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হলো, যা খুব সহজে পূরণ করা সম্ভব হবে না। যত দিন যাবে, দেশবাসী ততটাই বুঝতে পারবে, কী অমূল্য সম্পদ হারিয়েছে। তাঁর জীবন দেশবাসীকে সংহত, ঐক্যবদ্ধ ও দেশপ্রেমিক থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।

বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন একজন আপসহীন নেত্রী। নীতির প্রশ্নে, দেশের প্রশ্নে, গণতন্ত্রের প্রশ্নে, জনঅধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনোই আপস করেননি। তিনি নিছক একজন গৃহবধূ থেকে দেশবরেণ্য দেশনেত্রীতে পরিণত হন। তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অতুলনীয়। তিনি এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আপসহীনভাবে লড়াই করে যান। এরশাদের অধীনে তিনি কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি। রাজপথে মিছিলে অংশগ্রহণ করে তিনি তাঁর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। অথচ তাঁর পাশেই আরেকজন নেত্রী একদিকে আন্দোলনের কথা বলেছেন, অন্যদিকে এরশাদের সঙ্গে সমঝোতা করেছেন। যে কারণে আমরা দেখতে পাই ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনা অংশগ্রহণ করেছিলেন। যার ফলে এরশাদের শাসন কিছুটা হলেও বৈধতা পেয়েছিল। এখানে উল্লেখ করার বিষয় হলো, এক দিন আগে তিনি বললেন, এই নির্বাচনে যারা অংশগ্রহণ করবে তারা হবে জাতীয় বেইমান। কিন্তু পরদিনই তিনি নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। বেগম খালেদা জিয়া এ ধরনের পথভ্রষ্টতা, নীতিভ্রষ্টতা থেকে অনেক যোজন দূরে ছিলেন। সে জন্যই তিনি দেশের মানুষের কাছে একজন জনপ্রিয় নেত্রী হয়ে উঠেছিলেন।

তিনি জীবনে যত নির্বাচন করেছেন, কোনো নির্বাচনেই পরাজিত হননি। যখন এক ব্যক্তি একই সময়ে পাঁচটি আসনে নির্বাচন করতে পারতেন, সে সময় তিনি পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সব আসনেই জয়ী হয়েছিলেন। এই পাঁচটি আসন কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা অঞ্চলে ছিল না। বরং সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এর পরও দেশের মানুষ তাঁকে ভোট দিয়েছিল। তাঁকে আন্তরিক সমর্থন দিয়ে বিজয়ী করেছিল সাধারণ মানুষ। আবার যখন নিয়ম চালু করা হয়েছিল– তিনটি আসনের বেশি একসঙ্গে নির্বাচন করা যাবে না, তখনও তিনি একসঙ্গে তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সবটাতে জয়ী হয়েছিলেন। অন্যদিকে তাঁর পাশাপাশি আরেকজন নেত্রী নির্বাচনে হারার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এভাবেই বেগম খালেদা জিয়া একজন অসম্ভব জনপ্রিয় নেত্রী হিসেবে মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেন। দেশের মানুষ খালেদা জিয়াকে বহুকাল মনে রাখবে।

ব্যক্তিগতভাবে বেগম খালেদা জিয়াকে জানা ও দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। শেষবার তিনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, এর আগে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের একটা ব্যবস্থা হয়েছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য, সাক্ষাৎটা হয়নি। এর মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, হাসপাতালে ভর্তি হন; শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেন। আমার মনে আছে, তাঁকে কেউ সুপরামর্শ দিলে তিনি তা শুনতেন এবং আমলে নিতেন। বিশেষ করে ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনের নামে যে রাজনৈতিক সংকট তৈরি করা হয়েছিল; দেশকে অচলাবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল; দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করা হয়েছিল; সে সময় আমরা কয়েকজন দলবহির্ভূত মানুষ, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত মানুষ, যারা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম, তাঁর করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিতাম। এমনই এক পর্যায়ে আমরা যখন দেখলাম, দেশে এমন একটা অচলাবস্থা তৈরা করা হয়েছিল, যে অচলাবস্থা জনগণ পছন্দ করছে না। তারা প্রচণ্ড ভোগান্তির শিকার হয়েছে। জনগণ তখনও বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বের ওপর আস্থা হারায়নি। তবে তারা এ অবস্থা থেকে মুক্তি চাচ্ছিল।

সে অচলাবস্থার বাস্তবতার আলোকে আমরা বেগম খালেদা জিয়াকে দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন, সাধারণত গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটায় সামরিক বাহিনী। অথচ সামরিক বাহিনীর অফিসাররাই আমাকে বলেছেন, এইবার ক্যু করেছে সিভিলিয়ানরা। অর্থাৎ জনতার মঞ্চ আন্দোলন করে সিভিল ব্যুরোক্রেসিকে অবশ করে তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য করেছে। আমরা তাঁকে পরামর্শ দিলাম, সাদামাটাভাবে আপনি পদত্যাগ করবেন না। আপনি রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র দিয়েই জনতার আদালতে হাজির হোন। তিনি তাই করলেন। ১৯৯৬ সালে দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার পর বেগম খালেদা জিয়া তাঁর পল্টন অফিসের সামনে জনসভা করলেন। সেখানে বিশাল জনসভা হয়েছিল। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সেখানে যোগ দিয়েছিল। সে জনসভার সাফল্য দেখে তিনি ঘোষণা দিলেন, আগামী দিনও একই জায়গায় আমি পরিকল্পনা জানাব; দেশ সম্পর্কে আমার চিন্তাভাবনার কথা বলব। তিনি সেভাবেই করলেন।

বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় আমরা দেখতাম, আদর্শগত বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের খুব একটা বিরোধ হতো না। আমি ব্যক্তিগতভাবে যেভাবে ভারতীয় আধিপত্যবাদ বা অন্য বিষয়ে চিন্তা করতাম, দেখতাম তিনিও আমার সঙ্গে একমত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংকট থেকে উত্তরণে কী করণীয় বা কী করা যেতে পারে, সে বিষয়ে পরামর্শ তিনি শুনতেন। তিনি একজন ‘অ্যাপ্রোচেবল লিডার’ ছিলেন। তাঁর কাছে সময় চাইলে সময় দিতেন এবং মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তাঁর শোনার এক অপরিসীম ধৈর্য ছিল। যখন স্বৈরশাসন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে কিংবা এক-এগারোর সরকারের সময়ে তিনি আমাকে পত্রিকায় বেশি বেশি লেখার উৎসাহ দিতেন। তিনি আমাকে বেশি বেশি লিখতে বলতেন। বলতেন– আপনি যত বেশি লিখবেন, আমাদের জন্য ততই ভালো হবে। যতটুকু সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল, আমি লিখেছি। বিভিন্নভাবে প্রতিবাদমূলক লেখা লিখেছি।

সেদিক থেকে বেগম খালেদা জিয়ার একটা ঘনিষ্ঠতা আমি অর্জন করেছিলাম। যখন আমি মাহফুজ উল্লাহ রচিত ‘বেগম খালেদা জিয়া: জীবন ও সংগ্রাম’, যেটা ইংরেজি ভাষায় লেখা হয়েছিল, তার বাংলা অনুবাদ করে সেটা দেওয়ার জন্য আমরা তাঁর কাছে গেলাম। সে সময় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং মাহফুজ উল্লাহর পত্নীও উপস্থিত ছিলেন। সে অনুবাদের কাজটা আমাকে দেখভাল করতে হয়েছে। সেটা শুনে তিনি বললেন, সত্যিকারের এক্সপার্ট ব্যক্তিই এ কাজটা করেছে। তিনি খুশি হয়েছিলেন এবং কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছিলেন। স্বাস্থ্যগত অবস্থা খারাপ থাকার পরও তাঁর জীবনীর বাংলা ভার্সনটি পেয়ে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

বেগম খালেদা জিয়ার সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে, দীর্ঘ কারাবাস, গৃহবন্দিত্ব দশা, অসুস্থতা, রোগভোগ প্রভৃতি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানে হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনের পতন ঘটেছিল, যা তিনি দেখে যেতে পেরেছিলেন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ছিল– তিনি যেন সেই পতন দেখে যেতে পারেন। আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি শুধু মানুষের কাছেই প্রিয় ছিলেন না; স্রষ্টার কাছেও হয়তো প্রিয় ছিলেন।

বেগম খালেদা জিয়া মনেপ্রাণে গণতন্ত্রী ছিলেন। গণতন্ত্রকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য যা যা করণীয়, সেটা করার চেষ্টা করে গেছেন। হয়তো কোনো কোনো সময় ভুল করেছেন। ভুল করলেও পরবর্তী সময়ে ভুল ধরিয়ে দিলে তাতে তিনি বিরক্ত হতেন না। বরং বলতেন, সময় থাকতে আপনারা বলেননি কেন? আমাকে স্মরণ করিয়ে দেননি কেন? গণতন্ত্রের প্রশ্নে তিনি যেমন আপসহীন নেত্রী, তেমনি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নেও তিনি আপসহীন ছিলেন।

বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন একেবারেই একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক নেত্রী। তিনি একটা কথা বারবার বলতেন, বাংলাদেশের বাইরে আমার কোনো ঠিকানা নেই। দেশই আমার শেষ ঠিকানা। এই দেশে জন্ম আমার, এই দেশেই মৃত্যু হবে। এ রকম দেশপ্রেমী উচ্চারণ আমাদের কোনো নেতা-নেত্রীকে করতে দেখিনি। এখন তো অনেকেই বিদেশমুখী। বিদেশে ঘরবাড়ি করে, বিদেশেই থাকাকে ভালো মনে করে। তিনি সেটা করতেন না। এক-এগারোর সরকার তাঁকে সৌদি আরবে নির্বাসনে পাঠাতে চেয়েছিল। তিনি এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে পাঠাতে ব্যর্থ হয়। এর মধ্য দিয়েই বেগম খালেদা জিয়ার দেশপ্রেম, দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং দেশের মানুষের প্রতি যে মমত্ববোধ, তার পরিচয় দিয়েছিলেন।

বেগম খালেদা জিয়া এ দেশের মানুষের মনের জগতে, স্মৃতিতে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। তাঁকে দেশের মানুষ ভুলবে না। তাঁকে দেশের মানুষ শেষ বিদায় জানাবে অশ্রুসজলভাবে, বিপুলভাবে, যা হয়তো আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

অর্থনীতিবিদ; সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এনসিপি কি বিলীন হওয়ার পথেই হাঁটছে?

শাহাবুদ্দিন শুভ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) একসময় নতুন আশার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘদিনের দ্বিদলীয় রাজনীতির ক্লান্তি, আন্দোলনের ব্যর্থতা ও নেতৃত্ব সংকটের মধ্যে অনেক মানুষ এনসিপিকে ঘিরে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। বিশেষ করে ২০২৪ সালের আন্দোলনের পর নাহিদ ইসলামদের নেতৃত্বে যে নতুন রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে, তা বহু মানুষের মনে এই বিশ্বাস জন্ম দিয়েছিল, এবার হয়তো সত্যিই একটি বিকল্প রাজনীতির সূচনা হচ্ছে।

কিন্তু সময়ের ব্যবধানে সেই আশার জায়গায় এখন প্রশ্ন, সংশয় ও হতাশা জমতে শুরু করেছে। প্রশ্নটা আজ আর ছোট নয়, এনসিপি কি ধীরে ধীরে অপ্রসঙ্গিক হয়ে পড়ছে, নাকি মানুষের মন থেকেই বিলীন হওয়ার পথে হাঁটছে?

সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, “জামায়াত ও সমমনা দলগুলোর সঙ্গে আমাদের কোনো আদর্শিক ঐক্য হয়নি, এটি কেবল একটি নির্বাচনী সমঝোতা।” এই বক্তব্যই এনসিপির রাজনীতির সবচেয়ে বড় আত্মবিরোধিতাকে উন্মোচিত করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে যার সঙ্গে আদর্শিক মিল নেই, যার অতীত ও রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে সমাজে গভীর বিতর্ক ও আপত্তি রয়েছে, তার সঙ্গে কেবল নির্বাচনী সুবিধার জন্য জোটে যাওয়ার নৈতিক ও রাজনৈতিক যুক্তি কোথায়?

রাজনীতি শুধু আসন ভাগাভাগির অঙ্ক নয়। রাজনীতি আদর্শ, বিশ্বাস এবং জনগণের আস্থার বিষয়। এনসিপি যে জায়গা থেকে উঠে এসেছে, সেখানে তাদের মূল শক্তি ছিল অপরাজনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান, পুরোনো শক্তির বাইরে একটি স্বতন্ত্র বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং নৈতিক উচ্চতার দাবি। কিন্তু জামায়াতের মতো একটি দলের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা সেই নৈতিক উচ্চতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশে এমন বিপুলসংখ্যক মানুষ আছেন, যারা আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপির রাজনীতি পছন্দ করেন না, আবার একই সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতিকেও সমর্থন করেন না। এই জনগোষ্ঠীর বড় একটি অংশ এনসিপির দিকে ঝুঁকেছিল ঠিক এই কারণেই যে, তারা মনে করেছিল এনসিপি হবে পুরোনো রাজনীতির বাইরে একটি নাগরিক, প্রগতিশীল ও নীতিনির্ভর শক্তি। জামায়াতের সঙ্গে সমঝোতার ঘোষণার মাধ্যমে এনসিপি কার্যত সেই জনগোষ্ঠীর আস্থার জায়গাতেই আঘাত করেছে।

সবচেয়ে বড় বৈপরীত্য হলো- ২০২৪ সালের যে আন্দোলনের মাধ্যমে এনসিপির উত্থান, সেটি কোনো ধর্মভিত্তিক বা আদর্শগত জোটের ফসল ছিল না। সেটি ছিল ছাত্র, তরুণ, পেশাজীবী ও সাধারণ মানুষের সম্মিলিত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। ১৭ বছর ধরে বহু রাজনৈতিক দল ও জোট যা করতে পারেনি, তা এই নতুন নেতৃত্ব করতে পেরেছিল। ফলে মানুষের প্রত্যাশাও ছিল ভিন্ন। তারা ভেবেছিল এনসিপি আপসের রাজনীতি নয়, বরং বিকল্প রাজনীতির প্রতীক হবে।

কিন্তু আজ যখন বলা হচ্ছে- “এটি আদর্শিক নয়, কেবল নির্বাচনী সমঝোতা”, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যদি আদর্শ বিসর্জন দিতে হয়, তাহলে এনসিপি আর অন্যদের থেকে আলাদা থাকল কোথায়? এতে করে এনসিপি শুধু নিজের সঙ্গে নিজেই প্রতারণা করছে না, বরং সেই সব মানুষকেও বিভ্রান্ত করছে, যারা তাদের ওপর ভর করে নতুন রাজনীতির স্বপ্ন দেখেছিল।

এই সংকটকে আরও গভীর করেছে দলটির ভেতরের ভাঙন। তাসনিম জারা ও তাজনূভা জাবীনের পদত্যাগ এনসিপির জন্য নিছক সাংগঠনিক ঘটনা নয়; এটি একটি শক্ত রাজনৈতিক বার্তা। বিশেষ করে তাসনিম জারার পদত্যাগ নিয়ে আলোচনা বেশি হওয়ার কারণ, তিনি ছিলেন এনসিপির সবচেয়ে দৃশ্যমান ও গ্রহণযোগ্য মুখগুলোর একজন। দল গঠনের পর থেকে গণমাধ্যম, আলোচনা সভা ও নাগরিক পরিসরে এনসিপির পরিচিতি তৈরিতে তাকে সচেতনভাবেই সামনে রাখা হয়েছিল।

তাসনিম জারা কোনো পেশাদার রাজনীতিবিদ ছিলেন না। বিদেশে একটি নিরাপদ ও প্রতিষ্ঠিত ক্যারিয়ার থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশের টানে ফিরে এসেছিলেন। মহামারি পরবর্তী সময়ে জনস্বাস্থ্য, নাগরিক সচেতনতা ও রাষ্ট্রীয় জবাবদিহিতা নিয়ে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা তাকে একটি নির্দলীয়, বিশ্বাসযোগ্য কণ্ঠে পরিণত করেছিল। এনসিপি সেই বিশ্বাসযোগ্যতাকেই রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করেছিল। ফলে তার পদত্যাগ কেবল ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়; এটি এনসিপির আদর্শিক সংকটের প্রতীক।

এ প্রেক্ষাপটে নাহিদ ইসলামের মন্তব্য, “কেউ দলে থাকবে কি না, সেটা তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত” নেতৃত্বের জায়গা থেকে দায়িত্ব এড়ানোর ভাষা বলেই মনে হয়। কারণ প্রশ্নটি ব্যক্তির নয়; প্রশ্নটি দলের সিদ্ধান্ত এমন কেন হলো, যার ফলে দলের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মুখগুলো সরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

২৮ ডিসেম্বর বাংলামোটরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নাহিদ ইসলাম বলেছেন, নির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে জামায়াতসহ আট দলের সঙ্গে সমঝোতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজনীতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সব সময় নৈতিক বৈধতা নিশ্চিত করে না। ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত দলের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে।

তাসনিম জারা ও তাজনূভা জাবীনের পদত্যাগ, সঙ্গে আরও কয়েকজন নেতার প্রকাশ্য আপত্তি স্পষ্ট করে দেয় যে, এনসিপির ভেতরে আদর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়ে গভীর ফাটল তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে নারী ও নাগরিক নেতৃত্বের এমন প্রস্থান এনসিপির জন্য বড় এক নেতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দেবে। তরুণ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আস্থা আরও দুর্বল হবে, আর ‘নতুন রাজনীতি’র যে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, তা অনেকের চোখে ভেঙে পড়বে।

আজ এনসিপির সংকট শুধু নির্বাচনকেন্দ্রিক নয়; এটি অস্তিত্বের সংকট। মানুষ একসময় এনসিপিকে ঘিরে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিল। এখন প্রশ্ন একটাই, এনসিপি কি সেই জনগণের প্রত্যাশার পথে আবার ফিরতে পারবে, নাকি অপ্রসঙ্গিক হয়ে থেকে ধীরে ধীরে মানুষের মন থেকেই বিলীন হয়ে যাবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেবে এনসিপির পরবর্তী সিদ্ধান্ত, আত্মসমালোচনার ক্ষমতা এবং আদর্শের প্রশ্নে তারা কতটা দৃঢ় থাকতে পারে, সেটিই।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

বিপ্লব কেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়

আবুল কালাম আজাদ

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একটি গণঅভ্যুত্থান বা বিপ্লব সফল হওয়ার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো, ক্ষমতার শূন্যতা কীভাবে পূরণ হবে। ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে, ফ্যাসিবাদ উৎখাত হলেই গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার কিংবা জনগণের আকাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রব্যবস্থা আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় না। বরং বিপ্লবোত্তর সময়টাই সবচেয়ে সংকটপূর্ণ, সবচেয়ে নাজুক এবং সবচেয়ে নির্ধারণী। এই সময় যদি একটি সুসংগঠিত, আদর্শভিত্তিক ও জনআকাঙ্ক্ষানির্ভর বিপ্লবী সরকার গঠন না করা হয়, তাহলে যে ক্ষতগুলো সৃষ্টি হয়, সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে আগের ফ্যাসিবাদের চেয়েও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে।

প্রথম এবং সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয় ক্ষমতার শূন্যতা থেকে। ফ্যাসিবাদী শাসন ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্র এক ধরনের অচলাবস্থায় পড়ে। প্রশাসন, নিরাপত্তা বাহিনী, বিচার বিভাগ; সবখানেই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। এই শূন্যতায় যদি বিপ্লবের নেতৃত্ব একটি বৈধ ও গ্রহণযোগ্য সরকার গঠন করতে ব্যর্থ হয়, তবে পুরোনো শাসনের অবশিষ্ট শক্তি, সুবিধাভোগী গোষ্ঠী কিংবা নতুন ক্ষমতালোভী মহল সেই শূন্যতা দখল করতে উদ্যত হয়। এতে বিপ্লবের মূল চেতনা ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং জনগণ যে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিল, তা বাস্তবায়িত না হয়ে উল্টো বিশৃঙ্খলায় রূপ নেয়।

দ্বিতীয় বড় ক্ষতি হয় বিপ্লবের আদর্শিক বিচ্যুতি। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই সাধারণত ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও জনগণের অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সংঘটিত হয়। কিন্তু বিপ্লবোত্তর সরকার গঠিত না হলে এই আদর্শগুলো কোনো কাঠামোগত রূপ পায় না। তখন বিপ্লব কেবল একটি ঘটনা হিসেবে ইতিহাসে থেকে যায়, একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে রাষ্ট্রের রূপান্তর ঘটাতে পারে না। আদর্শের জায়গা দখল করে নেয় ব্যক্তিগত স্বার্থ, দলীয় হিসাব কিংবা বিদেশি প্রভাব। ফলে বিপ্লবের নামে আবারও শোষণ, দমন ও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ শুরু হয়।

তৃতীয়ত, জনগণের মধ্যে হতাশা ও বিশ্বাসভঙ্গ তৈরি হয়। বিপ্লবের সময় মানুষ জীবন, সম্পদ ও নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে ফেলে রাজপথে নেমে আসে এই আশায় যে, একটি নতুন ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু বিপ্লবের পর যদি তারা দেখে, কোনো সুস্পষ্ট সরকার নেই, দিকনির্দেশনা নেই, ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হয়নি, তবে জনগণের সেই বিশ্বাস দ্রুত ভেঙে পড়ে। এই হতাশা ভবিষ্যতে যেকোনো গণ-আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়, কারণ মানুষ তখন মনে করে লড়াই করে লাভ নেই, শেষ পর্যন্ত সবই ক্ষমতার খেলায় পরিণত হয়।

চতুর্থ ক্ষতিটি হলো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন ব্যর্থ হওয়া। ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত দলীয়করণ, দুর্নীতি ও দমননীতির হাতিয়ারে পরিণত হয়। বিপ্লবের পর একটি বিপ্লবী সরকারের প্রধান দায়িত্ব থাকে এসব প্রতিষ্ঠানকে সংস্কার করা, প্রশাসনকে নিরপেক্ষ করা, বিচার বিভাগকে স্বাধীন করা, নিরাপত্তা বাহিনীকে জনগণের অধিকার রক্ষার ভূমিকায় ফিরিয়ে আনা। কিন্তু সরকার না থাকলে বা দুর্বল থাকলে এই সংস্কারপ্রক্রিয়া শুরুই হয় না। ফলে পুরোনো কাঠামো নতুন মুখোশ পরে টিকে যায় এবং ফ্যাসিবাদের বীজ রাষ্ট্রের ভেতরেই রয়ে যায়।

পঞ্চমত, নিরাপত্তাহীনতা ও সহিংসতা বাড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। ক্ষমতার শূন্যতা মানেই আইনশৃঙ্খলার দুর্বলতা। বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে যদি কার্যকর সরকার না থাকে, তবে অপরাধী চক্র, সশস্ত্র গোষ্ঠী কিংবা চরমপন্থীরা সুযোগ নেয়। তারা নিজেদের মতো করে 'ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, যা শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জীবনে ভয়াবহ দুর্ভোগ ডেকে আনে। অনেক দেশে দেখা গেছে, ফ্যাসিবাদ পতনের পর শক্তিশালী বিপ্লবী সরকার গঠিত না হওয়ায় দেশ গৃহযুদ্ধ, মিলিশিয়া শাসন কিংবা দীর্ঘস্থায়ী অস্থিতিশীলতার দিকে ধাবিত হয়েছে।

ষষ্ঠত, ক্ষতিটি হলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাষ্ট্রের অবস্থান দুর্বল হয়ে যাওয়া। একটি বিপ্লবী মুহূর্তে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো খুব সতর্কভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে। যদি তারা দেখে, বিপ্লবের পর কোনো সুসংহত সরকার নেই, তবে তারা নিজেদের স্বার্থে বিভিন্ন পক্ষকে সমর্থন দিতে শুরু করে। এতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়ে। বিপ্লবী সরকার না থাকলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাষ্ট্র তার অবস্থান পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে পারে না, ফলে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, কূটনৈতিক চাপ কিংবা পরোক্ষ হস্তক্ষেপের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

সপ্তমত, ন্যায়বিচারের প্রশ্নটি ঝুলে থাকে। ফ্যাসিবাদী শাসনে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘন, গুম, খুন, দুর্নীতি ও লুটপাটের বিচার জনগণের অন্যতম প্রধান দাবি থাকে। বিপ্লবোত্তর সরকার ছাড়া এই বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা প্রায় অসম্ভব। বিচারহীনতা চলতে থাকলে একদিকে যেমন ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচার পায় না, অন্যদিকে অপরাধীরা নতুনভাবে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পায়। এতে রাষ্ট্রে একটি ভয়ংকর বার্তা যায় যে, ক্ষমতাবান হলে অপরাধ করেও পার পাওয়া যায়।

অষ্টমত, ক্ষতি হলো রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত দ্বন্দ্ব। বিপ্লবের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও আদর্শিক গোষ্ঠী একত্রিত হয় একটি অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে। কিন্তু বিপ্লবের পর যদি কোনো গ্রহণযোগ্য সরকার না থাকে, তবে এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। কে নেতৃত্ব দেবে, কার আদর্শ রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি হবে, এই প্রশ্নগুলো সংঘাতে রূপ নেয়। একটি বিপ্লবী সরকার এই দ্বন্দ্বগুলোকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান করার সুযোগ তৈরি করে। তা না হলে দ্বন্দ্ব সহিংসতায় রূপ নিতে পারে।

নবমত, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়। বিপ্লবের সময় অর্থনীতি সাধারণত চাপে থাকে। উৎপাদন ব্যাহত হয়, বিনিয়োগ স্থবির হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় একটি বিপ্লবী সরকারের দায়িত্ব থাকে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করা, জনগণের ন্যূনতম চাহিদা নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রূপরেখা দেওয়া। সরকার না থাকলে বা অকার্যকর হলে মূল্যস্ফীতি, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বেড়ে যায়। এতে বিপ্লবের প্রতি সাধারণ মানুষের বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়।

দশমত, ক্ষতি হলো সাংবিধানিক শূন্যতা। ফ্যাসিবাদী শাসন সাধারণত সংবিধানকে বিকৃত বা অকার্যকর করে তোলে। বিপ্লবের পর একটি অন্তর্বর্তী বা বিপ্লবী সরকারের কাজ হলো নতুন সাংবিধানিক কাঠামোর দিকে যাত্রা শুরু করা। এই প্রক্রিয়া না থাকলে রাষ্ট্র দীর্ঘদিন আইনি অনিশ্চয়তায় ভোগে। কোন আইন কার্যকর, কোন কর্তৃপক্ষ বৈধ; এই প্রশ্নগুলো অস্পষ্ট থেকে যায়, যা রাষ্ট্র পরিচালনাকে জটিল করে তোলে।

একাদশত, বিপ্লবের নেতৃত্বের নৈতিক দায়বদ্ধতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। যারা জনগণকে বিপ্লবে আহ্বান জানায়, তাদের ওপর একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব বর্তায় বিপ্লবের ফলকে রক্ষা করা। বিপ্লবী সরকার গঠন না করে যদি নেতৃত্ব দায়িত্ব এড়িয়ে যায় বা দ্বিধাগ্রস্ত থাকে, তবে ইতিহাসের কাঠগড়ায় তাদের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়ে। এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বিপ্লবী রাজনীতির বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হয়।

দ্বাদশত, ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থানের ঝুঁকি থেকেই যায়। ইতিহাসের নির্মম সত্য হলো, ফ্যাসিবাদ পরাজিত হয় ঠিকই, কিন্তু ধ্বংস হয় না, যদি তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ভেঙে ফেলা না যায়। বিপ্লবী সরকার ছাড়া এই ভিত্তি ভাঙার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিছু সময় পর সেই শক্তিগুলো নতুন নামে, নতুন মুখে আবার ফিরে আসে এবং জনগণকে আরও কঠিন দমননীতির মুখে ঠেলে দেয়।

সবশেষে বলা যায়, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব কেবল ক্ষমতা পরিবর্তনের ঘটনা নয়, এটি একটি রাষ্ট্র ও সমাজকে পুনর্গঠনের ঐতিহাসিক সুযোগ। এই সুযোগ তখনই বাস্তব রূপ পায়, যখন বিপ্লবোত্তর সময়ে একটি সুসংগঠিত, দায়িত্বশীল ও জনআকাঙ্ক্ষাভিত্তিক বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়। তা না হলে বিপ্লব তার নিজের সন্তানকেই গ্রাস করে, আর জনগণ আবারও এক অনিশ্চিত, অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে যায়। ইতিহাস এই শিক্ষা বহুবার দিয়েছে। প্রশ্ন হলো, আমরা তা শিখতে প্রস্তুত কিনা।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ও কলামিস্ট
columnistazad@gmail.com

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

নববর্ষ মানে আরেকটি বছর কমে যাওয়া

একজন মুমিনের আত্মজিজ্ঞাসা

ইমতিয়াজ মাহমুদ

নববর্ষ বা নতুন বছর বারো মাস পরপরই ফিরে আসে। এটি আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত এক স্বাভাবিক নিয়ম। কোরআন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সৃষ্টির শুরু থেকেই মাসের সংখ্যা নির্ধারিত, এতে মানুষের খেয়ালখুশির কোনো সুযোগ নেই। সময় আসে, সময় যায় কিন্তু প্রতিটি সময় আমাদের জন্য হিসাবের খাতা খুলে দেয়।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় আমরা সাধারণত তিন ধরনের নববর্ষের মুখোমুখি হই। বাঙালি জাতি হিসেবে বাংলা নববর্ষ নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে পালিত হয়। হিজরি সনের সূচনায় আসে আরবি নববর্ষ। আর সবচেয়ে বেশি আয়োজন, গুরুত্ব ও উত্তেজনা দেখা যায় ইংরেজি নববর্ষ ঘিরে।

ইংরেজি নববর্ষের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬ সালে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার প্রথম এই নববর্ষ উদ্‌যাপনের রীতি চালু করেন। প্রাচীন সমাজে নববর্ষ মানে ছিল আত্মশুদ্ধির উপলক্ষ পুরোনো বছরের ভুল ও মন্দ অভ্যাস ঝেড়ে ফেলে নতুনভাবে জীবন শুরু করার অঙ্গীকার। তবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন সভ্যতায় নববর্ষ পালনের তারিখ ও ধরন ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

ইরানে নববর্ষ শুরু হয় পুরোনো বছরের শেষ বুধবার থেকে এবং তা চলে নতুন বছরের ত্রয়োদশ দিন পর্যন্ত। প্রাচীন পারস্যের সম্রাট জমশিদের সময় থেকেই এই প্রথার প্রচলন দেখা যায়। মেসোপটেমিয়ায় নববর্ষ নির্ধারিত হতো নতুন চাঁদের সঙ্গে। ব্যাবিলনে মহাবিষুবের দিন, অর্থাৎ ২০ মার্চ ছিল নববর্ষের সূচনা। অ্যাসিরিয়ায় পালিত হতো ২১ সেপ্টেম্বর। মিসর, ফিনিসিয়া ও পারস্যেও এই তারিখেই নতুন বছর শুরু হতো। গ্রিকরা দীর্ঘ সময় ২১ ডিসেম্বরকে নববর্ষ হিসেবে মানত। রোমান প্রজাতন্ত্রে একসময় নববর্ষ শুরু হতো ১ মার্চ থেকে, পরে তা পরিবর্তিত হয়ে ১ জানুয়ারিতে স্থির হয়। মধ্যযুগে ইউরোপের অনেক দেশে নববর্ষ পালিত হতো ২৫ মার্চ।

শেষ পর্যন্ত খ্রিষ্টান ধর্মগুরু পোপ গ্রেগরির নামে প্রবর্তিত গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৫৮২ সালে ১ জানুয়ারিকে স্থায়ীভাবে নববর্ষের দিন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। ধীরে ধীরে ইউরোপসহ বিশ্বের বহু দেশে এই ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে নববর্ষ উদ্‌যাপন শুরু হয়।

তবে একজন মুমিনের কাছে নববর্ষ কেবল একটি ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে যাওয়ার নাম নয়। নববর্ষ মানে গত একটি বছরের দিকে ফিরে তাকানো এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া। একজন সচেতন মুমিন নিজেকে প্রশ্ন করবে এই বছরে আমার ইমান, আমল ও চরিত্র কতটা বদলেছে? দুনিয়াবি জীবনে আমি কী অর্জন করেছি, কী হারিয়েছি? আমার ভুলগুলো কী ছিল, আর কোথায় আমি উন্নতি করতে পেরেছি?

মুমিন নতুন বছরকে বরণ করে নেয় আনন্দ-উল্লাস দিয়ে নয়; বরং আত্মসমালোচনা, ইস্তিগফার ও গভীর ইবাদতের মাধ্যমে। নতুন বছর তার কাছে হয় আত্মশুদ্ধির নতুন অধ্যায়। সে আল্লাহর কাছে দোয়া করে আগত বছর যেন আগের বছরের মতো অবহেলায় না কাটে, বরং প্রতিটি সময় ও প্রতিটি পদক্ষেপ যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত হয়।

ইতিহাস আমাদের শেখায়, একজন প্রকৃত মুমিনের জন্য প্রতিটি দিনই নতুন সুযোগ। প্রতিদিন নিজের আমলের হিসাব নেওয়া, ভুল সংশোধন করা এবং নতুন উদ্যমে ভালো কাজ শুরু করাই তার পরিচয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নববর্ষ কোনো নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং প্রতিটি দিনই হয়ে ওঠে আত্মসংস্কারের নতুন সূচনা।

করোনার মতো দুর্যোগ আমাদের জীবন থেকে অনেক কিছু কেড়ে নিলেও সময় বা যুগকে দোষারোপ করা সঠিক নয়। সময় নিজে কখনো অকল্যাণকর নয়। মানুষের কাজই নির্ধারণ করে কল্যাণ ও অকল্যাণের পরিণতি। তাই সময়কে গালি না দিয়ে আমাদের উচিত নিজেদের কর্মের দিকে তাকানো।

নতুন বছর আসা মানে আমাদের নির্ধারিত জীবনকাল থেকে আরেকটি বছর কমে যাওয়া। জীবন থেকে একটি বছর চলে যাওয়া মানে মৃত্যুর আরও এক ধাপ কাছে পৌঁছে যাওয়া। এ বাস্তবতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় নতুন বছর হওয়া উচিত মৃত্যুস্মরণ ও পরকালের প্রস্তুতি আরও জোরদার করার সময়।

নতুন বছরের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো নিজের জীবনের হিসাব গুছিয়ে নেওয়া। নিজের ভুল স্বীকার করা, অবহেলা চিহ্নিত করা এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া। ইতিহাসের মহান ব্যক্তিরা আমাদের শিখিয়েছেন আল্লাহর সামনে হিসাব দেওয়ার আগে যদি আমরা নিজেরাই নিজেদের হিসাব করে নিই, তাহলে জীবন সংশোধন সহজ হয়ে যায়।

নববর্ষের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো বিজাতীয় সংস্কৃতি পরিহার করা। পশ্চিমা রীতিনীতি অনুসরণ করে নতুন বছরকে উদ্‌যাপন করা বা পুরোনো বছরকে বিদায় জানানো ইসলামের ইবাদত ও জীবনদর্শনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিশেষ করে থার্টি ফার্স্ট নাইটের মতো আচার-অনুষ্ঠান মুসলমানদের চিন্তা ও চরিত্রের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

অশ্লীলতা, অনর্থক আনন্দ আর বেহুদা কাজে সময় নষ্ট না করে বিগত বছরের ভুলগুলো বিশ্লেষণ করে আগামীর জন্য পরিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল ও আল্লাহমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করাই একজন বুদ্ধিমান মুমিনের প্রকৃত কাজ।

খতীব, নূরে মদীনা জামে মসজিদ, সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম

মোবাইল : প্রয়োজনের উপকরণ, নাকি আত্মবিনাশের কারণ?

আব্দুল্লাহ আল মামুন ফুয়াদ

মোবাইল ফোন আজ আমাদের জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। দৈনন্দিন কাজকর্ম, যোগাযোগ, শিক্ষা, দাওয়াহ—প্রায় সব ক্ষেত্রেই এর প্রয়োজন। বলা যায়, বর্তমান সময়ে মোবাইল ছাড়া জীবন কল্পনাই করা যায় না। তবে এই প্রয়োজনীয় জিনিসটাই সঠিক ব্যবহারে কল্যাণের কারণ হতে পারে, আবার ভুল ব্যবহারে জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারে।

এই বিষয়ে মূলত দুটি কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবা দরকার—

এক. মোবাইলের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত

দুই. মোবাইলে কথা বলার শিষ্টাচার বা আদব

প্রথমেই মোবাইলের ব্যবহার প্রসঙ্গে আসা যাক।

মোবাইল মূলত দ্বি-ধারী তলোয়ারের মতো। সঠিক ও সচেতন ব্যবহারে এটি মানুষের জীবনকে সুন্দর, গুছানো ও অর্থবহ করে তুলতে পারে। আবার লাগামহীন ও দায়িত্বহীন ব্যবহারে একই মোবাইল দ্বীন-দুনিয়া উভয়টাই নষ্ট করে দিতে পারে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন ভালো ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করতে এবং গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা না করতে। একই সঙ্গে তিনি আমাদের সতর্ক করেছেন, যেন আমরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে না দিই। রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, কোনো ভালো কাজের পথ দেখিয়ে দিলে সেই পথ অনুসরণকারীর সমান সওয়াব পাওয়া যায়।

মোবাইল হাতে থাকা মানে যেন পুরো দুনিয়াই হাতের মুঠোয়। এর মাধ্যমে আমরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারি, দ্বীনি বয়ান ও নসিহত শুনতে পারি, নতুন নতুন বিষয় শিখতে পারি এবং দূর-দূরান্তের মানুষের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ করতে পারি। এই দিকগুলো নিঃসন্দেহে মোবাইলের বড় নেয়ামত।

কিন্তু একই সঙ্গে কেউ চাইলে মোবাইলকে ব্যবহার করে অশ্লীলতা, অহেতুক বিনোদন, গীবত, সময় নষ্ট এবং নানা গুনাহে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পারে। ফলে দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দুনিয়ার জীবনেও অস্থিরতা নেমে আসে।

তাই আমাদের জন্য সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো মোবাইল যেন আমাকে নিয়ন্ত্রণ না করে, বরং আমি যেন মোবাইলকে নিয়ন্ত্রণ করি। এর একটি সহজ আলামত হলো : অকারণে ফোন হাতে নেওয়া, উদ্দেশ্যহীন স্ক্রল করা, প্রয়োজন ছাড়া ইন্টারনেটে ঘোরাঘুরি করা। এগুলো যদি অভ্যাসে পরিণত হয়, তাহলে বুঝতে হবে সমস্যা শুরু হয়ে গেছে।

সমাধান হিসেবে আমরা দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় মোবাইল ব্যবহারের জন্য নির্ধারণ করতে পারি। এতে করে অনেক অনর্থক কাজ থেকে সহজেই বেঁচে থাকা সম্ভব, ইনশা আল্লাহ।

এবার আসি দ্বিতীয় বিষয়ে মোবাইলে কথা বলার কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব।

শরিয়ত মানুষের জীবনের প্রতিটি দিককে সুন্দর ও শৃঙ্খলিত করার নির্দেশনা দিয়েছে। সাধারণ কথাবার্তা, সাক্ষাৎ এমনকি ফোনে কথা বলার ক্ষেত্রেও ইসলামের চমৎকার দিকনির্দেশনা রয়েছে।

প্রথমত, ফোনে কথা শুরু করা উচিত সালাম দিয়ে। সালাম ছাড়া কথা শুরু করাকে রাসূল (সা.) অপছন্দ করেছেন। আগে সালাম দেওয়া অহংকারমুক্ত থাকার আলামত এবং আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় হওয়ার মাধ্যম।

দ্বিতীয়ত, হাসিমুখে কথা বলা। এটাকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। রাসূল(সা.) বলেছেন, হাসিমুখে কথা বলাও একটি নেক কাজ। শুধু ইবাদতের দিক থেকেই নয়, বাস্তব জীবনেও এর অসংখ্য উপকার আছে। হাসিমুখে কথা বললে মানুষের মন জয় করা সহজ হয়, সম্পর্কে সৌহার্দ্য তৈরি হয় এবং ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

তৃতীয়ত, ফোনে নিজের পরিচয় স্পষ্টভাবে দেওয়া। অনেকেই ফোন করে পরিচয় দেন না, আবার নাম্বার সেভ থাকলেও দীর্ঘদিন পর কণ্ঠস্বর চিনতে সমস্যা হয়। এতে অপর ব্যক্তি বিব্রত হয়। হাদিসে এসেছে, রাসূল (সা.) "আমি" বলে পরিচয় দেওয়া পছন্দ করেননি। তাই নাম ও পরিচয় পরিষ্কারভাবে বলা শিষ্টাচারের অংশ।

চতুর্থত, নিজের প্রয়োজন পরিষ্কারভাবে বলা। অযথা এদিক-ওদিক কথা বলে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। ইসলামের সৌন্দর্যের অন্যতম দিক হলো অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা।

পঞ্চমত, যদি দীর্ঘ কথা বলার প্রয়োজন হয়, তাহলে আগে সময় চেয়ে নেওয়া বা জিজ্ঞেস করা—এখন কথা বলা যাবে কি না। কোরআনে এমন আচরণকেই ভদ্র ও উত্তম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ষষ্ঠত, কাউকে একবার ফোন দিলে রিসিভ না হলে সঙ্গে সঙ্গে বারবার ফোন করা ঠিক নয়। বড়জোর দুই বা তিনবার চেষ্টা করা যেতে পারে। এরপর একটি সংক্ষিপ্ত মেসেজ রেখে দেওয়া উত্তম, যাতে তিনি সুযোগমতো সাড়া দিতে পারেন। বারবার ফোন দিয়ে বিরক্ত করা কোনোভাবেই শোভন নয়। কারণ প্রকৃত মুসলমান সে-ই, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।

আমাদের মনে রাখা উচিত কারো সময় ব্যয় করে ফোন ধরা বা কথা বলা কারো ওপর বাধ্যতামূলক নয়। এই বাস্তবতা বুঝে শালীন ও সংযত আচরণ করাই ইসলামের শিক্ষা।

এই পর্যন্তই। আল্লাহ তাআলা যেন আমরা যা জানলাম, তা আমলে রূপ দেওয়ার তাওফিক দান করেন আমিন।

মুদাররিস, জামিআ রশিদিয়া আরাবিয়া, গাজীপুর

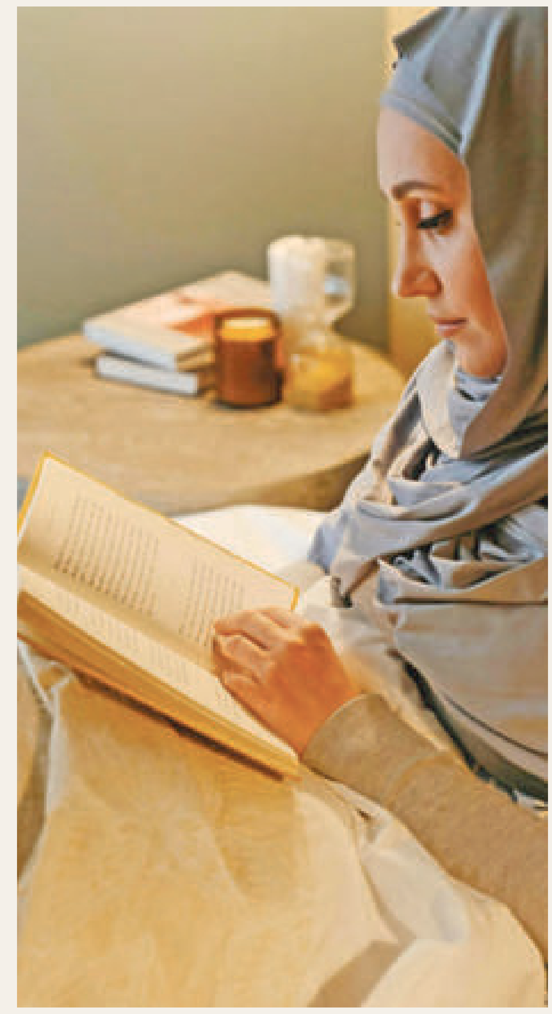

কোরআন পাঠ

মুমিনদের আত্মার খোরাক

মেহেদী হাসান

মানুষ কেবল রক্ত-মাংসের অস্তিত্ব নয়; তার ভেতরে রয়েছে এক গভীর আত্মিক সত্তা। দেহ যেমন খাদ্য ছাড়া দুর্বল হয়ে পড়ে, তেমনি আত্মাও আল্লাহর স্মরণ ও পথনির্দেশনা ছাড়া ক্লান্ত, অস্থির ও দিশাহীন হয়ে যায়। সেই আত্মার জন্য আল্লাহ তায়ালা যে শ্রেষ্ঠ খোরাক অবতীর্ণ করেছেন, তা হলো পবিত্র কোরআন—মানবতার জন্য চিরন্তন বার্তা ও জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,"হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ, অন্তরের রোগের আরোগ্য, মুমিনদের জন্য পথনির্দেশনা ও রহমত।" (সূরা ইউনুস : ৫৭)

এই আয়াত স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় কোরআন কেবল পাঠের জন্য নয়; এটি অন্তরের ব্যাধি সারানোর ও আত্মাকে জাগ্রত করার এক ঐশী ব্যবস্থা। আধুনিক সভ্যতা মানুষকে আরাম দিয়েছে, কিন্তু শান্তি দিতে পারেনি। তথ্যের প্রাচুর্যের মাঝেও মানুষ আজ আত্মিক দারিদ্র্যে ভুগছে। কোরআন সেই শূন্যতার নির্ভরযোগ্য প্রতিষেধক।

কোরআন মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। আল্লাহ ঘোষণা করেন,"নিশ্চয়ই এই কোরআন পথ দেখায় সর্বাধিক সঠিক পথে।" (সূরা আল-ইসরা : ৯)

এই পথ কেবল ইবাদতের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং নৈতিকতা, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও মানবিক আচরণ সব ক্ষেত্রেই কোরআন মানুষের বিবেককে সঠিক দিশা দেয়। কোরআন মানুষকে অহংকার থেকে বিনয় শেখায়, প্রতিশোধের বদলে ক্ষমার শিক্ষা দেয় এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ভিত্তিক অবস্থান নিতে উদ্বুদ্ধ করে।

রাসূলুল্লাহ সাঃ কোরআনের সঙ্গে মুমিনের সম্পর্ককে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,"তোমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যে কোরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়।" (সহিহ বুখারি)

এই হাদিস প্রমাণ করে, কোরআন পাঠ কেবল ব্যক্তিগত ইবাদত নয়; এটি সমাজ গঠনের এক শক্তিশালী মাধ্যম। কোরআনের আলোয় আলোকিত মানুষই পারে আলোকিত সমাজ গড়তে।

কোরআনের অন্যতম বড় অনুগ্রহ হলো—অন্তরের প্রশান্তি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,"জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।" (সূরা আর-রা'দ : ২৮)

আজ যখন হতাশা, উদ্বেগ ও মানসিক অস্থিরতা বিশ্বব্যাপী বেড়ে চলেছে, তখন কোরআনের এই ঘোষণা মানবতার জন্য এক গভীর আশার বার্তা। কোরআন মানুষকে শেখায়—কষ্ট স্থায়ী নয়, আল্লাহ কখনো তাঁর বান্দাকে একা ছেড়ে দেন না, আর প্রতিটি সংকটের পরেই রয়েছে স্বস্তির প্রতিশ্রুতি।

তবে কোরআন পাঠের প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল তিলাওয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়। কোরআন নিজেই মানুষকে চিন্তা ও অনুধাবনের দিকে আহ্বান জানায়"তবে কি তারা কোরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে না?" (সূরা মুহাম্মদ : ২৪)

যে ব্যক্তি কোরআনকে হৃদয়ে স্থান দেয় এবং জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে, সে কখনো সম্পূর্ণভাবে পথহারা হয় না। আর যে সমাজ কোরআনকে কেবল আনুষ্ঠানিক পাঠে সীমাবদ্ধ রাখে, সে সমাজ আত্মিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

আজ শান্তির সন্ধানে মানুষ নানা দর্শন ও মতবাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। অথচ প্রকৃত শান্তির উৎস একটাই আল্লাহর বাণী। কোরআন মানুষের হৃদয়ে সেই প্রশান্তির ঝর্ণাধারা বইয়ে দেয়, যা কখনো নিঃশেষ হয় না।

শেষ পর্যন্ত বলা যায়, কোরআন মুমিনদের আত্মার খোরাক, জীবনের আলো ও মানবতার চিরন্তন দিশারি। এই কোরআনের দিকেই ফিরে আসা আজকের অস্থির পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

খালেদা জিয়াকে ঘিরে মানুষের ভালোবাসা বিএনপিকে আরও শক্তিশালী করবে

মির্জা ফখরুলের মন্তব্য

ঢাকা অফিস

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা বিরল ব্যক্তিত্ব বলে উল্লেখ করেছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, 'ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে জনগণের যে ভালোবাসা তৈরি হয়েছে...মানুষের মধ্যে ইমোশনস (আবেগ) কাজ করছে, সেই ইমোশনস নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে আরও বেশি শক্তিশালী করবে।'

বৃহস্পতিবার দুপুরে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ের বাইরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি মনে করেন, খালেদা জিয়ার প্রতি মানুষের ভালোবাসার কারণ তাঁর আপস না করার নীতি।

খালেদা জিয়া তাঁর নীতির প্রশ্নে কখনো আপস করেননি উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'যিনি তাঁর নীতির প্রশ্নে কখনো আপস করেননি, দেশের স্বাধীনতার–সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কখনো আপস করেননি এবং যিনি তাঁর সমস্ত জীবনই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম–লড়াই করেছেন; কারাভোগ করেছেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু কখনো এই দেশ ছেড়ে চলে যাননি। এই যে দেশের প্রতি ভালোবাসা, মাটির প্রতি ভালোবাসা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, এটা এই সমস্ত মানুষকে আলোড়িত করেছে।'

দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে খালেদা জিয়ার অভিভাবকত্ব সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, এ সময় তাঁর চলে যাওয়ায় মানুষ সবচেয়ে মর্মাহত হয়েছে। সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের দর্শন এবং খালেদা জিয়ার আপসহীন অবস্থানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'একইভাবে তারেক রহমান সাহেবও (দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান) সেই পতাকা তুলেই জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এই দেশের স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্বের জন্য কাজ করবেন, রক্ষা করার জন্য কাজ করবেন এবং তাঁকে সুসংগত করবেন ও গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করবেন—এটাই মানুষের প্রত্যাশা।'

গত ২৩ নভেম্বর থেকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর গত মঙ্গলবার ভোরে মারা যান বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। তাঁর সম্মানে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক চলছে। একই সঙ্গে সাত দিনের দলীয় শোক কর্মসূচি পালন করছে তাঁর দল বিএনপি।

নির্বাচন স্থগিত বা পেছানোর কোনো সুযোগ নেই: সালাহউদ্দিন আহমদ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে নির্বাচন স্থগিত বা পেছানোর কোনো সুযোগ নেই বলে উল্লেখ করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।

এ বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দিয়ে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, বাছাই ও প্রতীক বরাদ্দের পর এমন ঘটনা ঘটলে আইনি জটিলতার কারণে নির্বাচন স্থগিতের প্রশ্ন আসতে পারত। কিন্তু এখন সে পরিস্থিতি নেই। বাছাইয়ের আগেই তিনি নেই। আইনগতভাবে তিনি আর বিদ্যমান নন। সে জন্য তাঁর মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে টিকবে না। সে ক্ষেত্রে বিকল্প প্রার্থীর মনোনয়ন যদি টিকে যায়, তাহলে তাঁরাই প্রার্থী হবেন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বিএনপির চেয়ারপারসনের গুলশানের কার্যালয়ের বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন সালাহউদ্দিন আহমদ। খালেদা জিয়ার প্রসঙ্গ তুলে বিএনপির এই নেতা বলেন, তাঁদের নেত্রী আর নেই, কিন্তু তিনি মানুষের অন্তরে আছেন। 'গণতন্ত্রের মা' হিসেবে তিনি খেতাব পেয়েছেন, প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। জানাজায় যাঁরা ঢাকায় আসতে পারেননি, তাঁরাও গায়েবানা জানাজায় শরিক হয়েছেন। সারা পৃথিবীর মানুষের অংশগ্রহণে এটি ছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জানাজা।

মহীয়সীর গৌরবের মহাবিদায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শোকের ছায়া নেমে আসে। অন্তর্বর্তী সরকার ও বিএনপির যৌথ সভায় খালেদা জিয়ার জানাজা ও দাফনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে যে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে জনসভায় দৃঢ়কণ্ঠের বক্তৃতায় আপসহীন নেত্রী হয়ে উঠেছিলেন, সেখান থেকেই খালেদা জিয়া শেষ বিদায় নিলেন জনতার শ্রদ্ধা, ভালোবাসায়। কয়েক বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত তাঁর জানাজায় লাখ লাখ শোকার্ত মানুষ শরিক হন। বুধবার সব দল-মতের মানুষের পথ মিলিত হয়েছিল খালেদা জিয়ার জানাজায়।

এ জানাজাকে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ জনসমাগম হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। রাজধানীর সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা ছাপিয়ে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ হয়ে দক্ষিণে ধানমন্ডির সোবহানবাগ পর্যন্ত পৌঁছায় জানাজার কাতার। দক্ষিণ-পূর্বে ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার হয়ে বাংলামটর পর্যন্ত সড়কে ছিল মুসল্লিদের কাতার। উত্তরে মণিপুরিপাড়া হয়ে শেওড়াপাড়া এবং বিজয় সরণি হয়ে জাহাঙ্গীর গেট পর্যন্ত সড়কজুড়ে ছিল জানাজার কাতার। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের ফার্মগেটমুখী নামার অংশেও জানাজায় দাঁড়ান মানুষ। অন্যদিকে শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, শ্যামলী পর্যন্তও জানাজায় অংশ নেন হাজার হাজার মানুষ।

সড়কে জায়গা না পেয়ে হাজারো মানুষ আগারগাঁও, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার মেট্রো স্টেশনে জানাজার নামাজ আদায় করেন। মূল সড়কের বাইরে আশপাশের সড়ক ও অলিগলিতে দাঁড়িয়েও শত শত মানুষ জানাজায় অংশ নেন। এ ছাড়া রাজধানীর বিভিন্ন ভবনের ছাদ, ওভারব্রিজসহ যে যেখানে সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে অংশ নেন খালেদা জিয়ার জানাজায়।

দলের চেয়ারপারসনের শেষবিদায়ে উপস্থিত থাকতে মঙ্গলবার থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজধানীতে আসতে শুরু করেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা।

অতীত স্মৃতি ঘেঁটে অনেকে বলছেন, এত বিরাট জানাজা, এত সম্মান, এত আবেগতাড়িত জনস্রোত বাংলাদেশ আগে কখনো দেখেনি। কোনো রাজনীতিকের অন্তিম বিদায়ের এমন দৃশ্য আর কখনো দেখা যায়নি।

জানাজায় অংশ নেওয়া এই লাখ লাখ মানুষের মধ্যে বিএনপির নেতা-কর্মীর চেয়ে সাধারণ মানুষের সংখ্যা দেখা গেছে বেশি। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশাসহ অনেক সাধারণ মানুষ। অনেকে দূরদূরান্ত থেকে হেঁটে এসেছেন। কেউ অজু সেরে দাঁড়িয়ে ছিলেন খোলা রাস্তায়, কেউ চোখের সামনে কফিন দেখার অপেক্ষায়। অনেকে কয়েক কিলোমিটার পথ হেঁটে এসে জানাজায় শরিক হন।

এভারকেয়ার থেকে শেষযাত্রা

বুধবার সকাল ৯টা ১৭ মিনিটে বাংলাদেশের পতাকায় মোড়ানো অ্যাম্বুলেন্সে খালেদা জিয়ার মরদেহ এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে গুলশান অ্যাভিনিউর ১৯৬ নম্বর বাসভবনে নেওয়া হয়। মরদেহ 'ফিরোজা'য় নেওয়ার কথা থাকলেও গাড়িটি নেওয়া হয় তারেক রহমানের বাসভবনে। সেখানে কফিনের পাশে বসে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করেন তারেক রহমান। পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও দলীয় নেতারা শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানান।

বেলা ১১টা ৫ মিনিটে সেখান থেকে মরদেহ নিয়ে জানাজার উদ্দেশে রওনা হন তারেক রহমান। গাড়িবহরে লাল-সবুজ রঙের সেই বাসটিও ছিল, যেটিতে তিনি দেশে ফিরে বিমানবন্দর থেকে জনসভাস্থলে গিয়েছিলেন। তারেক রহমানের সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী জুবাইদা রহমান, কন্যা জাইমা রহমান, আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রীসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা। খালেদা জিয়ার কফিন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউর মঞ্চে পৌঁছায় বেলা ২টা ৪৫ মিনিটে।

স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয় খালেদা জিয়াকে।

'মৃত্যুর দায় থেকে ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনা মুক্তি পাবেন না'

জানাজার আগে রাখা বক্তব্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন, খালেদা জিয়ার মৃত্যুর দায় থেকে ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনা কখনো মুক্তি পাবেন না। ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা থেকে ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় দুই বছরের বেশি সময় অন্ধকার কারাগারে রাখা হয়। পায়ে হেঁটে কারাগারে ঢুকলেও তিনি বের হন চরম অসুস্থতা নিয়ে। পরে চার বছর গৃহবন্দী অবস্থায় তাঁকে বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ না দেওয়ায় তাঁর শারীরিক অবস্থা আরও অবনতির দিকে যায়। চিকিৎসকদের মতে, উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবই শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, যারা তাঁকে জেলে পাঠিয়েছে, যারা তাঁকে গৃহহীন করেছে, তারা আজ পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তিনি বলেন, ৪৩ বছরের রাজনৈতিক জীবনের ৪১ বছর বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বে ছিলেন খালেদা জিয়া। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম এবং মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী।

পরে পরিবার ও দলের পক্ষে বক্তব্য দেন খালেদা জিয়ার ছেলে ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি মায়ের জন্য সবার কাছে দোয়া চান। তারেক রহমান বলেন, 'আমি উপস্থিত সকল ভাই-বোনদের বলছি, মরহুমা বেগম খালেদা জিয়া যদি কারও কাছ থেকে কোনো ঋণ নিয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে জানাবেন, আমি তা পরিশোধ করব। জীবিত থাকতে ওনার কথায় কেউ আঘাত পেয়ে থাকলে আমি তাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আল্লাহ তাঁকে বেহেশত দান করুন।'

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও দলের জ্যেষ্ঠ নেতা নজরুল ইসলাম খানের বক্তব্যের পর জানাজা হয়। তারেক রহমান মায়ের জন্য সবার কাছে দোয়া চান।

খালেদা জিয়ার জানাজায় প্রধান উপদেষ্টা ছাড়াও অন্যদের মধ্যে শরিক হন প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী, জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান ও সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার; এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, জেএসডির সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর, লেবার পার্টির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার, আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের আহমাদুল্লাহসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা। ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান এবং বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারাও ছিলেন।

বেলা তিনটায় শুরু হয় জানাজার আনুষ্ঠানিকতা। ইমামতি করেন জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মুফতি আবদুল মালেক। বেলা ৩টা ৫ মিনিটের দিকে জানাজা শেষে খালেদা জিয়ার মরদেহ কাঁধে তুলে নেন তারেক রহমান। এ সময় বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক ও ইসলামি বক্তা মিজানুর রহমান আজহারীকেও কফিন কাঁধে নিতে দেখা যায়। তাঁরা কাঁধে নিয়ে মরদেহবাহী গাড়িতে রাখেন। গাড়ির চারপাশে সেনাবাহিনীর সদস্যদের নিরাপত্তা দিতে দেখা যায়। পরে দলের নেতাদের নিয়ে বাসে ওঠেন তারেক রহমান। মরদেহ নিয়ে গাড়িবহর আড়ং, আসাদ গেট হয়ে লেক রোড দিয়ে জিয়া উদ্যানে পৌঁছায়।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত

জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় জানাজা শেষে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকাশোভিত মরদেহবাহী একটি গাড়িতে করে খালেদা জিয়ার কফিন জিয়া উদ্যানের সামনে নেওয়া হয়। উদ্যানের প্রবেশপথে খালেদা জিয়ার মরদেহবাহী গাড়িটি থামে। খালেদা জিয়ার কফিন কাঁধে বহন করে সমাধিস্থলে নিয়ে যান সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা। তারেক রহমানসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা ছিলেন কফিনের ঠিক পেছনে। কফিনটি মুড়িয়ে রাখা হয়েছিল।

দাফনের সময় খালেদা জিয়ার কবরে নামেন বড় ছেলে ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি নিজেই মাকে কবরে শায়িত করেন। কবরে শায়িত করার পর মরদেহ প্রথমে একমুঠো মাটি দেন তারেক রহমান। তারেক রহমানের স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা রহমান, খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী সৈয়দা শামিলা রহমান, মেয়ে জাহিয়া রহমান ও জাফিয়া রহমান দাঁড়িয়ে ছিলেন একটু দূরে।

আরও ছিলেন খালেদা জিয়ার ছোট ভাই শামীম এস্কান্দার ও তাঁর স্ত্রী কানিজ ফাতেমা, জুবাইদা রহমানের বোন শাহিনা জামানসহ স্বজনেরা। খালেদা জিয়ার কবরের কিছু মাটি তাঁদের কাছে নিয়ে গেলে তাঁরা তা ছুঁয়ে দেন। তাঁদের স্পর্শ করা সেই মাটি কবরে দেওয়া হয়। স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয় খালেদা জিয়াকে।

এরপর কবরে মাটি দেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনীপ্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান ও বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন।

তিন বাহিনীর প্রধানদের পর খালেদা জিয়ার কবরে মাটি দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যরা। মাঝখানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীও মাটি দেন।

দাফনের প্রক্রিয়া চলার সময় তারেক রহমান, তাঁর স্ত্রী জুবাইদা রহমান, মেয়ে জাইমা রহমান, ছোট ভাই আরাফাত রহমানের স্ত্রী শামিলা রহমান, তাঁর বড় মেয়ে জাহিয়া রহমান, ছোট মেয়ে জাফিরা রহমানসহ পরিবারের সদস্যরা এবং বিএনপির নেতা-কর্মী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা দাঁড়িয়ে শোক ও শ্রদ্ধা জানান।

গার্ড অব অনার

দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির পক্ষে তাঁর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আদিল চৌধুরী এবং অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পক্ষে তাঁর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল আবুল হাসনাত মোহাম্মদ তারিক সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এরপর অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে শ্রদ্ধা জানান আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। এরপর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ফুল দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান।

এরপর খালেদা জিয়ার কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান ও বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন। তিন বাহিনীর প্রধানের শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সশস্ত্র বাহিনীর চৌকস সদস্যরা গার্ড অব অনার প্রদান করেন। বিউগলে তখন বেজে ওঠে বিদায়ী সুর।

গার্ড অব অনার দেওয়ার সময় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তারেক রহমান দাঁড়িয়ে ছিলেন খালেদা জিয়ার কবর থেকে সামান্য দূরে। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বরচন্দ্র রায়, আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমদ, ইকবাল হাসান মাহমুদ, হাফিজ উদ্দিন আহমদ, এ জেড এম জাহিদ হোসেন, রুহুল কবির রিজভী, মাহবুব উদ্দিন খোকনসহ বিএনপির বহু জ্যেষ্ঠ নেতা এ সময় তাঁর পাশে ছিলেন।

গার্ড অব অনার শেষে করা হয় মোনাজাত। এরপর তারেক রহমানের কাছে এসে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ও তিন বাহিনীর প্রধান সহমর্মিতা প্রকাশ করেন।

■ উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দাফন সম্পন্ন হয় গত বুধবার। বৃহস্পতিবার বিএনপির নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষেরা আসেন তাঁর কবর জিয়ারত করতে। অনেকেই এসেছেন ঢাকার বাইরে থেকে।

সমাধি প্রাঙ্গণে মানুষের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও দোয়া

প্রয়াত খালেদা জিয়া

ঢাকা অফিস

সকাল থেকেই ভিড় জমিয়েছিলেন তাঁরা। উদ্দেশ্য জিয়া উদ্যানসংলগ্ন সদ্যপ্রয়াত খালেদা জিয়ার সমাধি প্রাঙ্গণে শ্রদ্ধা জানানো। সবার জন্য উন্মুক্ত করার পর দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম অগ্রসৈনিক সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সমাধিতে তাঁরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। মোনাজাত করেন রুহের মাগফিরাত কামনা করে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালের দিকে নিরাপত্তাবেষ্টনী বজায় রাখার পর দুপুর ১২টার দিকে সাধারণ মানুষের জন্য জিয়া উদ্যানের প্রবেশমুখ খুলে দেওয়া হয়। তখন বিএনপির নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণির সাধারণ মানুষ প্রবেশ করেন সমাধিস্থলে। শ্রদ্ধা জানাতে আগতদের মধ্যে ঢাকার বাইরের মানুষও ছিলেন। রাজনীতির মাঠে দীর্ঘদিন আপসহীনভাবে লড়ে যাওয়া এ নেত্রীর শেষ ঠিকানা কাছ থেকে দেখার জন্য নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ—সব বয়সের মানুষ ভিড় করেন গতকাল। অনেকেই এসেছিলেন সপরিবারে।

রাজধানীর খামারবাড়ি থেকে আসা নীলুফার সুলতানা বলেন, 'খালেদা জিয়া গত ১৫ বছরে যে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তা দেশবাসী দেখেছে। দেশের মানুষের কল্যাণে কোনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। তিনি ছিলেন আপসহীন। দেশের মানুষ তাঁকে ভালোবাসত। গতকালের জানাজায় সেই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে।'

পুরো জিয়া উদ্যান এলাকার নিরাপত্তায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর পাশাপাশি অন্য বাহিনীর সদস্যরাও মোতায়েন ছিলেন। তাঁরা দুপুর ১২টার দিকে জনসাধারণকে প্রবেশের সুযোগ করে দিলে সমাধিসৌধের ভেতরে যান বিএনপির নেতা-কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ। আসেন দলের কিছু কেন্দ্রীয় নেতাও।

কবরের পাশে কেউ নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কেউ ছলছল চোখে তাকিয়ে ছিলেন আকাশের পানে। কাউকে দোয়া-দরুদ পাঠে মগ্ন দেখা যায়। ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন আর প্রার্থনা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

জিয়া উদ্যানে অবস্থিত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কবরের পাশেই সমাহিত করা হয়েছে তাঁর সহধর্মিণী খালেদা জিয়াকে।

চট্টগ্রাম থেকে আসা এক নারী বলেন, 'বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার টানে এসেছি। তাঁর মুখটা শেষবার দেখতে না পারলেও কবরটা অন্তত যেন দেখতে পারি, সে জন্য আজ আবার এখানে এসেছি।'

কবর জিয়ারত করতে আসা কয়েকজনের সঙ্গে কথা হলে তাঁরা জানান, খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় সুরা ফাতেহা ও সুরা ইয়াসিন পাঠ করেছেন তাঁরা।

গতকাল সন্ধ্যায় দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান এবং বিএনপির চেয়ারপারসনের কবর জিয়ারত করতে আসেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি গাড়ি থেকে নেমে জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন একান্ত সহকারী ইউনূছ আলী।

এর আগে সকালে কবর জিয়ারত করতে আসেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'সকালে ঘুম থেকে উঠেই এখানে এসেছি। রাজনৈতিক কোনো পরিকল্পনা নেই, এটা আমার ব্যক্তিগত আবেগ। আমি ব্যক্তিগতভাবে এসেছি।'

খালেদা জিয়ার শাসনামলের স্মৃতিচারণা করে বাবর বলেন, 'নেত্রীর সঙ্গে আমি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি। উনার দেশপ্রেম দেখেছি। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব প্রশ্নে উনি কোনো আপস করেননি।'

সমাধিস্থলে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহসভাপতি তৌহিদুর রহমান আউয়াল বলেন, 'দেশপ্রেমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বেগম খালেদা জিয়া। আমরা যখন অক্সিজেনের মধ্যে থাকি, তখন কিন্তু বুঝি না অক্সিজেনের গুরুত্ব কী। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের অক্সিজেনকে হারিয়ে ফেলেছি।'

জানাজা-দাফনে সহযোগিতায় তারেক রহমানের ধন্যবাদ

ঢাকা অফিস

মা সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জানাজা ও দাফনে সহযোগিতার জন্য দায়িত্ব পালনকারী সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। নিজের ও পরিবারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে সবার উদ্দেশে তিনি বলেছেন, 'গভীর শোকের এই সময়ে আপনারা যে সহমর্মিতা, সম্মান ও দায়িত্ববোধ দেখিয়েছেন, তা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে।'

নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে দেওয়া এক পোস্টে ধন্যবাদের বার্তা দেন তারেক রহমান। পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'গতকাল (বুধবার) আমার জীবনের এক গভীর শোকের মুহূর্তে, আমি আমার মায়ের শেষবিদায় দিতে পেরেছি। এটি এমন এক ঐতিহাসিক বিদায়, যা দেশের মানুষের জন্য যথাযথ শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। আর সেটি সম্ভব হয়েছে যাঁদের যত্ন, দায়িত্ববোধ ও পেশাদারিত্বের কারণে; তাঁদের সবাইকে আমি অন্তরের গভীর থেকে ধন্যবাদ জানাই।'

'আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই; প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে। গভীর শোকের এই সময়ে আপনারা যে সহমর্মিতা, সম্মান এবং দায়িত্ববোধ দেখিয়েছেন, তা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে।'

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আরও লেখেন, 'দেশনেত্রীর অন্তিমযাত্রায় অবিরত দায়িত্ব পালন করেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা ও সদস্যরা। আপনারা শুধু শৃঙ্খলা বজায় রাখেননি, শোকময় পরিবেশেও মানবিকতার উদাহরণ দেখিয়েছেন। আপনারা আমাদের সবাইকে নিরাপদে রেখেছেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে জানাজায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছেন। নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সকল নারী ও পুরুষ সদস্যকেও আমি ধন্যবাদ জানাই, যার মধ্যে রয়েছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা, পুলিশ, বিজিবি, আনসার ও ভিডিপি, র‍্যাব ও এপিবিএন। আপনাদের ধৈর্য, সততা ও দায়িত্ববোধের কারণে লক্ষ-লক্ষ মানুষ নিরাপদে একত্র হতে পেরেছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে শোক প্রকাশ ও শ্রদ্ধা জানাতে পেরেছে এবং শান্তিপূর্ণভাবে ফিরে যেতে পেরেছে। যাঁদের কাজ অনেক সময় চোখে পড়ে না, ডিজিএফআই, এনএসআই এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের নিবেদিত সদস্যদের প্রতিও আমি সমানভাবে কৃতজ্ঞ। আপনাদের সতর্কতা ও দায়িত্ববোধের কারণে দিনটি নিরাপদ এবং নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন হয়েছে।'

তারেক রহমান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের পিএসও, ডিজি এসএসএফ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, তথ্য ও সম্প্রচার, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক, সংস্কৃতি ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। বিদেশি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের সমবেদনা জানানোর কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও ধন্যবাদ দেন তিনি।

বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে এই অনুষ্ঠানের খবর পরিবেশন করার জন্য সাংবাদিকদের আন্তরিক ধন্যবাদ দেন তারেক রহমান।

প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্টে তারেক রহমান লিখেছেন, 'আমি মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদেরও অন্তরের গভীর থেকে ধন্যবাদ জানাই। জাতীয় শোকের এই কঠিন সময়ে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে প্রতিটি মুহূর্তে শান্তি ও যত্ন বজায় রাখতে সাহায্য করেছেন, যা আমাদের পরিবারের জন্য অমূল্য সমর্থন হিসেবে অনুভূত হয়েছে।'

তারেক রহমান আরও লিখেছেন, 'আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই; প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে। গভীর শোকের এই সময়ে আপনারা যে সহমর্মিতা, সম্মান এবং দায়িত্ববোধ দেখিয়েছেন, তা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে।'

বিএনপির সঙ্গে কাজ করতে চাই: জামায়াতের আমির

ঢাকা অফিস

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে যান জামায়াতে ইসলামীর আমির। এ সময় তিনি তারেক রহমান ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। পরে তিনি খালেদা জিয়ার স্মরণে গুলশান কার্যালয়ে রাখা শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেন।

জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান সেখানে বলেন, অতীতের মতো আবারও বিএনপির সঙ্গে কাজ করতে চাই। দেশের স্বার্থে অতীতে তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেছেন, আগামীতেও করবেন।

গুলশান কার্যালয় থেকে বের হয়ে জামায়াত আমির সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, তিনি তারেক রহমান ও বিএনপি নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আলোচনায় আমরা বলেছি, দেশের স্বার্থে অতীতে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি, আগামীতেও ইনশাআল্লাহ একসঙ্গে কাজ করব। তারেক রহমানসহ উপস্থিত বিএনপির অন্যান্য নেতারা একই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন, আমরাও করেছি।'

জামায়াত আমির বলেন, 'আমরা এটাও বলেছি, আগামী পাঁচ বছর সুন্দর পরিবেশের জন্য সবাই মিলে ভালো কিছু চিন্তা করতে পারি কিনা। সেটাও চিন্তা করা দরকার। আমরা এও বলেছি, নির্বাচনের পরে সরকার গঠনের আগে আমরা আবার বসব। খোলা মনে চিন্তা করে জাতির জন্য সিদ্ধান্ত নেব।'

দেশ এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে আছে উল্লেখ করে শফিকুর রহমান বলেন, 'ফেব্রুয়ারির ১২ তারিখের নির্বাচন নির্বিঘ্নে হোক, সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য হোক আমরা এটাই দোয়া করি। আজকে এ বিষয়ে আমরা আলাপ করেছি।'

খালেদা জিয়ার বিষয়ে জামায়াত আমির বলেন, 'বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার জন্য বারবার অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু যখন অনুমতি দেওয়া হলো তত দিনে তাঁর বিশাল ক্ষতি হয়ে গেছে। আমরা তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করি'

সাক্ষাত অনুষ্ঠানে তারেক রহমানের সঙ্গে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। জামায়াত নেতা এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, মোবারক হোসেন, সাইফুল আলম খান মিলন উপস্থিত ছিলেন।

ন্যাপ নেতা ও সাংবাদিক এম এ আলী আর নেই

সংগ্রাম দত্ত

ন্যাপ নেতা ও প্রবীণ সাংবাদিক মোহাম্মদ আব্দুল আলী (এম এ আলী) মারা গেছেন। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুরে সিলেটের রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার শ্যামলী আবাসিক এলাকার বাসিন্দা এম এ আলী মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই পুত্র, দুই কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মী ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

ছাত্রজীবনে মৌলভীবাজার কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি ন্যাপ (মোজাফফর) রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হন এবং নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নব্বই-পরবর্তী সময়ে তিনি শ্রীমঙ্গল থানা ন্যাপের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

এম এ আলী জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় মধ্যপ্রাচ্যে চাকরিরত অবস্থায় কাটান। প্রবাস জীবন শেষে দেশে ফিরে তিনি শ্রীমঙ্গলে ব্যবসা, সাংবাদিকতা ও রাজনীতিতে পুনরায় সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন।

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে নতুনধারা বাংলাদেশের শোক

নিজস্ব প্রতিবেদক

তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বিএনপির চেয়ারপারসন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম প্রতীক বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে নতুনধারা বাংলাদেশ (এনডিবি)।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) পাঠানো এক শোকবার্তায় নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী বলেন, বেগম খালেদা জিয়া একজন রাজনৈতিক নেত্রীর গণ্ডি ছাড়িয়ে জাতির অভিভাবকের ভূমিকায় ছিলেন। তার ইন্তেকালে জাতি এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অভিভাবককে হারাল। এ শোক শুধু একটি দলের নয়, পুরো জাতির।

শোকবার্তায় প্রেসিডিয়াম সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা ফারজানা, ভাইস চেয়ারম্যান ডা. নূরজাহান নীরা, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব কাজী মুন্নি আলম, যুগ্ম মহাসচিব মনির জামান ও ওয়াজেদ রানা এবং সাংগঠনিক সম্পাদক হরিদাস সরকারসহ নেতৃবৃন্দ বলেন, বেগম খালেদা জিয়া কেবল একটি রাজনৈতিক দলের নেত্রী ছিলেন না; তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

মিশিগানে দুর্গা টেম্পলের বার্ষিক সাধারণ সভা

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েটে অবস্থিত দুর্গা টেম্পলের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (২৮ জানুয়ারি) বিকেলে মন্দির প্রাঙ্গণে এ সভা আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন দুর্গা টেম্পলের সভাপতি পংকজ দাশ। অনুষ্ঠানের শুরুতে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পারিন্দ্র চক্রবর্তী গীতা পাঠ করেন। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক উজ্জল সূত্রধর।

সভায় মন্দিরের অর্থ সম্পাদক মৃদুল রায় বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এ নিয়ে উপস্থিত ভক্তরা আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেন। নির্মাণাধীন নতুন মন্দিরের সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন সাধারণ সম্পাদক উজ্জল সূত্রধর।

সভায় উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সভাপতি পংকজ দাশ ও সহসভাপতি নিপেশ সূত্রধর। আলোচনায় অংশ নেন বিনয় সূত্রধর, নিত্য দত্ত, হিমাংশু চৌধুরী, পার্থ দেব, পারিন্দ্র চক্রবর্তী, সন্তুষ পাল, সুব্রত ধর, প্রদীপ চৌধুরী, মহিতোষ ভৌমিক ও বিশ্বেশ্বর চন্দ্রসহ মন্দিরের দায়িত্বশীল ও ভক্তরা।

সভায় সভাপতি পংকজ দাশ গত এক বছরে মন্দিরের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরেন এবং আগামী দিনে পরিকল্পিত কর্মকাণ্ড ও উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেন।

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে নিউইয়র্কে গায়েবানা জানাজা ও দোয়া

ডেস্ক রিপোর্ট

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পক্ষ থেকে গায়েবানা জানাজা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার, ৩১ ডিসেম্বর দুপুরে কুইন্স প্যালেসে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

গায়েবানা জানাজায় ইমামতি করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য আব্দুল লতিফ সম্রাট। দোয়া পরিচালনা করেন জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারের ইমাম আবু সাদেক। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু।

জানাজার আগে সংক্ষিপ্ত শোক বক্তব্য দেন নিউইয়র্কে অবস্থিত বাংলাদেশ কনসুলেটের মাননীয় কনসাল জেনারেল মোজাম্মেল হক পিটার। তিনি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেন। কমিউনিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম।

অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশগ্রহণ করেন। আবেগঘন পরিবেশে জানাজা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। কুইন্স প্যালেসে এক কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে দেশ-বিদেশের সকল বাংলাদেশি মানুষের শোক ও প্রার্থনা যেন একাত্ম হয়ে ওঠে।

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Tax Preparation
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority
- Accounting
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Immigration
  (No Legal Advice)
- New Business Setup & more...

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

সিলেট জেলা প্রশাসনের সম্মাননা পেলেন কানাইঘাটের প্রবাসী মোহাম্মদ জাকারিয়া

নিউজ ডেস্ক

সিলেট জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত 'প্রবাসী সম্মাননা ২০২৫'-এ সম্মাননা পেয়েছেন কানাইঘাট উপজেলার যুক্তরাজ্যপ্রবাসী মোহাম্মদ জাকারিয়া। স্বাধীনতার পর এই প্রথম ছয়টি ক্যাটাগরিতে মোট ১০৩ জন প্রবাসী বাংলাদেশিকে সম্মাননা দিয়েছে জেলা প্রশাসন।

শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় সিলেট নগরের কবি নজরুল অডিটোরিয়ামে বর্ণাঢ্য আয়োজনে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। দেশের বাইরে অবস্থান করেও নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন, এমন প্রবাসী বাংলাদেশিদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়াই ছিল এ আয়োজনের উদ্দেশ্য।

'সফল পেশাজীবী' ক্যাটাগরিতে সম্মাননা পান সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার বাণিগ্রামের কৃতিসন্তান, যুক্তরাজ্যপ্রবাসী সমাজসেবক মোহাম্মদ জাকারিয়া। তিনি যুক্তরাজ্য সরকারের একজন জ্যেষ্ঠ সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে ১৬ বছরের বেশি সময় ধরে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বর্তমানে তিনি এক বিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি মূল্যের কৌশলগত সরকারি বিনিয়োগ পোর্টফোলিওর নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

এর আগে তিনি দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষ করে বাংলাদেশে যুক্তরাজ্যের দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন বিনিয়োগ কার্যক্রমে বাজেট লিড হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত সম্পর্ক জোরদারে সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন।

প্রবাসে অবস্থান করলেও জন্মভূমির প্রতি তার দায়বদ্ধতা উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি কানাইঘাট অঞ্চলে বিভিন্ন সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়মিত সহায়তা করে আসছেন।

সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুন নাসের খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা-উন-নবী, জেলা প্রশাসক সারওয়ার আলম, মহানগর পুলিশ কমিশনার আব্দুল কুদ্দুছ ও জেলা পুলিশ সুপার কাজী আখতার উল আলম।

বক্তারা বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিরা শুধু রেমিট্যান্স পাঠিয়েই নয়, পেশাগত সাফল্যের মাধ্যমেও বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের মর্যাদা বাড়াচ্ছেন। তাদের অবদান রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত হলে নতুন প্রজন্ম দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হবে।

এই সম্মাননা শুধু একজন প্রবাসীর ব্যক্তিগত অর্জন নয়; এটি সিলেটসহ পুরো বাংলাদেশের জন্য গর্বের প্রতীক বলে মন্তব্য করেন সংশ্লিষ্টরা।

খালেদা জিয়াকে হত্যার দায় থেকে হাসিনা কখনোই মুক্তি পাবেন না : নজরুল ইসলাম

ঢাকা অফিস

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে চিকিৎসা নিতে না দিয়ে 'হত্যা করা হয়েছে' বলে মন্তব্য করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। এ হত্যার দায় থেকে সাবেক ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কখনোই মুক্তি পাবেন না বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বিকাল পৌনে ৩টার দিকে জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় খালেদা জিয়ার জানাজার আগে তাঁর জীবন ও কর্ম তুলে ধরেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। সে সময় এসব কথা বলেন তিনি।

নজরুল ইসলাম খান

নজরুল ইসলাম খান বলেন, 'তিনি (খালেদা জিয়া) বলতেন, বিদেশে আমাদের বন্ধু আছে, কোনো প্রভু নেই।'

নজরুল ইসলাম আরও বলেন, 'ফ্যাসিবাদী হাসিনার ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার শিকার হয়ে মিথ্যা মামলায় ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে দুই বছরের বেশি সময় কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন খালেদা জিয়া। চিকিৎসার অভাবে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন দেশনেত্রী। সমগ্র দেশবাসী সাক্ষী যে, হেঁটে তিনি কারাগারে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু নির্জন কারাগার থেকে তিনি বের হলেন চরম অসুস্থতা নিয়ে।'

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্য আরও বলেন, 'দেশ-বিদেশের চিকিৎসকদের মতে, গৃহবন্দি থাকা চার বছরে তাঁকে বিদেশে নিয়ে উন্নত চিকিৎসা না দেওয়ায় তাঁর অসুস্থতা ক্রমে বেড়েছে। ফলে এভাবে মৃত্যুর কাছে হার মানতে হলো এ অপরাজেয় নেত্রীর। তাই এ মৃত্যুর দায় থেকে ফ্যাসিবাদী হাসিনা কখনো মুক্তি পাবেন না।'

বক্তব্যে খালেদা জিয়ার জন্ম, পারিবারিক পরিস্থিতি, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, রাজনীতিতে উঠে আসাসহ বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন নজরুল ইসলাম।

মাদক বা জুয়ার আসক্তির মতোই সোশ্যাল মিডিয়া, কঠোর নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

তরুণ ব্যবহারকারীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে নতুন আইন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য। এই আইনে নির্দিষ্ট কিছু সোশ্যাল মিডিয়া ফিচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কবার্তা (লেবেল) প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) গভর্নর ক্যাথি হকুল আইনে স্বাক্ষর করেন। আইন অনুযায়ী, যেসব প্ল্যাটফর্মে ইনফিনিট স্ক্রলিং, অটোপ্লে ভিডিও এবং অ্যালগরিদমনির্ভর কনটেন্ট ফিড রয়েছে—সেগুলোকে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করতে হবে।

গভর্নর হকুল এক বিবৃতিতে বলেন, নিউইয়র্কবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমার প্রধান অগ্রাধিকার। এর মধ্যে আমাদের শিশুদের বেশি ব্যবহৃত ডিজিটাল ফিচার থেকে সুরক্ষা দেওয়াও হয়েছে।

আইনে বলা হয়েছে, গবেষণায় দেখা গেছে সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার মস্তিষ্ককে এমনভাবে উদ্দীপিত করে, যা মাদকাসক্তি বা জুয়ায় আসক্তির মতো আচরণ তৈরি করতে পারে। এ কারণে তামাকজাত পণ্যের স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার মতোই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝুঁকি জানানো প্রয়োজন।

নতুন আইন কার্যকর হওয়ার পর কোনো প্ল্যাটফর্ম নিয়ম ভাঙলে নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবেন। প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য সর্বোচ্চ ৫ হাজার ডলার পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

এই আইন কেবল নিউইয়র্কে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সংঘটিত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে রাজ্যের বাইরে অবস্থানরত ব্যবহারকারীদের জন্য এটি কার্যকর হবে না। এ বিষয়ে টিকটক, মেটা, স্ন্যাপ বা গুগলের মালিকানাধীন অ্যালফাবেট এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

ভারতের কূটনীতিকের সঙ্গে ‘গোপন’ বৈঠকের কথা জানালেন জামায়াত আমির

রয়টার্সকে সাক্ষাৎকার

ঢাকা ডেস্ক

শফিকুর রহমান

ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান ভারতীয় কূটনীতিকের সঙ্গে বৈঠক করার কথা জানিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন, ভারতের ওই কূটনীতিক তাঁকে বৈঠকটি গোপন রাখতে বলেছেন। এ জন্য এটি গোপন রাখা হয়েছে। এ ছাড়া জামায়াতে ইসলামী আগামী নির্বাচনে ঐক্য সরকার গঠনের কথা চিন্তা করছে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

সম্প্রতি এনসিপির সঙ্গে জোটে ভেড়ানোর পরপরই জামায়াত আমির রয়টার্সকে এ সাক্ষাৎকার দেন। আজ বুধবার ওই সাক্ষাৎকার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থাটি।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘ ১৭ বছর পর নির্বাচনে ফিরতে যাওয়া জামায়াত এবার দেশের রাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

জনমত জরিপ অনুযায়ী, দলটি বিএনপির পর দ্বিতীয় জনপ্রিয় অবস্থানে রয়েছে। সর্বশেষ ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত জামায়াত বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের শরিক ছিল। সম্প্রতি জেন-জি বা তরুণ প্রজন্মের নতুন দল এনসিপির সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করে জামায়াত রাজনৈতিক মহলেও আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

সাক্ষাৎকারে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া সাধারণ নির্বাচনের পর একটি ‘জাতীয় ঐক্যের সরকার’ গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান।

জামায়াত আমির জানান, নতুন সরকার গঠন করতে পারে—এমন দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর অংশ হিসেবে চলতি বছরের শুরুতে একজন ভারতীয় কূটনীতিক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

জামায়াত আমির বলেন, অন্য দেশের কূটনীতিকেরা প্রকাশ্যে দেখা করলেও ভারতীয় ওই কর্মকর্তা বৈঠকটি গোপন রাখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এ কারণে বিষয়টি আগে প্রকাশ করা হয়নি।

ভারতের সঙ্গে বৈরী সম্পর্কের অবসানের ইঙ্গিত দিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমাদের সবার প্রতি খোলামেলা হতে হবে। আমাদের সম্পর্ক উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই।’

জামায়াত আমিরের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে জানতে রয়টার্স ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করেছিল। তবে এ নিয়ে সরাসরি মন্তব্য না করলেও দিল্লির সরকারি একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে, তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে।

শফিকুর রহমান আগামী নির্বাচনের পর অন্তত পাঁচ বছরের জন্য একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্র গড়ার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা চাই, সব দল একত্র হয়ে সরকার পরিচালনা করুক। এই সরকারের প্রধান লক্ষ্য হতে হবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান।’

প্রধানমন্ত্রী কে হবেন—এ বিষয়ে জানতে চাইলে জামায়াত আমির বলেন, সবচেয়ে বেশি আসন পাওয়া দল থেকেই প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবেন। জামায়াত সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে তিনি নিজে প্রার্থী হবেন কি না—জানতে চাইলে শফিকুর রহমান বলেন, তা দল সিদ্ধান্ত নেবে।

বর্তমানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদে থাকা মো. সাহাবুদ্দিনকে নিয়ে স্পষ্ট অনীহা প্রকাশ করেছেন জামায়াতপ্রধান। তিনি বলেন, জামায়াতকে অন্তর্ভুক্ত করে কোনো সরকার গঠিত হলে তাঁরা বর্তমান রাষ্ট্রপতির অধীনে কাজ করতে ‘স্বস্তিবোধ করবেন না’।

ব্রঙ্কসে সিলেট জেলা সমিতির উদ্যোগে বিজয় দিবস পালন

শেখ শফিকুর রহমান

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে সিলেট জেলা সমিতি ইউএসএ ইনকের উদ্যোগে বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বিকেলে ব্রঙ্কসের স্টারলিং বাংলা বাজারের গোল্ডেন প্যালেস মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক কফিল উদ্দিন চৌধুরী। প্রধান সমন্বয়কারী গোলাম রব্বানী ও রেজা আবদুল্লাহর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ড কাউন্সিলের কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মঞ্জুর আহমদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, রাজনীতিবিদ আব্দুর রহিম বাদশা, আবদুস শহীদ, আবদুল মুহিত, বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) হাবিবুর রহমান, হাজী খবির উদ্দিন ভূঁইয়া এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হালিম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মো. আবদুস সালাম এবং গীতা পাঠ করেন বিজয় কৃষ্ণ সাহা। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সময় উপস্থিত সবাই দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয় পর্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

আলোচনা সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন অনুষ্ঠানের সদস্যসচিব সাজন খান। আরও বক্তব্য দেন শেখ জামাল হোসেন, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জামাল হোসেন, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সভাপতি সোহান আহমেদ টুটুল, আমেরিকান ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম মিলন, সাবেক ক্রীড়াবিদ মাখন মিয়া, সাবেক বন কর্মকর্তা রেজাউল করিম, অধ্যক্ষ সানাউল্লাহ মিয়া, ছাদেকুর রহমান, ব্যবসায়ী জামাল আহমেদ মাসুদ, আখতার হোসেন ও ছাত্রনেতা হৃদয় মিয়াসহ অনেকে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য দেন কৃষিবিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. শাহজাহান, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) হাবিবুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা বিজয় কৃষ্ণ সাহা এবং ডেপুটি কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর।

বক্তারা বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সংকটের মুখে রয়েছে। এ সংকট থেকে উত্তরণে স্বাধীনতার স্বপক্ষের সব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় শিল্পী শশী, রুনা ও বাবলা।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

নরসিংদী জেলা সমিতির পিঠা উৎসব

নিউইয়র্ক

নিউজ ডেস্ক

নিউইয়র্কে প্রবাসী নরসিংদীবাসীর মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ ইনকের পিঠা উৎসব। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) কুইন্সের উডসাইডে কুইন্স প্যালেস পার্টি হলে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে চার শতাধিক প্রবাসী নরসিংদীবাসী স্বপরিবারে অংশ নেন। প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে নারীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। নরসিংদী জেলা সমিতির নেতৃবৃন্দের পরিবার ও নারী সদস্যরা নিজেরাই ঘরে তৈরি পিঠা তৈরি করে অনুষ্ঠানে নিয়ে আসেন, যা উৎসবকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

পিঠা উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন সমিতির সাবেক ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান ডা. নাজমুল এইচ খান। প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সভাপতি ও সাবেক ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান আজহারুল ইসহাক খোকা। গেস্ট অব অনার ছিলেন সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য আহসান হাবীব। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য বি এম মোরাদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইয়েলো সোসাইটির সভাপতি মাসুদ রানা, সাধারণ সম্পাদক মোর্শেদ খান শিবলী, মাদারীপুর জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও রিয়েলটর রাসেল আকন্দ এবং মো. রহমান শাহীন।

পিঠা উৎসবের আহ্বায়ক ছিলেন শামীমা খান। প্রধান সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন নাসরিন জাহান সুমি। সমন্বয়কারী ছিলেন তাহুরা বেগম এবং সদস্যসচিব ছিলেন জেরিন আজাদ নুপুর।

অনুষ্ঠানে নরসিংদী জেলা সমিতির সভাপতি শামীম গফুর, সাধারণ সম্পাদক আহসানুল হক বাবুল, সিনিয়র সহসভাপতি ইকবাল এ ভূঁইয়া, ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য ইঞ্জিনিয়ার আহসানুল হক, মাহাবুব হোসেন, এ কাদের জিলানী, মাহাবুবুর রহমান চুন্নু, সাবেক ভিপি আশরাফ উদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানী, জসিম খন্দকার, ফিরোজ আহমেদসহ সমিতির কার্যকরী পরিষদ ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত অতিথিদের নরসিংদীর জনপ্রিয় নানা ধরনের পিঠা ছাড়াও চটপটি, নুডুলস ও বিভিন্ন স্ন্যাকস পরিবেশন করা হয়।

পিঠা উৎসবের পাশাপাশি আয়োজন করা হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে সংগীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী সজীব, নাজু আখন্দ, রোজী আজাদ, বুলা আফরোজ, আঞ্জুমান পলাশী, জহির টিপু ও জি এম জুয়েল।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ফারুক রফিকী, আমিনুল খান, এম এম জিন্নাহ, তাহমিনা নুপুর, জেসমিন আনোয়ার, আশরাফুল ইসলাম, হুমায়ুন কবীর, ইকবাল কবির, ইয়াসীন মিয়া, স্বপন ও মো. কামরুজ্জামান।

পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আহসানুল হক বাবুল এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ডিনার ও ডেজার্ট পরিবেশন করা হয়। রাত ১১টায় সভাপতি শামীম গফুর উপস্থিত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নাহিদ শিক্ষকতা ও পরামর্শ দিয়ে বছরে আয় করেন ১৬ লাখ টাকা

ঢাকা অফিস

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম তাঁর হলফনামায় বর্তমান পেশা হিসেবে পরামর্শক ও আগের পেশা অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা উল্লেখ করেছেন। আর তিনি শিক্ষকতা ও পরামর্শ দিয়ে বছরে আয় করেন ১৬ লাখ টাকা। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১১ আসনে প্রার্থী হিসেবে হলফনামায় এমন তথ্য দিয়েছেন তিনি।

শিক্ষাগত যোগ্যতায় উল্লেখ করেছেন স্নাতক। তাঁর স্ত্রী ফাতিমাতুজ জোহরা পেশায় গৃহিণী।

অস্থাবর সম্পদে নাহিদ উল্লেখ করেছেন, নগদ অর্থ আছে ১৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা। স্ত্রীর কাছে আছে ২ লাখ টাকা। ব্যাংকে আছে ৩ লাখ ৮৫ হাজার ৩৬৩ টাকা ৫৭ পয়সা। নিজের কাছে অর্জনকালীন পৌনে ৭ লাখ ৭৫ হাজার টাকার গয়না আছে। স্ত্রীর কাছে আছে অর্জনকালীন ১০ লাখ টাকা মূল্যের গয়না। এ ছাড়া ১ লাখ টাকার ইলেকট্রনিক পণ্য আছে এবং আসবাবপত্র আছে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকার।

আয়কর রিটার্নে নাহিদ ৩২ লাখ ১৬ হাজার ১২২ টাকার সম্পদের হিসাব দিয়েছেন। আয়কর দিয়েছেন ১ লাখ ১৩ হাজার ২৭৪ টাকা।

স্থাবর সম্পদে তিনি কোনো কিছু উল্লেখ করেননি। সব ঘরে প্রযোজ্য নয় লিখেছেন। ঋণের তথ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন, নির্ভরশীল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ (স্ত্রী) ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেডের রামপুরা শাখা থেকে ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ ল সোসাইটির নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক ও শপথ গ্রহণ

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ ল সোসাইটি ইউএসএ ইনকের নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ইটজি চাইনিজ রেস্তোরাঁয় এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অভিষেক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর যথাযথ মর্যাদায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশন পর নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেল। অভিষেক ও শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে নতুন কমিটি এক বছরের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

অভিষিক্ত নেতৃবৃন্দরা হলেন, সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল ওয়াহিদ, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামাল উদ্দিনে, সহ-সভাপতি ব্যারিস্টার মো. আকমল খান ও এডভোকেট সোনিয়া সুলতানা, যুগ্ম সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান সাবু ও মো. নুরুল করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, কোষাধ্যক্ষ এডভোকেট মাহবুর আলম, প্রচার সম্পাদক এডভোকেট জয়দীপ আচার্য্য, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক এডভোকেট কাউসার পারভীন চৌধুরী, সমাজ কল্যান সম্পাদক মো. সফিকুল ইসলাম, অফিস সম্পাদক এডভোকেট মাহবুব আলম।

কার্যকরী সদস্য হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছেন এডভোকেট মোহাম্মদ হাসনাত করিম ফাহিম, পর্না ইয়াসমীন, এডভোকেট কাজী এম জুয়েল, এডভোকেট রুবিনা মান্নান এবং এডভোকেট সাব্বির আহমেদ মাজহার।

অনুষ্ঠান শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাইয়্যেদ মঈন উদ্দিন জুনেলসহ নির্বাচন কমিশনার মো. আবুল বাশার ও সামিউল করিম আলমগীর নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানান। তারা নবগঠিত কমিটির সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করেন এবং বাংলাদেশি কমিউনিটির কল্যাণে ঐক্যবদ্ধভাবে নিবেদিত হয়ে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

১১২তম মেয়র হিসেবে দায়িত্ব শুরু করলেন জোহরান মামদানি

নিউইয়র্ক সিটি

মধ্যরাতের ঠিক পরপরই নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস মামদানিকে শপথ পাঠ করান।

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্কের ওল্ড সিটি হল স্টেশনে শপথ নিচ্ছেন জোহরান মামদানি। ১ জানুয়ারি ২০২৬

১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার ভোরে জোহরান মামদানি আনুষ্ঠানিকভাবে নিউইয়র্ক সিটির ১১২তম মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। রূপান্তরমুখী প্রগতিশীল কর্মসূচি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির সবচেয়ে কঠিন ও নজরকাড়া নগর নেতৃত্বের দায়িত্বে বসলেন। একই সঙ্গে ইতিহাস গড়ে তিনি হলেন নিউইয়র্ক সিটির প্রথম মুসলিম মেয়র, প্রথম দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত মেয়র এবং আফ্রিকায় জন্ম নেওয়া প্রথম মেয়র। ৩৪ বছর বয়সে তিনি কয়েক প্রজন্মের মধ্যে শহরের সবচেয়ে কম বয়সী মেয়রও।

মধ্যরাতের ঠিক পরপরই নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস একটি ছোট পারিবারিক অনুষ্ঠানে মামদানিকে শপথ পাঠ করান। সিটি হলের নিচে অবস্থিত পুরোনো সিটি হল আইআরটি সাবওয়ে স্টেশনে (যা ১৯৪৫ সালে বন্ধ হয়ে যায়) অনুষ্ঠিত ওই শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমর্থকেরা সেকেন্ড গুনে ঐতিহাসিক মুহূর্তটি উদ্‌যাপন করেন। শপথের সময় মামদানি কুরআনের ওপর হাত রাখেন।

সংক্ষিপ্ত ওই ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে মামদানি বলেন, "এটি সত্যিই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান ও গৌরব।"

গণপরিবহনকেন্দ্রিক রাজনীতির পক্ষে দীর্ঘদিন ধরে কথা বলা মামদানি বলেন, এই অলংকৃত সাবওয়ে স্টেশন নিউইয়র্ক সিটির জীবনীশক্তি, স্বাস্থ্য ও ঐতিহ্যের সঙ্গে গণপরিবহনের গুরুত্বের এক অনন্য প্রতীক।

শপথ গ্রহণের সময় তিনি দুটি কুরআনের ওপর হাত রাখেন—একটি তাঁর দাদার ব্যক্তিগত কুরআন এবং অন্যটি নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরির শোমবার্গ সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ব্ল্যাক কালচার থেকে আনা। লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ জানায়, কুরআনটি ধারণা করা হচ্ছে উনিশ শতকে অটোমান সিরিয়ায় তৈরি। আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের প্রক্রিয়ায় মামদানি সিটি ক্লার্কের দপ্তরে নির্ধারিত ৯ ডলার ফি প্রদান করেন এবং রেজিস্টারে স্বাক্ষর করেন।

নতুন দায়িত্ব নেওয়ার পর রাতের একটি অংশ তিনি নিজের নতুন দপ্তরে কাজ করেন। এরপর বৃহস্পতিবার দুপুরে ট্যাক্সিতে করে আবার সিটি হলে ফেরেন বৃহৎ পরিসরের জনসম্মুখ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। সেখানে ভারমন্টের সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স প্রকাশ্যে তাঁকে দ্বিতীয়বারের মতো আনুষ্ঠানিক শপথ পাঠ করান।

প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে হাজার হাজার নিউইয়র্কবাসী সিটি হলের দক্ষিণে ব্রডওয়ের "ক্যানিয়ন অব হিরোজ" এলাকায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ব্লক পার্টিতে যোগ দেন। এই স্থানটি ঐতিহাসিক টিকার-টেপ প্যারেডের জন্য সুপরিচিত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চার হাজার মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও ব্লক পার্টিটি সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশিকেও সেখানে অংশ নিতে দেখা যায়। একাধিক বাংলা গণমাধ্যম অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেসওম্যান আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কোর্তেজ বলেন, মামদানি হবেন এমন একজন মেয়র, যিনি নিউইয়র্ক শহরকে সচল রাখা শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে কাজ করবেন। তিনি বলেন, "নিউইয়র্কের মানুষ নজিরবিহীন ও কঠিন সময়ের জবাবে সাহসী ও উচ্চাভিলাষী নেতৃত্ব বেছে নিয়েছে। আমরা ভয় নয়, সাহস বেছে নিয়েছি। আমরা অল্প কয়েকজনের সুবিধার চেয়ে বহু মানুষের সমৃদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়েছি।"

মঞ্চে মামদানির সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী রামা দুয়াজি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদ্য সাবেক মেয়র এরিক অ্যাডামস এবং আরেক সাবেক মেয়র বিল ডি ব্লাসিও।

গত সপ্তাহে এক সংবাদ সম্মেলনে মামদানি বলেন, "আমরা চেয়েছি আমাদের প্রশাসনের শুরুটা যেন কেবল অভিজাত আমন্ত্রিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং সবার জন্য একটি উদ্‌যাপন হয়। এটি আমার সাফল্য নয়—এটি আমাদের সবার সাফল্য। এটি আমার প্রশাসন নয়—এটি আমাদের প্রশাসন।"

তিনি জানান, প্রশাসনের কাজ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী ও নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা সময়মতো দায়িত্বে থাকবেন বলে তিনি আত্মবিশ্বাসী। তাঁর ভাষায়, শহরবাসীর দৈনন্দিন সেবা নিশ্চিত করা এবং জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাঁর প্রশাসন প্রস্তুত।

মামদানির প্রশাসনের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ৭ জানুয়ারি। ওই দিন অ্যালব্যানিতে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের ২০২৬ সালের আইনসভা অধিবেশন শুরু হবে।

নির্বাচনী প্রচারণায় 'জীবনযাত্রার ব্যয়'কে কেন্দ্রীয় ইস্যুতে পরিণত করা এই ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার আগে নিউইয়র্কবাসীর খরচ কমাতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মসূচির প্রতিশ্রুতি দেন। এর মধ্যে রয়েছে সার্বজনীন ও বিনা মূল্যের শিশু পরিচর্যা, বিনা ভাড়ার বাস ব্যবস্থা, প্রায় ১০ লাখ ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত আবাসনের ভাড়া স্থগিত রাখা এবং সিটি পরিচালিত মুদি দোকানের পরীক্ষামূলক উদ্যোগ।

এই কর্মসূচির অর্থায়নের বড় অংশ আসবে বছরে ১০ লাখ ডলারের বেশি আয় করা নিউইয়র্কবাসীদের ওপর কর বাড়ানোর মাধ্যমে—এমন প্রস্তাব দিয়েছেন মামদানি। তবে শহরে কর বাড়াতে হলে তাঁকে অঙ্গরাজ্যের নেতৃত্বের অনুমোদন নিতে হবে। ডেমোক্র্যাটিক আইনপ্রণেতারা উচ্চ আয়ের ব্যক্তি ও করপোরেশনের ওপর কর বাড়ানোর বিষয়ে তুলনামূলকভাবে আগ্রহী হলেও গভর্নর ক্যাথি হোকুল দীর্ঘদিন ধরে এ বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে আসছেন। তবে সম্প্রতি তিনি করপোরেট কর বাড়ানোর মতো বিকল্প রাজস্ব উৎস নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনার কথা বলেছেন।

গভর্নর হোকুল বলেন, "গভর্নর হিসেবে আমার দায়িত্ব হলো—মেয়র যেই হোন না কেন, তিনি যেন সফল হন। বাজেট প্রক্রিয়া চলছে। আমরা আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে কাজ করব এবং দেখব, চলতি ও পরবর্তী বছরে কী বাস্তবায়নযোগ্য।"

মামদানি জন্মগ্রহণ করেন উগান্ডার কাম্পালায়। তিনি প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা মীরা নায়ার ও শিক্ষাবিদ-লেখক মাহমুদ মামদানির সন্তান। সাত বছর বয়সে তাঁর পরিবার নিউইয়র্কে আসে। ৯/১১–পরবর্তী সময়ে বেড়ে ওঠা মামদানি এমন এক শহরে বড় হয়েছেন, যেখানে মুসলিমরা সব সময় স্বাগত বোধ করতেন না। তিনি ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন।

রাজনীতিতে আসার আগে তিনি নিউইয়র্কে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের বিভিন্ন নির্বাচনী প্রচারণায় কাজ করেন। পরে ২০২০ সালে কুইন্সের একটি অংশ থেকে স্টেট অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে জয়ী হন।

মামদানি ও তাঁর স্ত্রী আগে শহরের বাইরের একটি এক-বেডরুম ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করতেন। এখন তাঁরা ম্যানহাটনের ঐতিহাসিক মেয়র ভবনে উঠছেন।

নতুন মেয়র এমন এক সময় দায়িত্ব নিচ্ছেন, যখন নিউইয়র্ক সিটি কোভিড-১৯ মহামারি থেকে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সহিংস অপরাধের হার মহামারির আগের পর্যায়ে নেমেছে, পর্যটকেরা ফিরেছেন এবং বেকারত্বও প্রাক্-কোভিড স্তরে এসেছে। তবে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও বাড়তি ভাড়া শহরবাসীর জন্য এখনো বড় উদ্বেগ।

একই সঙ্গে তাঁকে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গেও কাজ করতে হবে। নির্বাচনী প্রচারণার সময় ট্রাম্প মামদানির জয়ের ক্ষেত্রে ফেডারেল তহবিল আটকে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন এবং ন্যাশনাল গার্ড পাঠানোর কথাও বলেছিলেন। তবে নভেম্বর মাসে হোয়াইট হাউসে মামদানিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ট্রাম্প সবাইকে চমকে দেন। ওই বৈঠকটি ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ।

ট্রাম্প বলেন, "আমি চাই তিনি ভালো কাজ করুন এবং আমি তাঁকে ভালো কাজ করতে সহায়তা করব।"

তবু অভিবাসনসহ বিভিন্ন নীতিগত বিষয়ে গভীর মতবিরোধ থাকায় দুই নেতার মধ্যে আবারও উত্তেজনা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ ছাড়া ইসরায়েল সরকারের সমালোচনার কারণে শহরের কিছু ইহুদি সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে মামদানিকে নিয়ে সংশয় ও বিরোধিতাও রয়েছে।

নির্বাচনে জয়ের পর থেকে মামদানি ও তাঁর দল প্রশাসনিক রূপান্তরের প্রস্তুতি নিয়ে কাজ করছেন। অভিজ্ঞ ও শহর প্রশাসনের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিদের নিয়ে তিনি নিজের দল সাজিয়েছেন। এর অংশ হিসেবে সিটির পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশকে তাঁর পদে বহাল রাখতে রাজি করানো হয়েছে—যা পুলিশিং নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে ব্যবসায়িক মহলে থাকা উদ্বেগ কিছুটা প্রশমিত করেছে।

সুইজারল্যান্ডে নববর্ষ উদ্‌যাপনের সময় বিস্ফোরণে নিহত ৪০

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সুইজারল্যান্ডের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ক্রানস-মন্টানায় বিলাসবহুল একটি স্কি রিসোর্টে নববর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান চলাকালে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিস্ফোরণে অন্তত ৪০ জন নিহত ও শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকের অবস্থা গুরুতর বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছে সুইজারল্যান্ড পুলিশ।

রিসোর্টটির বারে বিস্ফোরণের ওই ঘটনা ঘটে। সে সময় বারে নববর্ষ উদ্‌যাপন করতে আসা বহু মানুষের ভিড় ছিল। বিস্ফোরণের পর বারে আগুন ধরে যায়।

ক্রানস-মন্টানার ওই স্কি রিসোর্টের নাম 'লা কনস্টেলেশন'। সেটির বারে স্থানীয় সময় বুধবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে বিস্ফোরণ থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

এ ঘটনা নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রসিকিউটর বিয়াট্রিস পিলাউড বলেন, 'এখন আমরা এটিকে একটি অগ্নিকাণ্ড হিসেবে বিবেচনা করছি। ঘটনাটিকে এখন আর সম্ভাব্য হামলার ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে না।'

পিলাউড আরও বলেন, 'আমাদের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ১০০ জন আহত হয়েছেন। বেশির ভাগ মানুষের অবস্থা গুরুতর। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেশ কয়েকজন মারা গেছেন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।'

আহত ব্যক্তিদের সিয়ন, লসান, জেনেভা ও জুরিখের বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ভ্যালাইস ক্যান্টনের নিরাপত্তাপ্রধান স্টেফান গ্যানজার বলেছেন, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে বিদেশিরাও রয়েছেন। ক্যান্টনের পুলিশপ্রধান ফ্রেডরিক গিসলার জানান, এ ঘটনায় হতাহত ব্যক্তিদের পরিবারের জন্য হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে।

সুইজারল্যান্ড পুলিশ নিহত মানুষের সংখ্যা প্রকাশ না করলেও তাদের বরাত দিয়ে ইতালির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, সেখানে প্রায় ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

মিশিগানে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কমিটি

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, মিশিগান, ইউএসএ। এ উপলক্ষে গত ২০ ডিসেম্বর শনিবার ওয়ারেন সিটির একটি রেস্টুরেন্টে এক মিলনমেলার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্নকারী মিশিগানপ্রবাসী গ্র্যাজুয়েটেরা অংশগ্রহণ করেন। মিশিগানের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করলেও এই প্রথমবারের মতো এক ছাদের নিচে একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আবেগঘন হয়ে ওঠে মিলনমেলার পরিবেশ। স্মৃতিবিজড়িত ময়মনসিংহ ক্যাম্পাসের দিনগুলো যেন মুহূর্তের জন্য ফিরে আসে উপস্থিত সবার মাঝে। অনেকেই তাদের ছাত্রজীবনের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করেন।

মিলনমেলা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, মিশিগানের একটি কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে সভাপতি নির্বাচিত হন ড. কামরুল মজুমদার, সহ-সভাপতি ড. মোজাহার হোসেন আহম্মদ এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পান প্রকৌশলী সাইফ সিদ্দিকী (অনন্ত)। সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন ড. মো. আব্দুল হালিম (সোহেল)। উপদেষ্টা হিসেবে মনোনীত হন বেলায়েত হোসাইন ও আবু হোসাইন জুয়েল।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয় এবং মিশিগানে বসবাসরত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও গ্র্যাজুয়েটদের খুঁজে বের করে সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেন, এই সংগঠন প্রবাসে বাকৃবির প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন দৃঢ় করার পাশাপাশি সামাজিক ও পেশাগত বিভিন্ন উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নিউইয়র্কে লিপি ফ্যাশনের ১৯ বছর পূর্তি ও নতুন আউটলেটের উদ্বোধন

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশি মালিকানাধীন ফ্যাশন প্রতিষ্ঠান লিপি ফ্যাশনের ১৯ বছর পূর্তি ও নতুন আউটলেটের উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ১২ ডিসেম্বর বাদ মাগরিব দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে নতুন আউটলেটটিরইট শুভ উদ্বোধন করা হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন আল নূর কালচারাল সেন্টারের ইমাম মুফতি মোহাম্মদ ইসমাইল।

দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসী বাংলাদেশিসহ দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির আস্থার প্রতীক হিসেবে পরিচিত এই প্রতিষ্ঠানটির নতুন এ যাত্রায় প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন আমন্ত্রিত অতিথিরা। এ সময় উপস্থিত অতিথি, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও কমিউনিটির সদস্যরা লিপি ফ্যাশনের দীর্ঘ পথচলার সাফল্যকে অভিনন্দন জানান।

প্রায় দুই দশক আগে লিপি ফ্যাশন প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশি, ভারতীয় ও পাকিস্তানি নারী ক্রেতাদের পোশাক ও ফ্যাশন চাহিদা পূরণ করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটিতে বাংলাদেশি, ইন্ডিয়ান ও পাকিস্তানি স্যালোয়ার কামিজ, শাড়ি, বিয়ের পোশাক ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী, লেডিস পার্স এবং বিভিন্ন ইসলামিক আইটেম বিক্রি করা হয়। নতুন আউটলেট চালুর মাধ্যমে পণ্যের সংগ্রহ আরও সমৃদ্ধ করা হয়েছে, যাতে ক্রেতারা একই স্থানে ফ্যাশন ও উপহারের নানা ধরনের পণ্য সহজেই পেতে পারেন।

ফ্যাশন ও পোশাকের জন্য পরিচিত এই বাংলাদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণে জ্যাকসন হাইটসসহ আশপাশের এলাকার ফ্যাশনপ্রেমী ক্রেতাদের মধ্যে ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেন, নতুন আউটলেটের মাধ্যমে লিপি ফ্যাশন ভবিষ্যতেও কমিউনিটির ফ্যাশন চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাবে এবং প্রবাসে বাংলাদেশি ব্যবসার সুনাম আরও বিস্তৃত করবে।

ইউক্রেনকে ১৫ বছরের নিরাপত্তা গ্যারান্টি দিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানিয়েছেন, রাশিয়ার সঙ্গে চলমান যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে ১৫ বছরের জন্য 'শক্তিশালী' নিরাপত্তা গ্যারান্টি দিতে সম্মত হয়েছে। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) ফ্লোরিডার মার-এ-লাগোয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ২ ঘণ্টার রুদ্ধদ্বার বৈঠক শেষে ইউরোপে ফেরার পথে তিনি এ তথ্য জানান।

তবে এই গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির মধ্যেও পূর্ব ইউক্রেনের বিতর্কিত দনবাস অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি দুই নেতা। ক্রেমলিন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, দোনেৎস্ক অঞ্চলের 'ফোর্ট্রেস বেল্ট' বা দুর্গ শহরগুলো থেকে ইউক্রেনীয় সেনা সরিয়ে না নিলে তারা কোনো চুক্তিতে আসবে না।

জেলেনস্কি জানান, ট্রাম্পের সঙ্গে ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, যার অন্যতম মূল অংশ হলো মার্কিন নিরাপত্তা গ্যারান্টি।

আশ্রয়প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কঠোর হচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন

বিশেষ প্রতিনিধি

সীমান্ত বন্ধের প্রচেষ্টায় আশ্রয়প্রার্থীদের আবেদনকে দীর্ঘদিন ধরেই একটি 'বড় ফাঁক' হিসেবে দেখছে ট্রাম্প প্রশাসন। সাম্প্রতিক সময়ে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—এই ফাঁক বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতিতে বড় ধরনের কৌশলগত পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) এখন আদালতগুলোর কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে, যেন আশ্রয়প্রার্থীদের আবেদন শুনানি ছাড়াই সংক্ষিপ্তভাবে খারিজ করা হয় এবং তাদের এমন তৃতীয় দেশে পাঠানো হয়, যেখানে তারা আশ্রয়ের আবেদন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে তথাকথিত 'নিরাপদ তৃতীয় দেশ' চুক্তির ওপর নির্ভর করছে ফেডারেল সরকার। উগান্ডা, হন্ডুরাস ও ইকুয়েডরের মতো দেশের সঙ্গে এমন চুক্তি করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। তবে এসব দেশের অনেকগুলোর বিরুদ্ধেই সংঘবদ্ধ গ্যাং সহিংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে।

এই উদ্যোগটি যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন কমানো এবং বছরে ১০ লাখ মানুষকে বহিষ্কারের লক্ষ্য পূরণের অংশ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এমন এক সময়ে এই নীতি কার্যকর করা হচ্ছে, যখন আশ্রয় আবেদনের সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ অর্থবছরে অভিবাসন আদালত তদারককারী সংস্থা এক্সিকিউটিভ অফিস ফর ইমিগ্রেশন রিভিউতে (EOIR) প্রায় ৯ লাখ আশ্রয় আবেদন জমা পড়ে। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে বছরে এই সংখ্যা ছিল গড়ে প্রায় ২ লাখ।

প্রশাসনের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, নাম প্রকাশ না করার শর্তে, বলেন—"আশ্রয় ব্যবস্থা কোনো মানুষকে নিজের পছন্দের দেশে যাওয়ার পেছনের দরজা নয়। যুক্তরাষ্ট্র যদি নিশ্চিত হয় যে কাউকে এমন দেশে পাঠানো যাবে, যেখানে তার জীবন হুমকির মুখে পড়বে না, তাহলে তার এখানে থাকার কোনো যৌক্তিকতা নেই।"

গত অক্টোবরে বিচার বিভাগের বোর্ড অব ইমিগ্রেশন আপিলস নির্দেশ দেয়, যুক্তরাষ্ট্রে কোনো আশ্রয় মামলা শুনানির আগে বিচারকদের তৃতীয় দেশে পাঠানোর বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। এর পরই প্রক্রিয়াটি দ্রুত হয়। অভিবাসন আদালতের তথ্য বিশ্লেষণ অনুযায়ী, নভেম্বর মাসে ডিএইচএসের আইনজীবীরা প্রায় ৫ হাজার আশ্রয় মামলা খারিজের আবেদন করেন—যা আগের মাসগুলোর তুলনায় কয়েক গুণ বেশি।

তবে সমালোচকদের মতে, এই নীতির ফলে যুক্তরাষ্ট্রের আশ্রয় ব্যবস্থা কার্যত দুর্বল হয়ে পড়ছে। আমেরিকান ইমিগ্রেশন কাউন্সিলের আইনজীবী রেবেকা উলফ বলেন, "এই প্রশাসন মানবিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলতে চাইছে। তারা চায় না মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়ের আবেদন করার সুযোগ পাক।"

অন্যদিকে প্রশাসনের বক্তব্য ভিন্ন। তাদের দাবি, যারা সত্যিই নিপীড়নের শিকার, তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া উচিত নিরাপত্তা—কোন দেশে আশ্রয় মিলছে, তা নয়। প্রশাসনের মতে, আইন অনুযায়ীই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং আইন নিয়ে আপত্তি থাকলে তা কংগ্রেসে সমাধান হওয়া উচিত।

এই নীতির পেছনে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের অভিজ্ঞতাও কাজ করছে। ২০১৯ সালে হন্ডুরাস, এল সালভাদর ও গুয়াতেমালার সঙ্গে তৃতীয় দেশ চুক্তি করে যুক্তরাষ্ট্র। সেই চুক্তিগুলোর বৈধতা নিয়ে তখন মামলা হয়েছিল, যা আবার নতুন করে আদালতে উঠেছে। প্রশাসন আশা করছে, নতুন নীতির বিরুদ্ধেও আইনি চ্যালেঞ্জ আসবে।

চলতি মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্র শুধু এসব চুক্তি বাড়ায়নি, বরং অভিবাসী বহিষ্কারে রাজি এমন দেশগুলোর সঙ্গে নতুন সমঝোতাও করেছে। দক্ষিণ সুদান ও এসওয়াতিনির মতো আফ্রিকান দেশে অভিবাসীদের পাঠানো হচ্ছে। এর আগে ২০০-এর বেশি ভেনেজুয়েলান নাগরিককে এল সালভাদরে পাঠানো হয়, যেখানে তারা দীর্ঘদিন একটি বড় কারাগারে আটক ছিলেন। সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র পালাউ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করেছে, যার আওতায় তারা সর্বোচ্চ ৭৫ জন অভিবাসী নেবে।

প্রশাসনপন্থী বিশ্লেষকদের মতে, আশ্রয় ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে অপব্যবহৃত হয়েছে। অভিবাসন নিয়ন্ত্রণপন্থী থিঙ্কট্যাংক সেন্টার ফর ইমিগ্রেশন স্টাডিজের প্রধান মার্ক ক্রিকোরিয়ান বলেন, "যে কেউ এমন দেশ পেরিয়ে এসেছে, যেখানে সে নিরাপদ ছিল, তার যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় পাওয়ার কথা নয়।"

ডিএইচএস জানিয়েছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রে থাকা সব অননুমোদিত অভিবাসীকে সরিয়ে দিতে কাজ করছে এবং একই সঙ্গে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া নিশ্চিত করছে। সংস্থাটি দাবি করেছে, 'আশ্রয় সহযোগিতা চুক্তি' সম্পূর্ণ বৈধ এবং আশ্রয় ব্যবস্থার জট ও অপব্যবহার কমাতে সব আইনসম্মত উপায় ব্যবহার করা হচ্ছে।

ডিএইচএসের হিসাব অনুযায়ী, ট্রাম্প প্রশাসন বহিষ্কারের ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড গড়ার পথে। প্রেসিডেন্টের প্রথম বছর শেষে প্রায় ৬ লাখ মানুষকে বহিষ্কারের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে অভিবাসন আদালতের মামলার জট কমানোর উদ্যোগও জোরদার করা হয়েছে। EOIR জানায়, জানুয়ারিতে যেখানে মামলার সংখ্যা ছিল ৪ দশমিক ১৮ মিলিয়ন, এখন তা কমে ৩ দশমিক ৭৫ মিলিয়নের নিচে নেমেছে।

লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশন

শিখ ও হিন্দু বিক্ষোভকারীদের মধ্যে হাতাহাতি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

লন্ডনে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে গত শনিবার একটি বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বেশ উত্তেজনা তৈরি হয়। বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর কথিত নির্যাতনের প্রতিবাদে আয়োজিত এই সমাবেশে স্বাধীন খালিস্তানপন্থী শিখ অধিকার কর্মী এবং একদল হিন্দু বিক্ষোভকারী মুখোমুখি হলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্রিটিশ পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও আয়োজকদের বরাত দিয়ে পাকিস্তানি দৈনিক ডন-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে আয়োজিত সমাবেশে খালিস্তান রেফারেন্ডাম অভিযানের সমন্বয়ক পরমজিৎ সিং পাম্মা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের হাতে ধরা প্ল্যাকার্ডে হরদীপ সিং নিজ্জার এবং শরিফ ওসমান বিন হাদির ছবি দেখা গেছে। সমাবেশের একপর্যায়ে ভারতীয় এক হিন্দু বিক্ষোভকারীর সঙ্গে পাম্মার কথা-কাটাকাটি এবং পরে হাতাহাতি শুরু হয়। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে সেখানে দায়িত্বরত মেট্রোপলিটন পুলিশের কর্মকর্তারা দ্রুত পদক্ষেপ নেন এবং দুই পক্ষকে আলাদা করে দেন।

বিক্ষোভকারীরা বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রবেশপথের কাছে একটি কর্ডন তৈরি করে তাদের কর্মসূচি চালিয়ে যান। এ সময় তাঁরা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক স্লোগান দেন। বিশেষ করে হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যা এবং অন্যান্য শিখ নেতাদের খুনের পেছনে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার হাত রয়েছে বলে তাঁরা অভিযোগ করেন।

উল্লেখ্য, ভারত সরকার পরমজিৎ সিং পাম্মাকে 'মোস্ট ওয়ান্টেড টেররিস্ট' বা অন্যতম শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে তালিকাভুক্ত করলেও পাম্মা ও তাঁর সমর্থকেরা এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন।

গত বছরের জুনে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জার খুন হওয়ার পর থেকে ভারত ও কানাডার মধ্যে কূটনৈতিক টানাপোড়েন চরম আকার ধারণ করেছে। একইভাবে, যুক্তরাষ্ট্রে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গেও ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছে মার্কিন বিচার বিভাগ।

লন্ডনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সেই বৈশ্বিক উত্তেজনার ছায়া দেখা গেছে। তবে পুলিশ জানিয়েছে, কোনো বড় ধরনের হতাহতের ঘটনা ঘটেনি এবং পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায়নি।

গাজায় ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে চিকিৎসক ডা. নাহরিন আহমেদের দিনকাল

ইব্রাহীম চৌধুরী

ডা. নাহরিন আহমেদ, ফিলাডেলফিয়ার ৪১ বছর বয়সী একজন ফুসফুস বিশেষজ্ঞ, গাজায় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছেন। ডিসেম্বর মাসের বেশিরভাগ সময় তিনি আল-শিফা হাসপাতালে কাটিয়েছেন এবং প্রায় প্রতিদিন ভয়েস মেসেজ পাঠিয়েছেন সংবাদমাধ্যম এনপিআর'এর সাংবাদিক হাদিল আল-শালচিকে। তার বর্ণনায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হাসপাতাল, যুদ্ধের প্রভাব, রোগীর দুর্দশা এবং সহকর্মীদের প্রতি তার উদ্বেগ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশি আমেরিকান ডা. নাহরিন আহমেদের আল-শিফা হাসপাতালের দিনপঞ্জিকা তাঁর পাঠানো বার্তা থেকে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পরিচয় গোপন রেখে প্রকাশ করেছে। ২৪ ডিসেম্বর মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনপিআর (http://www.npr.org) "An American Doctor Describes Volunteering in Gaza" শিরোনামে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে গাজার একটি হাসপাতালের মানবিক সংকট উঠে এসেছে ডা. নাহরিন আহমেদের কথোপকথনের মাধ্যমে।

গাজায় দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা সংঘাতের পরে ধ্বংসযজ্ঞ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে একসময়কার কার্যকর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসের মুখে। ফিলিস্তিনি চিকিৎসকদের ভাষ্য অনুযায়ী, গাজার প্রাচীন আল-শিফা হাসপাতালসহ প্রধান চিকিৎসা সুবিধাগুলো পুনর্নির্মাণ করা একটি চরম চ্যালেঞ্জ। বিশেষায়িত শল্যচিকিৎসক ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের অনেকেই নিহত হয়েছেন, কারাগারে রয়েছেন অথবা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে হাসপাতালগুলো এখন বাইরের স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসকদের ওপরও নির্ভরশীল।

ডা. নাহরিন আহমেদ জানিয়েছেন, "আমি যে ভবনে ঘুমাই, সেখান থেকে জরুরি কক্ষে হেঁটে যাচ্ছি। শল্যচিকিৎসা হাসপাতালের দৃশ্য খুবই মর্মস্পর্শী, নিহত অনেক মানুষের স্মৃতিতে ভরা।" তিনি আইসিইউতে দাঁড়িয়ে এমন চিৎকার শুনেছেন, যা তার মনে গভীর দাগ কেটেছে। রাস্তার ওপারে প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়া ভবনগুলো দেখার অভিজ্ঞতাও তার মনে এক ধরনের অপ্রকাশিত হতাশা সৃষ্টি করেছে।

খাদ্যাভ্যাসও যুদ্ধ পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সীমিত। "আমরা সহকর্মীদের সঙ্গে মেঝেতে বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছি—ভাত আর কিছু সালাদ। প্রতিদিনই প্রায় একই খাবার, সাধারণত দিনে একবার খাবার পাওয়া যায়," তিনি বলেন।

বাংলাদেশি বাবা-মার সন্তান হিসেবে ডা. নাহরিন আহমেদের জন্য এই কাজটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত। তার দাদা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় একজন শল্যচিকিৎসক ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নিহত হন। এই পারিবারিক ইতিহাসই তাকে বিশ্বজুড়ে সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ইউক্রেন, ইয়েমেন ও সুদানসহ বিভিন্ন দেশে তিনি কাজ করেছেন। তবে গাজার পরিস্থিতিকে তিনি "অপ্রতিরোধ্য" বলে উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে চিকিৎসাসেবা দিতে গিয়ে আত্মাহুতি দেওয়া ডা. শহীদ শামসুদ্দিন আহমেদের নাতনি ডা. নাহরিন আহমেদ। তার বাবা ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদও একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি জনসমাজের মধ্যে একটি শ্রদ্ধেয় নাম। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে ডা. নাহরিন আহমেদ সাতবার গিয়েছেন। রাশিয়ার বোমাবর্ষণের তাণ্ডবের মধ্যেও নিজের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলে তিনি বিপন্ন মানুষের চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন। যুদ্ধরত ইয়েমেন ও সুদানসহ মোট ১৩টি দেশে ডা. নাহরিন আহমেদ তার স্বেচ্ছাসেবী দলের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা দেওয়ার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

ডা. আহমেদ এনপিআরের হাদিল আল-শালচিকে জানিয়েছেন, গাজায় উচ্চতর বিশেষায়িত শল্যচিকিৎসক খুবই কম এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেবুলাইজারসহ অন্যান্য জীবনরক্ষাকারী সরঞ্জামের অভাবে রোগীদের যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বলেন, "একাধিক মানুষ যদি নেবুলাইজারের প্রয়োজন নিয়ে আসে, তখন আমাদের ঠিক করতে হয় কে অগ্রাধিকার পাবে। আমেরিকায় কোভিড-১৯ সময় আমরা যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলাম, এখানকার পরিস্থিতির সঙ্গে তার মিল রয়েছে।"

একটি ঘটনা বিশেষভাবে যুদ্ধের বাস্তবতা তুলে ধরে। হাঁপানির সমস্যা নিয়ে এক নারী হাসপাতালে আসেন। তিনি প্লাস্টিক জ্বালিয়ে রান্না করছিলেন, কারণ গাজায় জ্বালানির তীব্র সংকট। হাসপাতালে তখন মাত্র একটি নেবুলাইজার ছিল, যা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তোলে।

প্রশাসনিক ভবনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ডা. নাহরিন চারপাশে ভগ্নস্তূপ, ধ্বংসপ্রাপ্ত গাড়ি ও ভবনের দৃশ্য দেখেছেন। ফিলিস্তিনিরা প্রায়ই সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আশ্রয় বা ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্র খুঁজে বেড়ায়। ডা. নাহরিন ফিলিস্তিনি চিকিৎসকদের ধৈর্য ও সাহস দেখে বিস্মিত হয়েছেন। এক ফিলিস্তিনি চিকিৎসকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ এবং তার পরিবার ও শহরের গল্প শোনার অভিজ্ঞতা তার মনে গভীর ছাপ ফেলেছে।

যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হলেও ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী এখনও দায়িত্বে রয়েছে। সাহায্য সংস্থাগুলোর অভিযোগ, হাসপাতালগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ সীমিত রাখা হচ্ছে এবং গাজার বিভিন্ন অংশে নিয়মিত হামলা চালানো হচ্ছে। ডা. নাহরিন তার রোগী, সহকর্মী এবং গাজার স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

গাজায় ধ্বংসের মাত্রা অভূতপূর্ব। দেশে ফিরে ডা. নাহরিন আহমেদ বিশ্রাম নিচ্ছেন এবং আল-শিফা হাসপাতালে কাটানো দিনগুলোর অভিজ্ঞতা প্রক্রিয়া করার চেষ্টা করছেন। সেখানে গড়ে ওঠা সম্পর্কগুলোর জন্য তিনি কৃতজ্ঞ, তবে একই সঙ্গে প্রশ্ন তুলছেন—বিশ্ব কি গাজাকে পেছনে ফেলে দিয়েছে?

ডা. আহমেদের অভিজ্ঞতা কেবল একজন স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসকের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ নয়; এটি গাজার ধ্বংসপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের সংগ্রামের বাস্তব চিত্র। যুদ্ধ শুধু অবকাঠামো নয়, মানবিক সহায়তা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাকেও এক গভীর সংকটে ঠেলে দিয়েছে।

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে নিউইয়র্কে শোক বই

এইচ বি রিতা

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের সকল দাপ্তরিক ও কনস্যুলার কার্যক্রম বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বন্ধ রাখা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্বাহী আদেশে একদিনের সরকারি ছুটি ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়।

একই সঙ্গে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের শোক প্রকাশের সুযোগ দিতে কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে একটি শোক বই খোলা হয়েছে। নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ (বুধবার), ২ জানুয়ারি ২০২৬ (শুক্রবার) এবং ৫ ও ৬ জানুয়ারি ২০২৬ (সোমবার ও মঙ্গলবার) প্রতিদিন সকাল ১০টা ৩০ মিনিট থেকে বেলা ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত শোক বইয়ে স্বাক্ষর করতে পারবেন প্রবাসীরা।

তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ সকাল ৬টায় ঢাকাস্থ এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনের আপসহীন এই নেত্রীর মৃত্যুতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশে ভারতীয় টিভি চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধের দাবি প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশের

নিউজ ডেস্ক

বাংলাদেশে ভারতীয় টিভি চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধের দাবি জানিয়েছে নিউইয়র্কভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ (পিওবি)।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) এ দাবিতে নিউইয়র্কে অবস্থিত বাংলাদেশ কনস্যুলেটে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে সংগঠনটি।

পিওবির চেয়ারম্যান আবদুল কাদের স্মারকলিপিটি বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের কাছে হস্তান্তর করেন। এ সময় সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট চৌধুরী মোহাম্মদ কাজলসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলো বাংলাদেশে একতরফাভাবে সম্প্রচারিত হচ্ছে। এসব চ্যানেল বাংলাদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য আর্থিক মুনাফা অর্জন করলেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশিদের নিয়ে নিয়মিত বিরূপ মন্তব্য ও কটূক্তি করছে। অনেক অনুষ্ঠান বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলেও অভিযোগ করা হয়। অন্যদিকে, ভারতে এমনকি কলকাতাতেও বাংলাদেশি টিভি চ্যানেল সম্প্রচারের সুযোগ নেই বলে উল্লেখ করা হয়।

আবদুল কাদের বলেন, বর্তমানে ভারতীয় ইউটিউবাররাও বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণায় জড়িত। তারা দেশের প্রধান উপদেষ্টা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে অবমাননাকর বক্তব্য দিচ্ছে। এসব রাজনৈতিক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তরুণ সমাজকে বিভ্রান্ত করছে এবং অপসংস্কৃতির প্রসার ঘটাচ্ছে।

তার দাবি, দেশে সাম্প্রতিক সহিংসতা, সন্ত্রাস ও অস্থিরতার পেছনেও এই অপসংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে।

সাংবাদিক চৌধুরী মোহাম্মদ কাজল বলেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও উপাসনালয় ভাঙচুরের মতো ঘটনা বাংলাদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এসব অপসংস্কৃতি ভারতীয় টিভি ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে।

তিনি বলেন, ভারতীয় টিভি ও ইউটিউব চ্যানেলগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা না গেলে বাংলাদেশে সহিংসতা ও সামাজিক অবক্ষয় আরও বাড়তে পারে।

এ সময় পিওবির সদস্য দীপন গাজী, সৈয়দ নাঈম, আলী আহমেদ কাশেমী, মশিউর রহমান লিটন, বুলবুল আহমেদ, রুহুল খান এবং আলোকচিত্রী নিহার সিদ্দিক বক্তব্য দেন।

কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সংগঠনের বক্তব্য শোনেন এবং স্মারকলিপিটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেন।

গত বছর দেশ ছেড়ে চলে গেছে ৬৯ হাজার ইসরায়েলি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গাজা উপত্যকায় হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধের আবহের মধ্যেই ২০২৫ সালে ৬৯ হাজারেরও বেশি নাগরিক দেশ ছেড়েছেন। গতকাল বুধবার প্রকাশিত এক বার্ষিক প্রতিবেদনে দেশটির কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো (সিবিএস) জানিয়েছে, এর ফলে টানা দ্বিতীয় বছরের মতো ইসরায়েলে অভিবাসনের ভারসাম্য ঋণাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে।

সিবিএস জানিয়েছে, গত বছর ইসরায়েলের মোট জনসংখ্যা ১.১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ১৭ লাখ ৮০ হাজারে। আগের বছরের প্রবৃদ্ধির হারও একই ছিল, যা ইসরায়েলের ইতিহাসে অন্যতম মন্থর গতির প্রবৃদ্ধি। একই দিনে প্রকাশিত টাউব সেন্টার ফর সোশ্যাল পলিসি স্টাডিজের এক গবেষণায় ধারণা করা হয়েছে, এই প্রবৃদ্ধির হার আসলে ০.৯ শতাংশে নেমে আসবে। ইতিহাসে এটিই প্রথমবার, যখন জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ১ শতাংশের নিচে নামল।

সিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে প্রায় ২৪ হাজার ৬০০ নতুন অভিবাসী ইসরায়েলে এসেছেন, যা ২০২৪ সালের তুলনায় ৮ হাজার কম। তবে, অভিবাসন মন্ত্রণালয় সোমবার এই সংখ্যা ২১ হাজার ৯০০ বলে জানিয়েছিল।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES
Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim
Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

2026
নতুন বছর, নতুন আশা, নতুন পথে এগিয়ে চলা
মোহাম্মদ হোসেন ইশতিয়াক
প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও
এসেনসিয়াল হোমকেয়ার
ESSENTIAL HOME CARE
এসেনসিয়াল হোম কেয়ার
Head Office
170-10 Hillside Ave, Jamaica NY 11432
917-300-6463, 516-744-7111
essentialcareny@gmail.com

বিটিএসপির বার্ষিক সাধারণ সভা ও নতুন কমিটির শপথ

মোহাম্মদ আরিফ

বাংলাদেশ ট্যাক্সি সোসাইটি অব ফিলাডেলফিয়া (বিটিএসপি)-এর বার্ষিক সাধারণ সভা–২০২৫ এবং নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান গত ২৭ ডিসেম্বর শনিবার স্থানীয় ঢাকা ক্লাবে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৩০০ সদস্যের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে পরিণত করে একটি প্রাণবন্ত মিলনমেলায়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন আজম মাহাবুবুর রহমান, এবং সঞ্চালনায় ছিলেন সমাজকল্যাণ সম্পাদক কামরুল হাসান। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, দোয়া ও বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়, যার মধ্যে ছিল অফিস উদ্বোধন, সদস্যদের ছবি সংরক্ষণ, "Member of the Electoral Book" প্রকাশ, ইফতার, পিকনিক ও অন্যান্য সামাজিক–সাংস্কৃতিক কর্মসূচির বিস্তারিত। বর্তমানে সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৫০২ জন—আজীবন ২৯১ ও নিয়মিত ২১১।

সভায় জানানো হয়, ২০০৭ থেকে এখন পর্যন্ত ৮ জন সদস্যের ইন্তেকাল হয়েছে। বর্তমান কমিটির সময় ৪ জন সদস্যের ইন্তেকাল ঘটে এবং সংগঠন ও সদস্যদের পক্ষ থেকে মোট ১,৮৪,৭০০ ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

দাগনভূঁইয়া ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের অভিষেক

রুদ্র মাসুদ

যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ফেনীর দাগনভূঁইয়া উপজেলার বাসিন্দাদের সংগঠন দাগনভূঁইয়া ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির শপথ ও অভিষেক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির ওজোন পার্কের দারুচিনি রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে এ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে নির্বাচনে বিজয়ী ও পরাজিত—উভয় প্যানেলের প্রার্থীরাই অংশ নেন। এতে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

দুই পর্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী আহ্বায়ক মো. বেলাল। নির্বাচন কমিশনার কাজী মোহাম্মদ হোসাইনের সঞ্চালনায় এ পর্বে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, সেক্রেটারি এ এস এম মাইনউদ্দিন পিন্টু, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি নাইম টুটুল ও মো. হারুন, কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. নুরে আলম মুন্না ও সেক্রেটারি মোশারফ হোসেন সবুজ, দাগনভূঁইয়া ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি শহীদ উল্যাহ কায়সার, জাফর আহম্মদ, নজরুল ইসলাম বাবলু এবং কবিরহাট উপজেলা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মির্জা মোহাম্মদ হোসাইন।

অতিথিরা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় নির্বাচন কমিশনকে

ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতে সংগঠনকে এগিয়ে নিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। এ সময় আহ্বায়ক কমিটির পক্ষ থেকে দায়িত্বকালীন সাংগঠনিক কার্যক্রম ও নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে উপস্থিত সবাইকে অবহিত করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে শপথ গ্রহণ পর্বে সভাপতিত্ব করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো. শাহজাহান কবির। তিনি নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের শপথবাক্য পাঠ করান। পরে নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের হাতে সনদ তুলে দেন এবং ফুল দিয়ে বরণ করেন।

এ পর্বে নির্বাচনে পরাজিত প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী মোহাম্মদ কবির রাজ্জাক ও সেক্রেটারি প্রার্থী শামীম মাহমুদের নেতৃত্বে তাদের প্যানেলের কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে যোগ দিলে আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। নবনির্বাচিত সভাপতি রেজাউল হক শামীম ও সেক্রেটারি গোলাম সারওয়ার সুমন তাদের আন্তরিকভাবে আলিঙ্গন করেন। উপস্থিত সবাই করতালির মাধ্যমে তাদের স্বাগত জানান। শুভেচ্ছা বক্তব্যে পরাজিত প্রার্থী মোহাম্মদ কবির রাজ্জাক ও শামীম মাহমুদ নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে অভিযোগ উত্থাপন করেন। তবে তারা দুজনই ভবিষ্যতে সংগঠনের কল্যাণে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার শাহজাহান কবির এবং কমিশনার রফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া, কাজী মোহাম্মদ হোসাইন ও ফয়েজ উল্যাহ মামুন অভিযোগগুলো খণ্ডন করে কমিশনের অবস্থান তুলে ধরেন।

নবনির্বাচিত সভাপতি রেজাউল হক শামীম ও সেক্রেটারি গোলাম সারওয়ার সুমন তাদের বক্তব্যে দাগনভূঁইয়া ভবন প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন কার্ড পেতে শুধু বিয়েই যথেষ্ট নয়

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের কাছে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত নথির নাম 'পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড' বা গ্রিন কার্ড। এই কার্ডধারীরা পূর্ণ নাগরিক না হলেও প্রায় সব ধরনের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন এবং পরবর্তী সময়ে মার্কিন নাগরিকত্বের পথ প্রশস্ত হয়। এত দিন মার্কিন নাগরিককে বিয়ে করাকে গ্রিন কার্ড পাওয়ার অন্যতম সহজ উপায় মনে করা হতো। তবে বর্তমানে সেই পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে।

একজন অভিজ্ঞ মার্কিন অভিবাসন আইনজীবীর মতে, মার্কিন নাগরিককে বিয়ে করলেই এখন আর গ্রিন কার্ড পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবার (ইউএসসিআইএস) নিয়ম অনুযায়ী, মার্কিন নাগরিকের স্বামী বা স্ত্রী 'ইমিডিয়েট রিলেটিভ' বা নিকটাত্মীয় ক্যাটাগরিতে পড়েন এবং তাঁরা গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদনের যোগ্য। তবে ৩০ বছরের বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অভিবাসন আইনজীবী ব্র্যাড বার্নস্টাইন সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, বর্তমান ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে এই প্রক্রিয়ায় কঠোর নজরদারি শুরু হয়েছে।

ল ফার্ম 'স্পার অ্যান্ড বার্নস্টাইন'-এর আইনি দলের সদস্য ব্র্যাড বার্নস্টাইন জানান, শুধু সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়, বরং স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করছেন কিনা, তার ওপর ভিত্তি করেই এখন গ্রিন কার্ড দেওয়া হচ্ছে। যেসব বিবাহিত দম্পতি আলাদা থাকেন, তাঁদের আবেদন তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

বার্নস্টাইন বলেন, 'ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা এটা জানতে চান না যে কেন আপনারা আলাদা থাকছেন।

নাইজেরিয়ায় আইএসআইএসের বিরুদ্ধে 'শক্তিশালী ও প্রাণঘাতী হামলা'

বিশেষ প্রতিনিধি

ক্রিসমাসের রাতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, "নীরব রাতের অবসান হয়েছে।" তিনি জানান, উত্তর-পশ্চিম নাইজেরিয়ায় আইএসআইএসের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র একটি "শক্তিশালী ও প্রাণঘাতী হামলা" চালিয়েছে। ক্রিসমাসের সন্ধ্যা ৬টায় নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, "আজ রাতে আমার নির্দেশে যুক্তরাষ্ট্র উত্তর-পশ্চিম নাইজেরিয়ায় আইএসআইএস সন্ত্রাসী নরপিশাচদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ও প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে। এরা দীর্ঘদিন ধরে নিরীহ খ্রিষ্টানদের, বিশেষ করে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষদের লক্ষ্য করে নির্মমভাবে হত্যা করে আসছিল—যার মাত্রা বহু বছর, এমনকি শতাব্দীতেও দেখা যায়নি।"

তিনি আরও লেখেন, "আমি আগেই এই সন্ত্রাসীদের সতর্ক করেছিলাম—তারা যদি খ্রিষ্টানদের হত্যাযজ্ঞ বন্ধ না করে, তাহলে তাদের কঠিন মূল্য দিতে হবে। আজ রাতে সেটাই হয়েছে।"

ট্রাম্প বলেন, "ডিপার্টমেন্ট অব ওয়ার (প্রতিরক্ষা দপ্তর) একের পর এক নিখুঁত হামলা চালিয়েছে, যা কেবল যুক্তরাষ্ট্রই করতে পারে। আমার নেতৃত্বে আমাদের দেশ কখনোই উগ্র ইসলামি সন্ত্রাসবাদকে বিকশিত হতে দেবে না।" পোস্টের শেষাংশে তিনি লেখেন, "আমাদের সেনাবাহিনীর প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ থাকুক। সবাইকে মেরি ক্রিসমাস—সন্ত্রাসীদেরও, যাদের অনেকেই মারা গেছে, আর যদি খ্রিষ্টান হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে, তবে এমন মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে।"

ট্রাম্পের এই পোস্টে হামলাটি কীভাবে চালানো হয়েছে বা এর ফলে কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে—সে বিষয়ে বিস্তারিত

Donald J. Trump
@realDonaldTrump

Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and even Centuries! I have previously warned these Terrorists that if they did not stop the slaughtering of Christians, there would be hell to pay, and tonight, there was. [redacted] War executed numerous perfect strikes, as

তথ্য দেওয়া হয়নি। হোয়াইট হাউসও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো অতিরিক্ত তথ্য জানায়নি।

গত মাসে ট্রাম্প বলেছিলেন, নাইজেরিয়ায় খ্রিষ্টান নিপীড়নের অভিযোগের পর তিনি পেন্টাগনকে সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ঘোষণা দেয়, নাইজেরিয়ায় খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে গণহত্যা ও সহিংসতার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ভিসা সীমিত করা হবে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী নাইজেরিয়াকে "বিশেষ উদ্বেগের দেশ" হিসেবে চিহ্নিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের আফ্রিকা কমান্ড (আফ্রিকম) এক্স–এ জানায়, নাইজেরিয়ার কর্তৃপক্ষের অনুরোধে এই হামলা চালানো হয়েছে এবং এতে একাধিক সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে।

এই হামলার আগে, অক্টোবরের শেষ দিক থেকে ট্রাম্প বারবার সতর্ক করে আসছিলেন যে নাইজেরিয়ায় খ্রিষ্টান ধর্ম "অস্তিত্বের সংকটে" রয়েছে। তিনি সহিংসতা বন্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটিতে সামরিক হস্তক্ষেপের হুমকিও দিয়েছিলেন। রয়টার্স সোমবার জানিয়েছে, নভেম্বরের শেষ দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র নাইজেরিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি বিমান পরিচালনা করছে।

নাইজেরিয়া সরকার বলছে, সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো মুসলিম ও খ্রিষ্টান—উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকেই লক্ষ্য করে হামলা চালায়। তাদের মতে, কেবল খ্রিষ্টান নিপীড়নের অভিযোগ দেশটির জটিল নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে পুরোপুরি তুলে ধরে না এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষায় সরকারের প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করে। তবে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়াতে তারা সম্মত হয়েছে। নাইজেরিয়ার জনসংখ্যা মূলত দুই ভাগে বিভক্ত—উত্তরে মুসলিম সম্প্রদায় এবং দক্ষিণে খ্রিষ্টান সম্প্রদায় বসবাস করে।

ক্রিসমাস দিবসে ট্রাম্প এই বক্তব্য দেন ফ্লোরিডার পাম বিচে অবস্থিত তাঁর মার-এ-লাগো ক্লাব থেকে, যেখানে তিনি ছুটি কাটাচ্ছিলেন। সেদিন তাঁর কোনো প্রকাশ্য কর্মসূচি ছিল না। সাংবাদিকরা তাঁকে সর্বশেষ বুধবার রাতে ভ্রমণের সময় দেখেছেন।

ইউরোপের পাঁচ নাগরিকের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞায় তীব্র কূটনৈতিক উত্তেজনা

বিশেষ প্রতিনিধি

ফ্রান্স, জার্মানি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের একটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অবস্থান নিয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন ইউরোপের পাঁচজন নাগরিকের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় আটলান্টিকের দুই পাড়ে নতুন করে কূটনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, এই পাঁচ ব্যক্তি প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করে মার্কিন মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সীমিত করার চেষ্টা করেছেন।

গত মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেয়। এর পরপরই ইউরোপীয় কমিশন এক বিবৃতিতে সতর্ক করে জানায়, কোনো অযৌক্তিক বা একতরফা পদক্ষেপ নেওয়া হলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। কমিশন জানিয়েছে, তারা বিষয়টি নিয়ে ব্যাখ্যা চেয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ব্যক্তিদের "চরমপন্থী কর্মী" এবং "অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত" বেসরকারি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বলে মন্তব্য করেন। এই তালিকায় রয়েছেন ইউরোপীয় কমিশনের সাবেক সদস্য থিয়েরি ব্রেটন, যিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ইউরোপীয় বিধিনিষেধের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। ব্রেটন গত বছর প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্কের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ্য বিতর্কে জড়িয়েছিলেন, যা যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের প্রাক্কালে বেশ আলোচিত হয়।

রুবিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম

এক্স–এ দেওয়া এক পোস্টে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপের কিছু আদর্শবাদী গোষ্ঠী সংগঠিতভাবে আমেরিকান প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মগুলোকে চাপ দিয়ে এমন মতামত দমন করেছে, যেগুলোর সঙ্গে তারা একমত নয়। তাঁর ভাষায়, ট্রাম্প প্রশাসন আর এই ধরনের "সীমান্ত অতিক্রমকারী সেন্সরশিপ" সহ্য করবে না।

এর পাল্টা জবাবে ইউরোপীয় কমিশন জানায়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি উন্মুক্ত ও নিয়মভিত্তিক একক বাজার, যেখানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার অনুযায়ী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করার সার্বভৌম অধিকার রয়েছে। কমিশনের বক্তব্য, তাদের ডিজিটাল আইন সব প্রতিষ্ঠানের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য এবং কোনো দেশ বা পক্ষকে লক্ষ্য করে তৈরি নয়।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, থিয়েরি ব্রেটনের সঙ্গে কথা বলে ইউরোপীয় অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। ম্যাক্রোঁ বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডিজিটাল আইনগুলো গণতান্ত্রিক ও সার্বভৌম প্রক্রিয়ার ফল এবং ইউরোপের বাইরে বসে এসব নিয়ম নির্ধারণ করা যাবে না।

Happy New Year!
Wishing you joy, peace, success, and new adventures in the year ahead, filled with love, laughter, good health, and unforgettable memories as you embrace new beginnings and endless possibilities
Tofael Chowdhury
President
GREE MECHANICAL YONKERS
Ai Air Conditioning
Midea
+1914-222-9477 / +1914-989-0089
tofael@greeyonkers.com
www.greeyonkers.com
1900 Central Park Ave, Yonkers, NY 10710
GREE
DAIKIN
KINGHOME
MITSUBISHI ELECTRIC

Happy New Year
2026
দুলাল বেহেদু
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট
প্রেসিডেন্ট ঢাকা জিলা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

বড়দিনের উৎসবের রঙে রঙিন আটলান্টিক সিটি

সুব্রত চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হয়েছে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব বড়দিন। দিনটি উপলক্ষে শহরজুড়ে ছিল আলোকসজ্জা, প্রার্থনা, ধর্মীয় সমাবেশ ও নানা আনন্দ আয়োজন।

বড়দিনের আয়োজনের মধ্যে ছিল বিশেষ প্রার্থনা, গির্জায় উপাসনা, ধর্মীয় সমাবেশ, সান্তা ক্লজের উপস্থিতি, উপহার বিনিময় এবং ক্রিসমাস ট্রি সাজানো। গির্জায় গির্জায় অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ প্রার্থনা সভা। ক্রিসমাস ট্রি ও সান্তা ক্লজের উপহার পেয়ে শিশুরা আনন্দে মেতে ওঠে।

আলোকসজ্জা ও বিভিন্ন আয়োজনে দিনভর উৎসবের আমেজ ছিল আটলান্টিক সিটিজুড়ে। আনন্দ-হাসি-গানে মুখর ছিল শহরের নানা প্রান্ত। ক্যাসিনো শহর হিসেবে পরিচিত আটলান্টিক সিটির বিখ্যাত ক্যাসিনোগুলো বড়দিন উপলক্ষে আয়োজন করে বর্ণিল অনুষ্ঠান। এসব আয়োজনে প্রবাসী বাংলাদেশিরা পরিবার-পরিজন নিয়ে অংশ নেন।

বড়দিনের বিভিন্ন পার্টিতে নেচে-গেয়ে আনন্দ উদ্‌যাপন করেন প্রবাসীরা। অনেকেই নিজেদের বাসাবাড়ি বাহারি আলোকসজ্জায় সাজান। প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মধ্যেও বড়দিনের উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

এ উপলক্ষে অনেকে নিজ নিজ কর্মস্থলেও উপহার বিনিময় করেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বড়দিন ঘিরে পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যান।

বড়দিন উপলক্ষে আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র নগরবাসীকে শুভেচ্ছা জানান।

ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে আবার তার অবস্থানে ফিরিয়ে এনেছেন

বললেন নেতানিয়াহু

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইতিহাস মনে রাখবে সেই ব্যক্তি হিসেবে, যিনি যুক্তরাষ্ট্রকে আবার তার অবস্থানে ফিরিয়ে এনেছেন। ৩০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণশীল সংবাদমাধ্যম নিউজম্যাক্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ মন্তব্য করেন।

মার-আ-লাগোতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের একদিন পর 'দ্য রেকর্ড উইথ গ্রেটা ভ্যান সাস্টেরেন' অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে নেতানিয়াহু বলেন, ট্রাম্প হবেন প্রথম কোনো আমেরিকান, যিনি ইসরায়েলের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'ইসরায়েল প্রাইজ' লাভ করবেন।

নেতানিয়াহু বলেন, "ইতিহাস তাঁকে ভালোভাবেই বিচার করবে।" নিজের পারিবারিক প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁর বাবা ছিলেন একজন ইতিহাসবিদ। "অনেক সময় মানুষের উপলব্ধি করতে দেরি হয়। কারণ তাঁর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে কুৎসা রটনা ও রাজনৈতিক বিরোধিতা চলেছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে এসব বিষয় নিজ নিজ জায়গায় স্থির হয়ে যায়।"

ট্রাম্পের শাসনামলের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে জেরুজালেমে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস স্থানান্তরের বিষয়টি আলাদাভাবে তুলে ধরেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী।

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

Room Available for Rent

One room available with shared kitchen and bathroom. Ozone Park, Queens. Contact - 929-485-6053 1.1.26

বাসা ভাড়া

ব্রংকস পার্কচেষ্টার স্কুল সংলগ্ন ১ বেড রুমের এপার্টম্যান্ট। (পৃথক বেডরুম/ লিভিংরুম/ কিচেন) পাশেই বাংলাদেশি গ্রোসারি। স্টারলিং এভিন্যু। ১ জানুয়ারি থেকে খালি হবে। যোগাযোগ: 732-801-7646 3/12/25

Apartment For Rent

Jamaica Hills, 4 bedroom and 2 bathroom. Rent: $3200 plus utilities. Need good credit and recommendation. Please call 917-292-7804 for viewing. 4/12/25

FREE ESTIMATE UIN/LIC: 12000335383

Bengal Electric Systems Corp.

আমাদের সবধরণের Security Systems Installation করার জন্য DOS হতে Licensed & Background Check করা আছে।

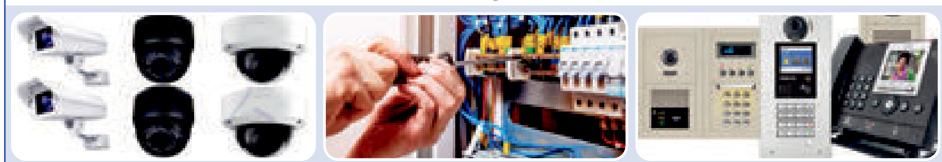

বাসাবাড়ী, অফিস ও রেষ্টুরেন্টে ভালমানের টেকসই ও সুলভমূল্যে নিম্নোক্ত কাজগুলি করে থাকি

- CCTV CAMERA SYSTEM (INDOOR AND OUTDOOR)
- INTERCOM SYSTEM
- FIRE ALARM SYSTEMS
- DOOR BEL (AUDIO/ VIDEO)
- ALL KIND OF ELECTRICAL JOBS (RESIDENTIAL & COMMERCIAL)
- ELECTRICAL WIRING
- DIFFERENT KIND OF LIGHT FIXTURE & OUTLET INSTALLATION
- ELECTRIC PANEL UPGRADE
- ALL KIND OF ELECTRICAL VIOLATION REMOVAL

md@bengalelectric.net www. bengalelectric.net

929 253 4767 and 212 763 3747

চাকরির বিজ্ঞপ্তি

লাবণ্ণ ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হলে একজন অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার প্রয়োজন। প্রার্থীকে রেস্টুরেন্ট ও পার্টি ইভেন্ট পরিচালনা, টিম সমন্বয়, গ্রাহক সেবা ও দৈনন্দিন কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে দক্ষ হতে হবে। বিক্রয় বৃদ্ধি, মান নিয়ন্ত্রণ ও কর্মীদের নেতৃত্বদানের সক্ষমতা থাকা আবশ্যক। রেস্টুরেন্ট ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম ২–৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় দক্ষতা অগ্রাধিকার পাবে।

ঠিকানা: **1193 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208. আপনার সিভি ইমেইল করুন: emdadbhuiyan@yahoo.com**

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল।

পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা হয়েছে ২০১১ সালে । যোগাযোগ: 646-716-2456

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইন্জিনিয়ার ৫ ফুড ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফর্সা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ফার্মাসিষ্ট মেয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিষ্ট বা এটর্নি পাত্র চাই। বয়স ২৯ থেকে ৩৩ এর ভেতরে এবং ইউএস সিটিজেন হতে হবে। একই সাথে নিউইয়র্কে জব থাকতে হবে 347-740-3872

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় 170 বিটুইন 90 Avenue এলাকায় ১ ব্লক দুরত্বে বাস এবং ট্রেন এবং মসজিদ গ্রোসারি নিকটে। লাক্সারি ৩ বেড, বাথ দুটি, কিচেন লিভিং, ডাইনিং ভাড়া হবে। 347-593-1892 ভাড়া $3300

ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

বাবুর্চি আবশ্যক

জরুরি ভিত্তিতে অভিজ্ঞ বাংলা ও তান্দুরি খাবারের বাবুর্চি প্রয়োজন। স্থান: ল্যান্সডেল, পেনসিলভানিয়া। একটি স্বনামধন্য হালাল রেস্টুরেন্টে অভিজ্ঞ ও দক্ষ বাবুর্চি আবশ্যক, যিনি বাংলা ও তান্দুরি খাবার প্রস্তুতে পারদর্শী। থাকা ও খাবারের পূর্ণ ব্যবস্থা প্রদান করা হবে।

যোগাযোগ: ২৬৭-৭৩৬-৫০১১

জমি বিক্রয়

সিলেট শহরের ইসলামপুর (মেজর টিলা) এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে জমি বিক্রয় করা হবে।
জমির পরিমাণ: ৯ শতক, চারপাশে দেয়ালঘেরা, দুইটি রাস্তার সংযোগ রয়েছে।
উপযুক্ত ক্রেতার জন্য এটি একটি আকর্ষণীয় সুযোগ
আগ্রহী ক্রেতাগণ নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করুন:
✆313-510-7025 (যুক্তরাষ্ট্র)
✆+880 1911-114402 (জুমাদ, বাংলাদেশ)

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

ঢাকায় অবস্থানরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ফ্যামেলী ডিভোর্সি বয়স ৩০ পাত্রীর জন্য ইউএসএর সিটিজেন পাত্র চাই। পাত্রীর একটি সন্তান রয়েছে। বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (334) 552-0660 Email: AkmRahman.samsur@gmail.com ১১১২২৫

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

LIBERTY BROKERAGE
Our Services
TLC Insurance
Private Auto Ins.
Commercial Auto Ins.
Home & Business Ins.
DMV Express Service
TLC Plate Rent
TLC Base (Black & Green Cab)
Defensive Driving Course Certificate
GET YOUR INSURANCE
FROM US WITH THE BEST RATE
Business Insurance
OPEN
NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE
NEW REGISTRATION & PLATE
REGISTRATION RENEWAL
DUPLICATE TITLE
CUSTOM PLATES
VEHICLE TRANSFER
SURRENDER PLATES
TLC NEW APPLICATION
TLC PLATE RENEWAL
NEW YORK
ABC-1234
EXCELSIOR
NEW YORK
T000000C
T&LC
CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com
Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

শেখ শফিকুর রহমান

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের উদ্যোগে বাংলাদেশের ৫৫তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টায় নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সভাপতি বদরুল হোসেন খানের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাস্টি সদস্য আজিমুর রহমান বোরহান, সংগঠনের বোর্ড অব ট্রাস্টি সদস্য সদরুন নুর, সাবেক বোর্ড অব ট্রাস্টি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, সাবেক বোর্ড অব ট্রাস্টি আবদুস শহীদ, মকবুল রহিম চুলই, এড নাসির উদ্দিন, সাবেক লাখাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম তালুকদার, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহকারী সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, ফেঞ্চুগঞ্জ অর্গানাইজেশনের সভাপতি মাহবুব আলম, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনকের সভাপতি সাব্বির হোসেন এবং বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার মনজুর আহমেদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট জালাল চৌধুরী। গীতা পাঠ করেন সুরজিত কিশোর দাশ চৌধুরী। এরপর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয় এবং শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

আলোচনা সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বিজয় দিবস উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক মো. লোকমান হোসেন লুকু, সহসভাপতি শামীম আহমেদ, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সাল আলম, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মো. ফজল খান, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কাজী রবীউজ্জামান, ভাইস চেয়ারম্যান জামাল উদ্দিন, মো. রেজাউল করিম, রেজা আহমদুল্লাহ এবং বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচন কমিশনার ও ছাত্রনেতা আবদুল জলিল চৌধুরী।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সাইফুদ্দিন আহমেদ শামীম, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতির সাবেক সদস্য আসফাকুল হক চৌধুরী, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির কার্যকরী সদস্য শফিকুর রহমান, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশনের বোর্ড অব ট্রাস্টি সদস্য মো. আলতাফ হোসেন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট জালাল চৌধুরী ও গুহর চৌধুরী কিনু, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্কের সাধারণ সম্পাদক শেখ ওলি আহাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক দীপংকর দে, প্রচার সম্পাদক ও নিউইয়র্ক প্রেস ক্লাবের সদস্য শেখ শফিকুর রহমান, সিলেট জেলা সমিতি ইউএসএ ইনকের আহ্বায়ক কফিল চৌধুরী, সদস্যসচিব সাজন খানসহ বিভিন্ন সামাজিক ও কমিউনিটি সংগঠনের নেতারা।

অনুষ্ঠানে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কবিতা আবৃত্তি করেন কবি আবু তাহের চৌধুরী ও সুরজিত কিশোর দাশ চৌধুরী।

২০২৫ সালে গণপিটুনি আগের বছরের চেয়ে দ্বিগুণ

ঢাকা ডেস্ক

সদ্য গত হওয়া ২০২৫ সালে সারা দেশে অন্তত ৪২৮ টি গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে; যা ২০২৪ সালের তুলনায় দ্বিগুণের বেশি। ২০২৪ সালে গণপিটুনির ১৬৯ টি ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন ১৪৬ জন এবং আহত হন ১২৬ জন। ২০২৫ সালে গণপিটুনিতে প্রাণ হারিয়েছেন ১৬৬ জন, আহত ৪৬০ জন এবং আহত অবস্থায় পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে ২২০ জনকে। মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের (এমএসএফ) 'বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ২০২৫' শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল বুধবার বছরের শেষ দিনে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে এমএসএফ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গণপিটুনিতে আহত ৪৬০ জনের মধ্যে ৫৫ জন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এবং নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সদস্য।

এমএসএফের প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৫ সালে গণপিটুনি বা মব সন্ত্রাস আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় জনমনে নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি প্রশ্নাতীতভাবে এগিয়ে রেখেছে। নাগরিকের ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার মূল উৎস একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর মব সহিংসতা। এমএসএফের সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে রাজনৈতিক সহিংসতার ৫৯৯ টি ঘটনায় শিকার হয়েছেন ৫ হাজার ৬০৪ জন।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি সংবলিত

শেষ পৃষ্ঠার পর

আমি তাঁকে বলেছিলাম—যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে তাঁর ছবি দিয়ে একটি ২৫০ ডলারের নোট চালু করতে চাই।" তিনি আরও বলেন, এর জন্য আগে কংগ্রেসকে বর্তমান আইন পরিবর্তন করে নতুন আইন পাস করতে হবে। বর্তমানে প্রচলিত আইন অনুযায়ী, কেবল মৃত প্রেসিডেন্টদের ছবি কাগুজে মুদ্রায় ব্যবহার করা যায়।

ব্র্যান্ডন বিচ নিশ্চিত করেন, কংগ্রেসে বিল পাস হয়ে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরে তা আইনে পরিণত হলে, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ২৫০ ডলারের নোট তৈরির কাজে হাত দেবেন। এই নোট চালু হলে এটি বর্তমানে প্রচলিত সর্বোচ্চ মূল্যমানের নোটগুলোর একটি হবে।

এ ছাড়া গত অক্টোবরে বিচ ঘোষণা দেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ছবি সংবলিত ১ ডলারের কয়েনের নকশা তৈরির কাজও এগিয়ে চলছে। এর আগে কংগ্রেস 'সার্কুলেটিং কালেক্টিবল কয়েন রিডিজাইন অ্যাক্ট' পাস করেছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ ১ ডলারের কয়েন তৈরি করার অনুমতি দেয়।

ট্রেজারার ব্র্যান্ডন বিচ বলেন, "এটি সম্পূর্ণ বৈধ মুদ্রা (লিগ্যাল টেন্ডার) হবে।" তিনি স্পষ্ট করে জানান, "এটি কোনো স্মারক কয়েন নয়। ট্রাম্পের ছবি থাকা এই ১ ডলারের কয়েন দিয়ে দোকানে গিয়ে জিনিসপত্র কেনা যাবে।"

ব্র্যান্ডন বিচ আরও জানান, ২৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রশাসন আরও বিভিন্ন কয়েন চালুর পরিকল্পনা করছে। এর মধ্যে রয়েছে ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপকে সম্মান জানিয়ে বিশেষ মুদ্রা—যার অধিকাংশ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় শহরে।

চার দশকের মহাকাব্যে একজন নার্গিস

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রবাসী মানুষ কেবল ব্যক্তিগত জীবনে নয়, একটি সংগঠিত সমাজ গড়ার লড়াইতেও পথপ্রদর্শক প্রয়োজন। সেই পথই প্রথম উন্মুক্ত হয় ১৯৮৬ সালে, যখন তাঁকে 'রূপসী বাংলা' টেলিভিশন অনুষ্ঠানে সংবাদ পাঠের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিদেশে বসবাসকারী বাংলাভাষীদের জন্য এ ছিল হৃদয়ের জানালা। সেই পর্দায় তাঁর উপস্থিতি ছিল প্রবাসীদের কাছে আশ্বাস—পরিচয় হারিয়ে যায়নি, ভাষা মুছে যায়নি। এখানেই তিনি যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম ও বেড়ে ওঠা বাংলাদেশি শিশুদের বাংলা শেখার প্রথম উদ্যোগ নেন। তাঁর ধারণা ছিল সহজ—ভাষা রক্ষা মানেই প্রজন্ম রক্ষা। সেই উদ্যোগ আজ বহু পরিবারের কাছে প্রবাসও পরিচয়ের সেতু।

এরপর তিনি যুক্ত হন নতুন অভিবাসীদের সহায়তায় গঠিত সংগঠন 'বাংলাদেশ সংসদ'-এ। ইংরেজি শেখা, চাকরি খোঁজা, চিকিৎসাসেবা, নিয়ম-নীতি বোঝা—সবকিছুতেই এই সংগঠন হয়ে ওঠে অভিবাসীদের প্রথম ভরসা। সেই পথের সবচেয়ে সামনে ছিলেন নার্গিস আহমেদ। তাঁর নেতৃত্বেই শীতবস্ত্র বিতরণ, অভাবীদের সহায়তা, অসুস্থদের পাশে দাঁড়ানো—এসব কাজ বাস্তব রূপ পায়। অসংখ্য পরিবার এখনো বলেন—"আমরা যখন এই দেশে আসি, আমাদের প্রথম সহযোদ্ধা ছিলেন নার্গিস আপা।"

পরবর্তী অধ্যায় আরও বিস্তৃত—বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক। ২৭ হাজারের বেশি সদস্যের এই বৃহত্তম সংগঠনের প্রথম এবং এখনো পর্যন্ত একমাত্র নারী সভাপতি তিনি। এর আগে তিনি নির্বাহী কমিটি, সংগঠক সম্পাদক, বাংলা স্কুলের চেয়ারম্যানসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর হাত ধরে বাংলা স্কুল হয়ে ওঠে প্রবাসে সংস্কৃতির বিদ্যালয়—যেখানে শিশুরা শিখত গান, নাচ, গল্প, ইতিহাস, পরিচয়।

বাংলাদেশি আমেরিকানদের অধিকার রক্ষার সংগ্রামেও তিনি সামনের সারিতে ছিলেন। বাংলাদেশি আমেরিকান পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ফ্রন্টে (বাপাফ) তিনি সাধারণ সম্পাদক থেকে সভাপতি—সব দায়িত্ব পালন করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। অভিবাসীদের বৈধতা প্রশ্নে আন্দোলন, রাজনৈতিক অধিকারে অংশগ্রহণ, মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশিদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা—এসব আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। অনেকে বলতেন—"নার্গিস আপা এলে অফিসে আলো জ্বলে।"

২০০১ সালে তিনি নির্বাচিত হন ফোবানার নির্বাহী সচিব। ২০১৭ সালে ইতিহাস সৃষ্টি করেন—ফোবানার প্রথম নারী কনভেনার হিসেবে। তাঁর নেতৃত্বে ২০১৯ সালের ফোবানা আয়োজন হয় ন্যাসাও কোলিসিয়ামে, যেখানে অংশ নেন আট হাজারের বেশি মানুষ—প্রবাসী ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক সমাবেশ। তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা, ধৈর্য ও নেতৃত্বের গভীরতা তখন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এর পাশাপাশি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'ড্রামা সার্কেল'—যা শুধু নাট্যদল নয়, বরং প্রবাস জীবনের সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষার মঞ্চ। পহেলা বৈশাখ উদযাপন থেকে শুরু করে ৯/১১ নিহত পরিবারদের সহায়তা, নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন ফান্ডে অনুদান, সেন্সাসে বাংলাদেশিদের সম্পৃক্ততা—সবক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রভাগে। অনেকেই বলেন—"প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির আলো বাঁচিয়ে রাখার অন্যতম কারিগর নার্গিস আপা।"

রাজনীতিতে তাঁর দৃঢ় পদচারণাও উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ এশীয় নারীদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, ভোটার নিবন্ধন, মূলধারার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ—সবক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অগ্রদূত। তিনি কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড–৮–এর প্রথম বাংলাদেশি সদস্য এবং প্রথম দক্ষিণ এশীয় নারী। তাঁর এই অর্জন শুধু ব্যক্তিগত নয়—এটি পুরো কমিউনিটির জন্য নতুন দরজা খুলে দেয়।

মানবসেবার এই দীর্ঘ পথচলায় তিনি কখনো জাতি, ধর্ম বা পরিচয়ের ভিত্তিতে কাউকে আলাদা করেননি। যে কেউ সাহায্য চাইলে তিনি পাশে থেকেছেন। মানুষের প্রতি এই নিরংকুশ ভালোবাসার স্বীকৃতিতে তিনি পেয়েছেন অসংখ্য সম্মাননা—AFL–CIO, কমিশন অন দ্য ডিগনিটি অব ইমিগ্রান্টস, এশিয়ান আমেরিকান ডেমোক্রেটিক অ্যাসোসিয়েশন অব কুইন্স, বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউইয়র্ক এবং নিউইয়র্ক বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলসহ বহু প্রতিষ্ঠানের পুরস্কার। পাশাপাশি তিনি সম্মাননা পেয়েছেন কংগ্রেস সদস্য ইভেট ক্লার্ক, সিটি কাউন্সিল সদস্য জন লিউ, ডেভিড ওয়েপ্রিন, হেলেন সিয়ার্স, সিনেটর জন ডি. সাবিনি, সিনেটর আডা এল. স্মিথ, প্রয়াত অ্যাসেম্বলিমেম্বার হোসে পেরালটার মতো জননেতাদের কাছ থেকে। নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল তাঁকে দুইবার সম্মানসূচক ঘোষণাপত্রও প্রদান করেছে।

আজ তিনি কুইন্সের বৃহত্তম দক্ষিণ এশীয় প্রবীণ সেবা কেন্দ্র 'দেশি সিনিয়র সেন্টার'-এর পরিচালক। প্রতিদিন শত শত প্রবীণ সেখানে আসেন এবং বলেন—"নার্গিস আপার হাত থাকলে মনে হয় পরিবার আছে।" মানুষের শেষ বয়সের নিঃসঙ্গতা দূর করার এই কাজ তিনি কর্তব্য মনে করে নয়—ভালোবাসা থেকে করেন।

চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি বাঙালি ও বৃহত্তর মানবসমাজের জন্য নিজেকে নিবেদন করেছেন নীরবে, বিনয়ে, নিষ্ঠায়। কমিউনিটি বিভাজন, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিড়ে—নার্গিস আহমেদ যেন এক নির্মল আলো। তিনি নেতৃত্বকে ক্ষমতা নয়, সেবা হিসেবে দেখিয়েছেন। প্রমাণ করেছেন—একজন মানুষ চাইলে একটি পুরো কমিউনিটির ইতিহাস বদলে দিতে পারেন। তাঁর গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়—নীরব ভালোবাসা, নিঃস্বার্থ সেবা এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর শক্তিই সমাজের সবচেয়ে বড় আলো।

নার্গিস আহমেদ জানান, কয়েক বছর আগে তিনি পেয়েছিলেন এএআরপি এএপিআই কমিউনিটি হিরো সম্মাননা। যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম প্রবীণ নাগরিকদের সংগঠন এএআরপি এবং তাদের এশীয় ও প্যাসিফিক দ্বীপসমূহের অধিবাসীদের জন্য গঠিত কমিউনিটি শাখার পক্ষ থেকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। এএআরপি–র সদস্যসংখ্যা প্রায় তিন কোটি আশি লাখ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী মানুষ অনলাইনে ভোট দিয়ে এই পুরস্কারের বিজয়ী নির্বাচন করেন।

এএপিআই সংগঠনটি যুক্তরাষ্ট্রে বসতি গড়া এশীয় ও প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জের অভিবাসীদের সামাজিক অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব বিকাশ ও কমিউনিটির উন্নয়নে কাজ করে। নার্গিস আহমেদের ভাষায়, এই সম্মাননা তাঁর কমিউনিটিমুখী কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি, যা তাঁকে গভীরভাবে গর্বিত করে।

শোকের আনুষ্ঠানিকতা

শেষ পৃষ্ঠার পর

উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিত্বকে নিছক শোক প্রকাশের আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। বরং দক্ষিণ এশীয় কূটনীতির বাস্তবতায় এটিকে একটি সুস্পষ্ট, হিসাবি ও বহুমাত্রিক কূটনৈতিক বার্তা হিসেবেই ব্যাখ্যা করছেন রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা।

ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য অনুযায়ী, ড. জয়শংকর ভারত সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে প্রয়াত নেত্রীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। তবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে প্রভাব বিস্তারকারী এক নেত্রীর জানাজায় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পরিসরে তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ইঙ্গিত বহন করছে।

বিশ্লেষকদের মতে, এই সফরের মাধ্যমে ভারত একাধিক স্তরে বার্তা দিতে চাইছে। প্রথমত, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দিল্লি কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না; বরং সব প্রধান রাজনৈতিক ধারার প্রতি আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শনের কৌশল অনুসরণ করছে। দ্বিতীয়ত, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ও সম্ভাব্য রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসের প্রেক্ষাপটে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগের সব কূটনৈতিক চ্যানেল সক্রিয় রাখার প্রয়াস স্পষ্ট। তৃতীয়ত, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে যে দূরত্ব, অবিশ্বাস ও অস্বস্তির ইঙ্গিত দেখা গেছে, তা প্রশমনে এটি একটি নরম কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ কূটনৈতিক উদ্যোগ।

বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘ সময় ধরে একটি স্বতন্ত্র ও প্রভাবশালী অবস্থান ধরে রেখেছিলেন। মতাদর্শগত পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁর জানাজায় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতি দক্ষিণ এশীয় কূটনীতিতে পারস্পরিক সম্মান, প্রটোকল ও বাস্তববাদী রাজনীতির একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এই সফরকে বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্কের ভবিষ্যৎ গতিপথের সঙ্গেও যুক্ত করে দেখা হচ্ছে। নির্বাচনকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতা, আঞ্চলিক ভূরাজনীতি এবং দক্ষিণ এশিয়ায় স্থিতিশীলতা—এই তিনটি বিষয় বিবেচনায় রেখে ভারত একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান স্পষ্ট করতে চাচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। কূটনৈতিক সূত্রগুলোর মতে, আনুষ্ঠানিকভাবে এটি শোকসফর হলেও, বাস্তবে এটি বাংলাদেশে সব রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার আগ্রহেরই প্রকাশ।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত, আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা নেত্রীর জানাজায় ভারতের অংশগ্রহণ ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক বাস্তবতার জন্য দিল্লির প্রস্তুতির ইঙ্গিত দেয়। এটি কোনো দলবিশেষের প্রতি সমর্থনের ঘোষণা নয়; বরং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ককে দল ও ব্যক্তির ঊর্ধ্বে রাখার একটি কৌশলগত অবস্থান।

ভারত কেন বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখতে চায়—এই প্রশ্নের উত্তরে বিশ্লেষকরা চারটি মূল কারণ তুলে ধরছেন। প্রথমত, ভূরাজনৈতিক ও নিরাপত্তাগত স্বার্থ। বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থল-নৌ যোগাযোগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশ ভারতের একটি কৌশলগত অংশীদার; সম্পর্ক দুর্বল হলে সেই শূন্যতা অন্য শক্তি পূরণ করতে পারে। তৃতীয়ত, অর্থনীতি ও সংযোগ—ট্রানজিট, বন্দর ব্যবহার, বিদ্যুৎ ও বাণিজ্য ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। চতুর্থত, সরকার পরিবর্তনের পরও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক যেন অনিশ্চয়তার মুখে না পড়ে, সে লক্ষ্যেই সব রাজনৈতিক ধারার সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখে দিল্লি।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বেগম খালেদা জিয়ার জানাজায় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতি কেবল শোক প্রকাশের প্রতীক নয়; এটি একটি পরিমিত, সুপরিকল্পিত ও ভবিষ্যতমুখী কূটনৈতিক পদক্ষেপ। ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ক ব্যক্তি বা দলের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়—এই বাস্তবতাই এই সফরের মধ্য দিয়ে নতুন করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

মার্কিন ইনফ্লুয়েন্সারের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মার্কিন সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারের বিতর্কিত মন্তব্যে ক্ষোভে ফুঁসছে প্রবাসী সমাজ।

মৃত যুবকের নাম প্রশান্ত শ্রীকুমার (৪৪)। তিনি এডমন্টনের গ্রে নানস কমিউনিটি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিতে গিয়ে মারা যান। পরিবারের অভিযোগ, গুরুতর বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে গেলেও তাকে সময়মতো যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া হয়নি।

পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য অনুযায়ী, গত ২২ ডিসেম্বর কর্মস্থলে অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রশান্তকে জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। সেখানে একটি ইসিজি করার পর তাকে শুধু ব্যথানাশক ওষুধ (টাইলেনল) দেওয়া হয়। এরপর প্রায় আট ঘণ্টার বেশি সময় তাকে অপেক্ষমাণ কক্ষে বসিয়ে রাখা হয়। অপেক্ষার মধ্যেই তার শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। পরে চিকিৎসা কক্ষে নেওয়ার পর তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রাথমিক ইসিজি রিপোর্টে তাৎক্ষণিকভাবে গুরুতর কিছু ধরা পড়েনি। তবে পরিবার ও স্বজনদের দাবি, জরুরি বিভাগে দীর্ঘ অপেক্ষাই তাঁর মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

ঘটনাটি তদন্ত করছে হাসপাতাল পরিচালনাকারী সংস্থা কোভেন্যান্ট হেলথ। তারা মৃতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেছে, বিষয়টি চিফ মেডিক্যাল এক্সামিনারের কার্যালয় পর্যালোচনা করছে। আলবার্টা প্রাদেশিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষও ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

এই ঘটনার মধ্যেই বিতর্ক উসকে দিয়েছেন মার্কিন আইনজীবী ও সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার অ্যান্ড্রু ব্রাঙ্কা। সামাজিক মাধ্যমে বিদ্রুপ করে তিনি মন্তব্য করেন, 'ওই ব্যক্তি মুম্বাইতেই থাকতে পারতেন।'

তার এই মন্তব্যকে অমানবিক, বর্ণবাদী ও সংবেদনশীলতাহীন বলে আখ্যা দিয়েছেন অনেকে। বিশেষ করে ভারতীয় প্রবাসী সমাজে এ মন্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হাজারো মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, অভিবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে এ ধরনের তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অ্যান্ড্রু ব্রাঙ্কার পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক ক্ষমা বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে ঘটনাটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। কানাডার স্বাস্থ্যখাতে জনবল সংকট, জরুরি বিভাগের দীর্ঘ অপেক্ষা ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা নিয়েও নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

এদিকে প্রশান্ত শ্রীকুমারের স্ত্রী ও সন্তানদের সহায়তায় স্থানীয় কমিউনিটির উদ্যোগে ফান্ড সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবি জোরালো হচ্ছে।

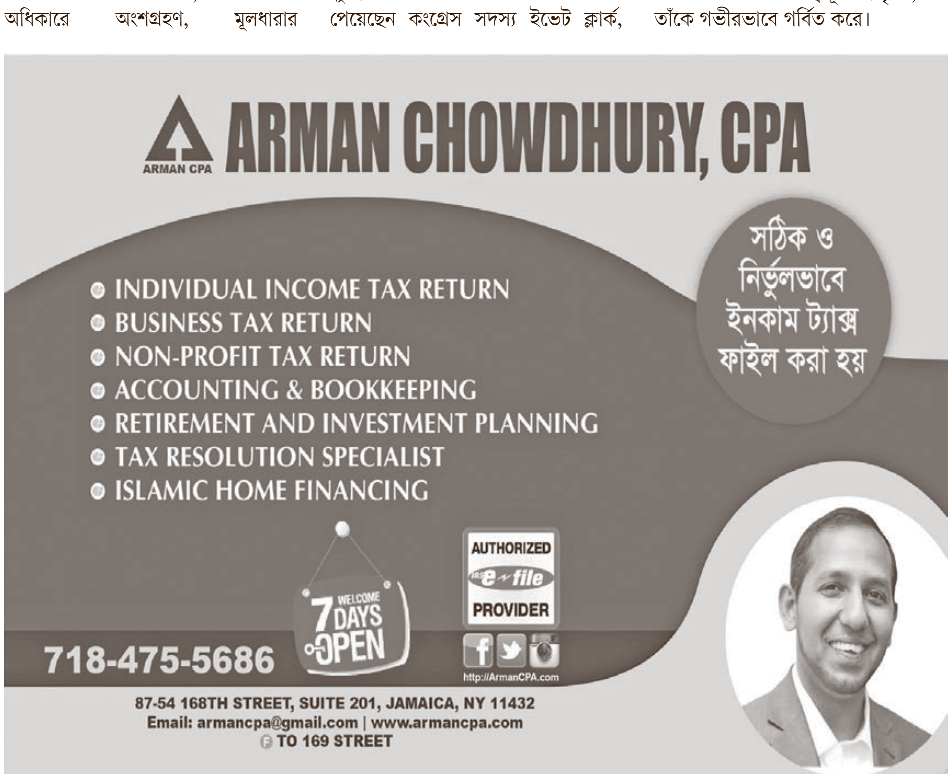

ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের হাতে প্রায় ছয় লাখ গ্রেপ্তার

৭০%'র বিরুদ্ধে অভিযোগ

ইব্রাহীম চৌধুরী

অবৈধ অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে ২০২৬ সালে আরও কঠোর অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে মার্কিন প্রশাসন। ইমিগ্রেশন ও শুল্ক প্রয়োগ সংস্থা (আইসিই) জানিয়েছে, ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট প্রায় ৫ লাখ ৯৫ হাজার অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৪ লাখ ১৬ হাজার—অর্থাৎ প্রায় ৭০ শতাংশের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডাদেশ ছিল অথবা মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির তথ্যের ভিত্তিতে ওয়াশিংটন এক্সামিনার এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে। আইসিই বলছে, এই পরিসংখ্যান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেই ঘোষণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে তিনি ইমিগ্রেশন আইন প্রয়োগে 'সবচেয়ে বিপজ্জনক' ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেছিলেন।

আইসিই কর্মকর্তাদের দাবি, যাঁদের যুক্তরাষ্ট্রে কোনো অপরাধ রেকর্ড নেই, তাঁরাও জননিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারেন। কারণ অনেকেই নিজ নিজ দেশে সহিংস অপরাধে অভিযুক্ত, আন্তর্জাতিকভাবে খোঁজাধীন, অথবা গ্যাং ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত। সংস্থার ভাষ্য, এই পরিসংখ্যানে ইন্টারপোল নোটিসপ্রাপ্ত বা বিদেশে গুরুতর অপরাধে অভিযুক্তদের পূর্ণ চিত্র প্রতিফলিত হয় না।

আইসিই কয়েকটি উদাহরণও তুলে ধরেছে। এল সালভাদরের নাগরিক আন্তোনিও ইসরায়েল লাজো-কুইন্তানিয়া যুক্তরাষ্ট্রে লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেও নিজ দেশে তাঁর বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডসহ একাধিক গুরুতর অপরাধের মামলা রয়েছে। একইভাবে উজবেকিস্তানের নাগরিক আখরোর বোজোরভের যুক্তরাষ্ট্রে কোনো অপরাধ রেকর্ড না থাকলেও নিজ দেশে সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে তিনি খোঁজাধীন ছিলেন।

এদিকে ডেমোক্র্যাট নেতা ও অভিবাসী অধিকার সংগঠনগুলো অভিযোগ করছে, আইসিই এমন ব্যক্তিদেরও লক্ষ্যবস্তু করছে যাঁদের একমাত্র অপরাধ হলো অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ বা অবস্থান। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের যুক্তি, বহিষ্কারের আদেশ উপেক্ষা করে অবৈধভাবে অবস্থান করাও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, শিক্ষা ব্যবস্থা ও করদাতাদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে।

আইসিইর তথ্য অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের প্রায় ৭৫ শতাংশের অপরাধ রেকর্ড ছিল। মে মাসে এই হার নেমে আসে প্রায় ৬৭ শতাংশে, যখন আদালত ও কর্মক্ষেত্রে—খামার ও খুচরা বাজারসহ—অভিযান সম্প্রসারণ করা হয়।

২০২৬ সালে আরও কঠোর অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রশাসন।

ইয়েমেন সংঘাতে মুখোমুখি সৌদি ও আরব আমিরাত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইয়েমেনের দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতে এবার নতুন মাত্রার উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। এক সময় একই জোটে থাকা সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) এখন কার্যত বিপরীত অবস্থানে। সাম্প্রতিক বিমান হামলা ও কূটনৈতিক বক্তব্যে এই বিভাজন প্রকাশ্যে এসেছে, যা ওই অঞ্চলের যুদ্ধকে আরও জটিল করে তুলছে।

যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোরে সৌদি আরব ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চলে বিমান হামলা চালায়। এই হামলার লক্ষ্য ছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত–সমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী 'সাউদার্ন ট্রানজিশনাল কাউন্সিল' (এসটিসি)।

সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের দাবি—হাদরামাউতের বন্দরনগরী মুকাল্লায় এসটিসির জন্য অস্ত্র ও সাঁজোয়া যান নামানো হচ্ছিল, যা তাদের 'সীমারেখা' অতিক্রমের সমান। সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, জাহাজগুলোর ট্র্যাকিং সিস্টেম বন্ধ ছিল এবং এসব অস্ত্র তাৎক্ষণিক নিরাপত্তা হুমকি তৈরি করছিল।

অন্যদিকে, এসটিসি এই হামলা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তাদের দাবি, হামলায় হাদরামাউতে মোতায়েন এসটিসির অভিজাত ইউনিটগুলোকে লক্ষ্য করা হয়েছে। যদিও সৌদি কর্তৃপক্ষ বলছে, রাতের আঁধারে হামলা চালানো হয়েছে যাতে বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতি না হয়।

এই সংঘর্ষ সৌদি আরব ও ইউএইর মধ্যে বাড়তে থাকা মতবিরোধকে প্রকাশ্যে এনেছে। হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন একসঙ্গে লড়াই করলেও, ইয়েমেনের ভেতরে দুই দেশ ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীকে সমর্থন দিয়ে আসছে। সৌদি আরবের অভিযোগ, এসটিসিকে আমিরাতের সমর্থন ইয়েমেন ও পুরো অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। রিয়াদ একে নিজেদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকি হিসেবেও উল্লেখ করেছে।

ইনফো বাংলার ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সভা ও সাংবাদিকদের মিলনমেলা

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যে দৈনিক ইনফো বাংলার ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক সভা ও সাংবাদিকদের মিলনমেলার আয়োজন করা হয়েছে। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) রাতে মিশিগানের ওয়ারেন সিটির একটি হলে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে দৈনিক ইনফো বাংলার যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও সংগীতশিল্পী শিলা দাস আগত অতিথি, সুধীজন ও উপস্থিত সাংবাদিকদের শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট গীতিকার ও লেখক ইশতিয়াক রুপু, বাংলা সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক ও যমুনা টিভির যুক্তরাষ্ট্র সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট ইকবাল ফেরদৌস এবং বাংলা প্রেস ক্লাব অব মিশিগান ইউএসএর সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক জুয়েল খান। সাংবাদিকদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলা প্রেস ক্লাব অব মিশিগান ইউএসএর কোষাধ্যক্ষ মাহমুদুল হক লিটু, সাংবাদিক সঞ্জয় দেব ও হারান কান্তি সেন, ডিবিসি নিউজের মিশিগান প্রতিনিধি আশিক রহমান এবং টিবিএন ২৪ এর মিশিগান প্রতিনিধি তোফায়েল রাজা সোহেল।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সজল আলাই, বকুল চৌধুরী, গোলাম মোস্তফা খান, আতিকুর রহমান মিঠু, মুহিবুল ইসলাম ও লিমন চৌধুরী, সেলিম আহমদ, তোফায়েল আহমদ ও জাভেদ আহমদসহ কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী শর্মিলা দেব ও শিলা দাস। তাদের পরিবেশনায় এবং উপস্থিত সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণে পুরো আয়োজনটি হয়ে ওঠে আনন্দমুখর।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
•Emirates •Qatar Airways •Etihad Airways •Turkish Airlines •Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংবা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন - গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

নতুন বছরে অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হোক

শেখর ভট্টাচার্য

সময়কে বিভাজিত করে বছর, মাস, দিন, ঘন্টার প্রবর্তন করা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে। কল্পনা করুন, সময়কে যদি এরকমভাবে বিভাজন করা না হতো, তাহলে মানুষের প্রাত্যাহিক জীবন কেমন হতো? সময়ের এই পরিকল্পিত বিভাজন মানুষের জীবন, জীবিকা সহ সামগ্রিক কর্মকান্ডে নিয়ে এসেছে শৃঙ্খলা। সময় মানুষকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে, স্বল্প ও দীর্ঘ কালের পরিকল্পনা করার প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। সময় অবিরত মানুষকে অতিক্রম করে যাচ্ছে নাকি মানুষ সময়কে এ নিয়ে দার্শনিক আলোচনা দীর্ঘ করা যায়। আমাদের এই বন্দ্বীপে আন্দোলন মূখর দুই হাজার চব্বিশের পর, অস্থির পঁচিশ সাল অতিক্রম করে আমরা দুই হাজার ছাব্বিশে উপনীত। চব্বিশের জুলাই আন্দোলন অনেক সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিল।

দুই হাজার পঁচিশের শেষে এই আন্দোলন ধারণ করা দলের কর্মকাণ্ডের গতি-প্রকৃতি মানুষকে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছে। যারা পরিবর্তন, বৈষম্য হ্রাসের স্বপ্ন দেখে আন্দোলনে আন্তরিকভাবে যুক্ত হয়েছিলেন তাদের চোখ থেকে স্বপ্নের বিভা কিছুটা হলেও ম্লান হয়ে গেছে, এ কথা এখন নির্দ্বিধায় বলা যায়। তবে দুই হাজার পঁচিশ সালে সামাজিক, রাজনৈতিক বিভাজন যে আরও ব্যাপক হয়েছে এই বিষয়টি আমরা সহজেই অনুমান করতে পারছি। সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে পুরো বাংলাদেশে মবোক্রেসির বিস্তার ঘটায় স্বপ্নবাজ মানুষদের হতাশার কথা মূলধারার গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমে নিয়মিত উঠে এসেছে। চব্বিশে দেখা স্বপ্ন এতো দ্রুত বিবর্ণ হতে থাকবে—স্বপ্ন এবং প্রত্যাশা নিয়ে আন্দোলনে যুক্ত মানুষদের কিছুটা হলেও বিস্মিত করেছে। আন্দোলনের ধারাবাহিকতা, আন্দোলনে যুক্ত কর্মী এবং নেতাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে নিবেদিত নাগরিকদের প্রত্যাশার পালায় হাওয়া তো লাগেনি বরঞ্চ মনে হয়েছে স্বপ্ন ছোঁয়ার বন্দর আরও দূরে চলে গেছে। নাগরিক সমাজ যদি দুই হাজার পঁচিশ সালের সালতামামী করতে উদ্যোগী হন, তাহলে এই সালতামামী শেষে কী পাওয়া যাবে?

বিদায়ী বছরটি ছিল সামাজিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা, ভাঙচুর, ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে চাঁদাবাজি, অগ্নিসন্ত্রাস, গণমাধ্যমের উপর আঘাত সৃষ্টির বছর। এসব অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা প্রান্তিক মানুষের জীবিকাকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো দেশের মানুষ মব-সন্ত্রাসের কারণে কখন, কোথায় কী ঘটবে; এরকম দুশ্চিন্তা করে আতঙ্কগ্রস্ত দিন কাটিয়েছেন। চব্বিশের আন্দোলনে যারা সরাসরি নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের কাছ থেকেও আমরা শুনেছি: এরকম মবতন্ত্র তারা প্রত্যাশা করতেন না। মানুষ হতাশ হয়েছে যখন প্রত্যক্ষ করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে দাঁড় করিয়ে রেখে মববাজরা নিজেরাই আইনকে হাতে তুলে নিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে গেছে ক্রমাগত। সবচেয়ে হতাশার দৃশ্য ছিল "প্রথম আলো" কার্যালয় ভাঙচুরের সময়।

ভিডিওতে পরিষ্কার দেখা গেছে একদল মবসন্ত্রাসীর কাছে সেনা সদস্যরা আকুলভাবে "প্রথম আলো" অফিসে প্রবেশের জন্য ভেতরের মানুষকে উদ্ধারের সময় চেয়ে নিচ্ছে। সেনাসদস্যদের বড় অসহায় মনে হয়েছে তখন। এরকম দৃশ্য সারা দেশবাসি প্রত্যক্ষ করে নিজেদের অসহায়ত্বের কথা ভেবে মানসিকভাবে প্রচন্ড বিধ্বস্ত হয়েছে।

হতাশার কালো রাতগুলো যতোই মানুষকে বিমর্ষ করুক, মানুষ কিন্তু স্বপ্ন দেখে। নতুন স্বপ্ন, নতুন প্রত্যাশায় শুরু হয় নতুন বছর। নবচেতনায়, নবউন্মাদনায় মানুষ গড়তে চায় সমাজ, রাজনীতি এবং দেশের অর্থনীতিকে।

রবীন্দ্রনাথ মানুষ হিসেবে ছিলেন অসম্ভব আশাবাদী। মরণকে জয় করার আকাঙ্ক্ষা তিনি ধারণ করতেন। দুঃখ, বেদনা কখনো একটি জাতিকে দমিয়ে রাখতে পারে না। ভেতু, ভীতু, আবেগী বাঙালি দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে যখন সামনে এসে অলঙ্ঘনীয় পাহাড়কে দেখতে পায়। মৃত্যু, দুঃখ, বেদনা বাঙালিকে কখনো কাতর করতে পারেনি। অন্ধকারের ভিতর

> দুই হাজার ছাব্বিশকে ঘিরে আমাদের অপার স্বপ্ন। দীর্ঘ সংগ্রাম, আন্দোলনের পর আমরা অর্জন করেছি ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের অধিকার। এই সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্যদিয়ে আমরা একসাথে অনেক কিছু অর্জন করতে চাই।

শান্তি, আনন্দে অবগাহন করে জেগে উঠতে জানে বাঙালি।

রবীন্দ্রনাথের কথায় উচ্চারণ করে, 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে/ তবু শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।' ঠাকুরের গানের এ কথার মতোই দুঃখ ও কষ্ট সবকিছু কাটিয়ে নতুন জীবনের দিকে যাত্রার প্রেরণা নেয় মানুষ।

প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির দোলাচলে কালের আবর্তে মহাকালের গর্ভে হারিয়ে যায় পুরোনো বছর। নতুন স্বপ্ন ও সম্ভাবনা নিয়ে যাত্রা শুরু হয় নতুন বছরের। সোনালি স্বপ্নের হাতছানি নিয়ে উদিত হয় নতুন বছরের সূর্য। শুধু বাংলাদেশ নয়—বিশ্বজুড়ে এক অস্থির সময় অতিক্রম করেছে মানুষ। তারপরও মানুষ নতুন বছরে মধ্যে খুঁজে বেড়ায় অনন্ত সম্ভাবনার স্বপ্ন। নতুন বছর হলো স্বপ্ন ও সম্ভাবনার। সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে সুযোগ করে দেয় নতুন বছর।

দুই হাজার ছাব্বিশকে ঘিরে আমাদের অপার স্বপ্ন। দীর্ঘ সংগ্রাম, আন্দোলনের পর আমরা অর্জন করেছি ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের অধিকার। এই সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্যদিয়ে আমরা একসাথে অনেক কিছু অর্জন করতে চাই। আমরা দীর্ঘদিন ধরে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি এবং নির্বাচনের কথা বলে আসছি; জানি না আমাদের আসন্ন নির্বাচন সে পথে এগোয় কী না। রাজনৈতিক দলগুলোর পরিকল্পনায় আমরা খুব আশাবাদী হতে পারি না। তারপরও আমরা আশাবাদী হতে চাই। ছাব্বিশের নির্বাচন আমাদের রাজনীতি, সমাজ এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। নির্বাচিত সরকার ছাব্বিশে আমাদেরকে সুশাসনের আলোকরেখা দেখাতে সমর্থ হবে। জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সমাজে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে আসবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। বাংলাদেশের মানুষ ছাব্বিশে আইনের শাসনের সূচনা দেখতে চায়। "মবোক্রেসি" বিদায় নেবে এই সুবর্ণ ভূমি থেকে। মানুষের ভেতরের আতঙ্ক কেটে গিয়ে প্রতিটি মানুষ তার সম্ভাবনাকে জাতির অগ্রগতি ও অর্জনে কাজে লাগাতে পারে। সংকুচিত স্বাধীনতার দ্বার উন্মোচিত হোক। সমতার সমাজ, সমদৃষ্টির সমাজে দ্বার খুলে যাক। সকল মানুষের সকল রাষ্ট্রীয় কাজে সমান সুযোগ তৈরি হোক।

চব্বিশের আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল তারুণ্যের হাত ধরে। বছরে শেষে এসে আন্দোলনের শক্তির বিভাজন আমাদেরকে হতাশ করেছে। আমরা চাই নিবেদিত তরুণেরা রাজনীতিতে জমে থাকা কলুষ, আবর্জনা সব দূর করে দেয়ার প্রত্যয় নিয়ে স্বচ্ছ একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করুক। সমগ্র দেশের মানুষ আবেগ-প্রবণ, আশাবাদী হয়েছিল বৈষম্য নিরসনের কথা শুনে। আমরা এপর্যন্ত বৈষম্য নিরসনের কোন সুস্পষ্ট রূপরেখা দেখতে পাইনি। নতুন বছর নির্বাচিত সরকার আমাদেরকে আশাবাদী করে তুলুক সামাজিক, রাজনৈতিক বৈষম্য নিরসনের পথরেখা উপহার দিয়ে।

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের সকল চাওয়াকে একসাথে করে বলতে হলে আমার মনে হয় সকলেই বলবেন: দুই হাজার ছাব্বিশে আমরা চাই উদার, গণতান্ত্রিক এবং মানবিক একটি ব্যবস্থার সূচনা। মানুষের স্বাধীনতা যেনো সংকুচিত হয়ে না যায়। প্রান্তিক মানুষেরা যেনো ধীরে ধীরে নীতি-নির্ধারণের কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে আসে। ওই যে বহুল উচ্চারিত স্লোগান, "আমরা একটি নতুন বন্দোবস্ত চাই", সেই স্লোগানের বাস্তবায়নের জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রত্যয় দেখতে চায় নাগরিক সমাজের মানুষরা। ইংরেজি নববর্ষে যদি আবার ক্ষমতার রাজনীতি দেখা যায়, তাহলে নাগরিক সমাজের সচেতন মানুষদের দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।

নতুন বছর যেন প্রকৃতির নিজ হাতে আঁকা একটি নতুন ক্যানভাস, যেখানে পুরনো ক্ষত, বেদনা আর অপূর্ণতার ছায়া মুছে ফেলে সম্ভাবনার রঙে ভরে ওঠে প্রতিটি কোণ। এটি একটি নতুন সূচনা, যেখানে প্রতিটি ভোরের আলো জীবনের গল্পে নতুন অধ্যায় যোগ করে। নতুন বছর আসে প্রতিশ্রুতির মতো—বাতাসে নতুন স্বপ্নের ঘ্রাণ, গাছে গাছে নতুন পাতার সঞ্চার। জীবন যেন তার ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে আরও একবার নিজেকে সজীব করে তোলে। এই বছর হয়তো তেমনটাই হবে, যেমনটা আমরা কল্পনা করি ভালোবাসা, সৌহার্দ্য আর সৃষ্টির এক নতুন অধ্যায়। পুরনো ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে, হৃদয়ের গভীরে জমে থাকা আশা থেকে আলো নিয়ে আমরা রচনা করব এমন এক সময়, যেখানে সব বাধা পেরিয়ে জীবনের গান আরও মধুর শোনাবে। নতুন বছরের প্রতি এই প্রত্যাশা যেন তার প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের পথ দেখায়, আমাদের স্বপ্নকে বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করায়।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও উন্নয়ন গবেষক

জলবায়ু সংকটে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও তারকাদের নীরবতা

আলম শাইন

জাতিসংঘের শিশু তহবিল ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রায় ২ কোটি শিশু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দুর্যোগঝুঁকির সম্মুখীন। এই প্রতিবেদনে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে বসবাসকারী শিশুদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইউনিসেফের মুখপাত্র জে জ্যাক সিমন সংবাদ সংস্থা এপিকে বলেছিলেন, ‘উপকূলীয় অঞ্চলের জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, নদীভাঙনের কারণে প্রতিদিন হাজার হাজার শিশু বড় শহরগুলোতে আশ্রয় নিচ্ছে। ফলে তারা সেখানে সব ধরনের নিপীড়নের শিকার হচ্ছে।’ উক্ত প্রতিবেদনে দুর্যোগঝুঁকির কারণ স্পষ্টভাবেই তুলে ধরা হয়েছে। আসলে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অনেক পারিপার্শ্বিকতার সম্পর্ক রয়েছে ওতপ্রোতভাবে। অনেকটাই রিসাইকেলের মতো দৃশ্যমান নয়, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণই হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, যা মূলত মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলাফল। আর সেই কর্মকাণ্ডের নজির হচ্ছে অতিমাত্রায় কার্বন নিঃসরণ। বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশগুলো যুগযুগ ধরে অতিমাত্রায় সিএফসি গ্যাস, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস নির্গমন করছে। এই বিষাক্ত গ্যাসগুলো বিভিন্নভাবে নির্গত হচ্ছে। দেখা গেছে, এর মধ্যে শিল্পকারখানা, পারমাণবিক চুল্লি নির্মাণ ও খনিজ জ্বালানির ব্যবহারই প্রধান। এ ছাড়া নির্বিচারে বন উজাড় ও নদীশাসন জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটাতে সহায়তা করছে। বন উজাড় ও নদীশাসনের জন্য শুধু শিল্পোন্নত দেশগুলো দায়ী নয়; দায়ী দরিদ্র কিংবা উন্নয়নশীল দেশগুলোও। তবে বেশির ভাগ দায় শিল্পোন্নত দেশগুলোর অতিমাত্রার কার্বন নিঃসরণের—এতে কোনো ধরনের সন্দেহ নেই। এর ফলে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরও দ্রুত ক্ষয়ে যাচ্ছে।

ওজোন স্তর হচ্ছে পৃথিবীর জন্য এক ধরনের ফিল্টার। এই ফিল্টারে ছেঁকে সূর্যের প্রায় ১ লাখ ১৫ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে বিশুদ্ধ করে পৃথিবীর জন্য ১০–৪২ (কমবেশি হতে পারে) ডিগ্রি সেলসিয়াস পাঠায়। এটি ক্ষয়ে যাওয়ার ফলে পৃথিবীর জন্য সহনীয় তাপমাত্রা পাঠাতে ব্যর্থ হচ্ছে ওজোন স্তর। তার সঙ্গে অতিবেগুনি তেজস্ক্রিয় রশ্মি চলে আসছে ভূপৃষ্ঠে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগব্যাধি দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়ে টিকতে না পেরে বিলুপ্ত হচ্ছে বিশেষ কিছু প্রাণিকুল।

যদি এমন হতো যে, এ বছরই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে, সামনের বছরগুলোতে তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকবে, তাহলে একটা ভরসা ছিল। কিন্তু সে ধরনের আশা গুড়েবালি। কার্বন নিঃসরণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রাও অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলেছে। এতে মেরু অঞ্চলের বরফের চাঁই দ্রুতগতিতে গলছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাও বাড়ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। এখানে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করে বলতে হয়—শুধু বরফগলা জলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা কিন্তু নয়; বিজ্ঞানের সূত্র বলছে, তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের আয়তনও বৃদ্ধি পায়। যেমন ফুটন্ত জলের উচ্চতা স্বাভাবিক জলের চেয়ে খানিকটা বেশি হয়। তদ্রুপ সমুদ্রের জলও উষ্ণতার কারণে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, বরফগলা জল এবং উষ্ণ জলের প্রবাহে সমুদ্রের উচ্চতা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে; প্লাবিত হচ্ছে নিম্নাঞ্চলগুলো।

আমরা জানি, ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ বিশ্বের নিচু এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যা তাৎক্ষণিকভাবে মালুম করা যাচ্ছে না। তবে ক্ষতির পরিমাণ ২০৫০ সাল নাগাদ দৃশ্যমান হবে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা আরও জানিয়েছেন, ওই সময়ের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় ১ মিটার বাড়বে, এতে বাংলাদেশ চরম হুমকির সম্মুখীন হবে। কার্বন নিঃসরণের মাত্রা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে না পারলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে এবং বরফ গলে ২১০০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা দুই মিটার বাড়তে পারে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে।

উল্লেখিত তথ্য পরিবেশবিজ্ঞানীদের গবেষণায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাদের গবেষণার ফলে বিশ্ববাসী সচেতন হওয়ার যথেষ্ট সুযোগও পাচ্ছেন। যদি সেই সুযোগ কাজে লাগানো না যায়, তাহলে পৃথিবীতে বসবাস করা আমাদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং বেঁচে থাকতে হলে আমাদের পরিবেশ বা জলবায়ু-সংক্রান্ত তথ্যগুলো উপলব্ধি করতে হবে। খনিজ জ্বালানির ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়িয়ে দিতে হবে। বিশেষ করে সৌরশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। প্রচুর বনায়ন সৃষ্টি করতে হবে। ওজোন স্তরের নিচে প্রচুর কার্বন জমেছে, সেগুলো নিঃশেষ করতে হলে গাছ লাগানো ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ নেই। একমাত্র গাছই পারে এই বিষাক্ত গ্যাস শোষণ করে নিতে। সুতরাং সমগ্র বিশ্বের মানুষকে এখনই সচেতন হতে হবে। একযোগে গাছ লাগাতে হবে বিশ্ববাসীকে। ‘ক্ষতিগ্রস্ত দেশটা আমার নয়’, এই চিন্তা পরিহার করতে হবে অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত দেশগুলোকে। বিষয়টি মাথায় রেখে সবাইকে পরিবেশ আন্দোলনে যোগ দিতে হবে। সোচ্চার হতে হবে বিশ্ববাসীকে; তবেই নিস্তার মিলতে পারে।

আরেকটি বিষয় না বললেই নয়, আমরা দেখেছি, উন্নত বিশ্বের শিক্ষার্থীরা যখন জলবায়ু পরিবর্তন রোধে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন, তখন আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা ফেসবুকে সময় কাটাচ্ছেন। বিষয়টি দুঃখজনক। বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের অনেকেই জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি এখনো পরিষ্কারভাবে বুঝতে সক্ষম হননি। শুধু শিক্ষার্থীরাই নয়, অনেক উচ্চশিক্ষিত মানুষও বিষয়টি বুঝলেও বোঝাতে সক্ষম নন। এসব তাদের অজ্ঞতার কারণেই ঘটছে। সুতরাং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে আগে সবাইকে বোঝাতে হবে। সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেই বনায়ন সৃষ্টিতে আগ্রহ বাড়বে আমজনতা ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে। এ দায়িত্ব নিতে হবে প্রচারমাধ্যমগুলোকে, নিতে হবে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদেরও। এ ছাড়া সমাজের তারকা ব্যক্তিদেরও এগিয়ে আসতে হবে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কাজ করতে।

আরেকটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করছি, আমাদের দেশের তারকা শ্রেণির যারা আছেন, তারা পরিবেশ কিংবা জলবায়ু-সংক্রান্ত বিষয়ে খুব একটা কথা বলেন না। এ বিষয়ে তাদের ভূমিকা প্রায় শূন্য। অথচ তারা সভা-সেমিনার করে দেশবাসীকে সচেতন করতে পারতেন; কিন্তু তা করছেন না। কেন করছেন না, তা অবশ্য বোধগম্য নয়। তবু আমাদের প্রত্যাশা, তারা পরিবেশ রক্ষায় সোচ্চার হবেন, দেশবাসীকে সচেতন করবেন, সামাজিক বনায়ন সৃষ্টিতে অবদান রাখবেন। তবেই তাদের তারকাখ্যাতি সার্থক হবে। এভাবে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সবাই সোচ্চার হলে সবুজ বিশ্বকে বাঁচানো সম্ভব হবে।

লেখক: কথাসাহিত্যিক, পরিবেশ ও জলবায়ুবিষয়ক কলামিস্ট।।

তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে টার্নিং পয়েন্ট?

আল্ মামুন

দীর্ঘ প্রায় দুই দশক প্রবাসে অবস্থানের পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বাংলাদেশের প্রত্যাবর্তন দেশের রাজনীতিতে নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এটি শুধু বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোনো ঘটনা নয়; বরং আসন্ন জাতীয় নির্বাচন, বিরোধী রাজনীতির ভবিষ্যৎ এবং সামগ্রিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় তৈরি করতে পারে।

বিএনপির দাবি অনুযায়ী, প্রায় ১৭–১৮ বছর পর তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে দলীয়ভাবে দেখা হচ্ছে এক নতুন সাংগঠনিক পুনর্জাগরণ হিসেবে। দীর্ঘদিন রাজনৈতিক দমন–পীড়ন ও নেতৃত্ব সংকটে থাকা দলটি তারেক রহমানের সরাসরি উপস্থিতিতে মাঠপর্যায়ে আরও সক্রিয় ও সংগঠিত হবে—এমন আশাবাদ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে নেতাকর্মীদের বক্তব্যে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একটি বড় অংশ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের মতে, দেশে যদি সত্যিকার অর্থে অবাধ, সুষ্ঠু ও দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে বিএনপি শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে ক্ষমতায় আসতে পারে। সে বাস্তবতায়, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বাংলাদেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাব্য মুখ হিসেবেই আলোচিত হচ্ছেন।

তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, এই সম্ভাবনা কোনো ব্যক্তির জনপ্রিয়তার ওপর এককভাবে নির্ভরশীল নয়। বরং নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা, প্রশাসনের নিরপেক্ষতা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা এবং ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোট দেওয়ার সুযোগ—এই বিষয়গুলোর ওপরই নির্ভর করবে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা ও ফলাফল।

বর্তমান রাজনৈতিক আলোচনায় একটি বড় প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে—নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে কোনো অদৃশ্য বা গোপন শক্তি সক্রিয় আছে কি না। বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ, অতীতের একাধিক নির্বাচনে প্রশাসনিক প্রভাব, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ব্যবহারের অভিযোগ এবং বিরোধী কণ্ঠ দমনের মাধ্যমে ভোটের ফলাফল প্রভাবিত করা হয়েছে।

সরকারপক্ষ এসব অভিযোগ বরাবরই প্রত্যাখ্যান করে আসছে এবং দাবি করছে নির্বাচন সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই পারস্পরিক অবিশ্বাসই বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সংকট এবং এটি ভোটার আস্থাকে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরাও সতর্ক করে বলেছেন—যদি রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা সীমিত হয় এবং অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ নিশ্চিত না করা যায়, তাহলে যে কোনো নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায়।

সাম্প্রতিক বিভিন্ন জরিপে ভোটার মনোভাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তা বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি জটিল কিন্তু সম্ভাবনাময় বাস্তবতা তুলে ধরে। BNP: ৪১.৩% থেকে ৪২%, জামায়াতে ইসলামী: ৩০.৩% থেকে ৩২%, আওয়ামী লীগ: ১৪% থেকে ১৮.৮%, অন্যান্য ও নতুন দল: প্রায় ৪–৫% এবং সিদ্ধান্তহীন (Undecided) ভোটার: প্রায় ৪৮.৫%।

বিশ্লেষকদের মতে, এই বিপুল সিদ্ধান্তহীন ভোটারই আসন্ন নির্বাচনের সবচেয়ে বড় গেম-চেঞ্জার। এই অংশকে যে দল কার্যকরভাবে আকর্ষণ করতে পারবে, তারাই ক্ষমতার দৌড়ে এগিয়ে যাবে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত, বিএনপি যদি সত্যিই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট ও আসন পেয়ে সরকার গঠন করতে চায়, তবে তাদের কৌশল হতে হবে বাস্তববাদী, সংখ্যাভিত্তিক ও ভোটারকেন্দ্রিক।

প্রথমত, সিদ্ধান্তহীন ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে হবে। প্রতিশোধমূলক রাজনীতির বদলে স্থিতিশীলতা, সংস্কার ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের বার্তা দিতে হবে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা—এই বিষয়গুলোকে নির্বাচনী এজেন্ডার কেন্দ্রে আনতে হবে। একই সঙ্গে ক্ষমতায় এলে রাজনৈতিক হয়রানি হবে না—এই নিশ্চয়তাও স্পষ্ট করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ভোট বিভাজন ঠেকাতে সমমনা দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা ও আসন ভাগাভাগি জরুরি। ন্যূনতম কর্মসূচিভিত্তিক ঐক্য ছাড়া অনেক আসনেই বিরোধী ভোট ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি থেকে যাবে।

তৃতীয়ত, তরুণ ভোটারদের লক্ষ্য করে বাস্তব রোডম্যাপ দিতে হবে—চাকরি, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, প্রযুক্তি ও ভবিষ্যৎ অর্থনীতির স্পষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিবাচক ও তথ্যভিত্তিক প্রচার এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সবশেষে, মাঠপর্যায়ের সংগঠন শক্ত করা অপরিহার্য—প্রশিক্ষিত পোলিং এজেন্ট, ভোটার তালিকা যাচাই, আইনগত প্রস্তুতি এবং নির্বাচনের দিন দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানোর সক্ষমতা ছাড়া শুধু জনপ্রিয়তা দিয়ে জয় নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

সব মিলিয়ে, তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত তৈরি করেছে। এটি বিএনপির জন্য যেমন একটি পুনর্গঠনের সুযোগ, তেমনি দেশের জন্যও একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও অর্থবহ নির্বাচনের সম্ভাবনা।

তবে শেষ পর্যন্ত মূল প্রশ্ন একটাই—বাংলাদেশ কি একটি সত্যিকার অর্থে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পথে এগোতে পারবে? এই প্রশ্নের উত্তরই নির্ধারণ করবে শুধু তারেক রহমানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নয়, বরং বাংলাদেশের গণতন্ত্রের দিকনির্দেশনাও।

সিনিয়র সাংবাদিক, যুক্তরাষ্ট্র

স্মৃতির পাতায় বেগম খালেদা জিয়া

আবু তাহের

বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তখন এরশাদবিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে। আমি তখন চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক নয়া বাংলার ঢাকা ব্যুরো চিফ। বয়সে তরুণ। সাংবাদিকতায় প্রতি মুহূর্তই ছিল উত্তেজনায় ভরা। প্রতিটি ঘটনার সাক্ষী হতে চাইতাম।

ধানমন্ডির ২৭ নম্বরে তখন বিএনপির অফিস। আব্দুস সালাম তালুকদার ছিলেন দলের মহাসচিব। বিএনপির নেতৃত্বে সাতদলীয় জোট, নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। সন্ধ্যার পর আমরা সাংবাদিকরা ভিড় করতাম প্রেস রিলিজ সংগ্রহ করতে। প্রিন্স ভাই তখন তরুণ। আমাদের সবার প্রিয় মুখ। বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার অফিস ছিল একটি ছোট ঘর। বাঁ পাশে রাখা ছিল সাদা রঙের একটি এনালগ ফোন—তখনকার দিনে খুব পরিচিত দৃশ্য। অনেকেই তাঁর সামনেই সেই ফোন ব্যবহার করতেন। বিশেষ করে ভয়েস অব আমেরিকার বাংলাদেশ প্রতিনিধি সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরীর কথা আলাদা করে বলতে হয়।

গিয়াস ভাই বেগম খালেদা জিয়াকে 'খালা' বলে ডাকতেন। বিভিন্ন সময় তিনি আমাকে ধানমন্ডির অফিসে পাঠাতেন। বলতেন, খালার সঙ্গে ফোনে একটু কথা বলা দরকার। ম্যাডামের ফোন থেকেই আমি বহুবার তাঁকে কথা বলতে দিয়েছি। এভাবেই ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে আমার জানাশোনা, এক ধরনের ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। এরশাদবিরোধী আন্দোলন কভার করতে গিয়ে অসংখ্য স্মৃতি জমে আছে মনে। নানা চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এরশাদকে পদত্যাগে বাধ্য হতে হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীনের নেতৃত্বে ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বিজয়ী হয় বিএনপি। ২০ মার্চ ১৯৯১—বঙ্গভবনে শপথ গ্রহণ। দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন বেগম খালেদা জিয়া। ইতিহাসের সেই মুহূর্তে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি। ভয়েস অব আমেরিকার জন্য সাক্ষাৎকার নেবেন গিয়াস কামাল চৌধুরী। গিয়াস ভাই আমার কাছে পিতৃতুল্য। বললেন, খালার সাক্ষাৎকার নেবো, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। সাক্ষাৎকারের জন্য দরকার একটি টেপ রেকর্ডার। সেটি জোগাড় করতে হলো। বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটের সিলেটি দোকান 'আল আকসা জেনারেল স্টোর'-এর মালিক ছমরু ভাই রাজি হলেন বিশাল আকারের একটি রেকর্ডার দিতে। পরদিন অটোরিকশায় করে আমরা গেলাম শহীদ মইনুল রোডের বাসায়। সেখানে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন আজকের শিল্পপতি মোসাদ্দেক আলী ফালু। অপেক্ষার পর ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। শুরু হলো সাক্ষাৎকার। সমস্যা তৈরি হলো—এই বিশাল রেকর্ডার তাঁর মুখের সামনে ধরে রাখা। কিছুক্ষণ হাতে ধরে রাখার পর আমার হাত কাঁপতে শুরু করল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি কথা থামিয়ে বললেন, 'এত ভারী জিনিস ওর হাতে?' আমি বললাম, কিছু হবে না ম্যাডাম। রেকর্ডারটি কাঁধে তুলে নিলাম। আবার তিনি থামিয়ে বললেন, 'এভাবে ওর কষ্ট হবে।' শেষ পর্যন্ত একটি চেয়ার আর মোড়ার ওপর রেকর্ডার রেখে সেই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল—আজও দৃশ্যটি চোখে ভাসে।

১৯৯২ সালে আমি যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসি। ১৯৯৯ সালে দেশে যাই, তখন বিয়ের প্রস্তুতি। গিয়াস ভাই বললেন, খালাকে দাওয়াত দিতে হবে। তখন তিনি বিরোধীদলীয় নেত্রী। মিন্টো রোডের অফিসে গিয়ে দেখা করলাম। অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। দাওয়াতটি আনন্দচিত্তে গ্রহণ করলেন। পিএসকে ডেকে বললেন, এই দাওয়াতে যেতে হবে—মনে করিয়ে দিতে।

২ এপ্রিল আমার বিয়ের দিন। তখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়, আর তিনি চারদলীয় জোটের নেত্রী। ঠিক সেই দিনই চাপাইনবাবগঞ্জে জরুরি জনসভা পড়ে যায়। তাই তিনি আসতে পারেননি। তার আগে ফোন করে নিজের অপারগতার কথা জানান। বললেন, 'তাহেরের বিয়েতে আমাদের মহাসচিব মান্নান ভুইয়াকে পাঠাচ্ছি। তিনি আমার প্রতিনিধিত্ব করবেন।' অনেকেই সেদিন শুভেচ্ছা ও দোয়া জানিয়েছিলেন। আরও অনেক স্মৃতি আছে। রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও তাঁকে সামনে এগিয়ে যেতে দেখেছি। তাঁর সঙ্গে বহু জায়গায় গিয়েছি। কিন্তু কখনো কাউকে অসম্মান করে কথা বলতে শুনিনি।

আজ বেগম খালেদা জিয়া নেই। কিন্তু স্মৃতিগুলো ফিরে ফিরে আসে। মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া— হে রহমানুর রহীম, তাঁর সব মানবীয় ত্রুটি ক্ষমা করে দিন। তাঁকে বেহেশতের উচ্চতম আসনে আসীন করুন। আমিন।

সম্পাদক, বাংলা পত্রিকা

শিশুর সেপারেশন অ্যাংজাইটি : বাবা-মায়ের করণীয়

সেপারেশন অ্যাংজাইটি বলতে ঘর থেকে দূরে থাকা বা এমন কোনো ব্যক্তির (বিশেষ করে বাবা-মা) কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নিয়ে উদ্বেগকে বোঝায়, যার প্রতি শিশুটি মানসিকভাবে গভীরভাবে আসক্ত। এটি প্রায় সব শিশুর মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। তবে কিছু কিছু শিশুর ক্ষেত্রে, এই বিচ্ছেদজনিত উদ্বেগ যদি তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং যদি শিশুর বয়স এবং তার বিকাশের স্বাভাবিক স্তরের তুলনায় অনেক বেশি প্রবল হয়ে ওঠে, প্রতিদিনের স্বাভাবিক কাজকর্মে মারাত্মক সমস্যা করে; তখন এটি সেপারেশন অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

ম্যায়ো ক্লিনিক এর তথ্য অনুযায়ী, সেপারেশন অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার এর লক্ষণগুলি হলো:

•তীব্র মানসিক যন্ত্রণা: বাড়ি থেকে দূরে থাকলে বা প্রিয়জনদের থেকে আলাদা হওয়ার কথা চিন্তা করলে বারবার এবং প্রচণ্ড মানসিক কষ্ট হওয়া। এর মধ্যে সমবয়সী অন্য শিশুদের তুলনায় অনেক বেশি সময় ধরে জেদ করা বা প্রিয়জনকে আঁকড়ে ধরে রাখার প্রবণতা দেখা যেতে পারে।

•প্রিয়জনকে হারানোর ভয়: অসুস্থতা, মৃত্যু বা কোনো দুর্যোগের কারণে বাবা-মা বা প্রিয়জনকে হারানোর বিষয়ে সারাক্ষণ তীব্র দুশ্চিন্তা করা।

• বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়: হারিয়ে যাওয়া বা অপহৃত হওয়ার মতো খারাপ কিছু ঘটার সার্বক্ষণিক দুশ্চিন্তা, যা প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ হতে পারে।

• ঘর থেকে বের হতে অনীহা: বিচ্ছেদের ভয়ে বাড়ি থেকে দূরে কোথাও যেতে না চাওয়া বা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা।• একা থাকতে ভয়: যে বয়সে একা থাকা স্বাভাবিক, সেই বয়সেও বাড়িতে একা থাকতে না চাওয়া বা প্রিয়জনকে ছায়ার মতো অনুসরণ করা।

- ঘুমানোর ক্ষেত্রে সমস্যা: প্রিয়জনকে ছাড়া ঘুমাতে যেতে রাজি না হওয়া কিংবা বাড়ির বাইরে কোথাও রাত কাটাতে অস্বীকার করা।
- দুঃস্বপ্ন দেখা: বিচ্ছেদ বা বিচ্ছিন্ন হওয়া নিয়ে বারবার দুঃস্বপ্ন দেখা।
- শারীরিক উপসর্গ: প্রিয়জনের কাছ থেকে আলাদা হওয়ার সময় বা তার আগে বারবার মাথাব্যথা, পেটব্যথা বা অন্যান্য শারীরিক সমস্যার অভিযোগ করা।
- প্যানিক অ্যাটাক: এই ডিসঅর্ডারের সাথে প্যানিক অ্যাটাকও হতে পারে, যা হলো হঠাৎ শুরু হওয়া তীব্র ভয় বা উদ্বেগের একটি পর্যায় যা কয়েক মিনিটের মধ্যে চরমে পৌঁছায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সেপারেশন অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার এর কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে: বাবা-

মায়ের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ, পরিবার বা কোনো নিকটাত্মীয়, বন্ধু বা পোষা প্রাণীর মৃত্যু, বাসস্থান পরিবর্তন করে নতুন কোনো এলাকায় যাওয়া, বাসস্থান পরিবর্তন করে নতুন কোনো এলাকায় চলে যাওয়া..ইত্যাদি। তবে, সেপারেশন অ্যাংজাইটি থেকে ডিসঅর্ডারে রূপ নেওয়ার ক্ষেত্রে জেনেটিক্স বা বংশগতিও একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। বাবা মা বা রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে যদি উদ্বেগের লক্ষণ বা কোনো উদ্বেগজনিত ব্যাধি থাকে, কিংবা শিশু যদি কোনো ধরনের দুর্যোগ বা মানসিকভাবে আঘাতমূলক জীবনস্মৃতি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়, তবে সেপারেশন অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

বাবা মা হিসাবে আপনি যা করতে পারেন: সেপারেশন অ্যাংজাইটি সাধারণত দুই বা তিন বছর বয়সে শুরু হতে পারে এবং সময়ের সাথে সাথে চলেও যায়। তবে ৬ মাস বয়সের পর পরই একটি শিশু তার মায়ের অনুপস্থিতিতে কান্নার মাধ্যমে বিচ্ছেদের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে। যদি লক্ষণগুলো শিশুর বিকাশের স্তরের তুলনায় অনেক বেশি তীব্র হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি।

বাবা-মায়ের পক্ষে শিশুর উদ্বেগ পুরোপুরি মুছে ফেলা সম্ভব নয়, তবে ছোট এবং ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াটি অনেক বেশি সহনীয় করা যায়।

আপনি যখন বাইরে যাবেন, বিশ্বস্ত কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কাছে শিশুকে খুব অল্প সময়ের জন্য রেখে যাওয়ার অভ্যাস শুরু করুন এবং ধীরে ধীরে এই সময়টি বাড়ান।

বিদায়ের জন্য একটি আলিঙ্গন, একটি নির্দিষ্ট কথা বলা বা হাত নাড়ানোর রুটিন করুন এবং প্রতিবার সেটিই অনুসরণ করুন। মনে রাখবেন, শিশুকে না বলে চুপিচুপি চলে গেলে তার মনে অবিশ্বাস তৈরি হয়, যা পরবর্তী বিচ্ছেদকে আরও কঠিন করে তোলে। আপনার অনুপস্থিতিতে শিশুর পছন্দের কোনো খেলনা, পুতুল বা পরিবারের ছবি তাকে মানসিক প্রশান্তি ও আপনার সাথে সংযোগের অনুভূতি দিতে পারে। ছোট শিশুদের রুটিন বোঝাতে ছবি ব্যবহার করুন, যেখানে আপনি কখন যাচ্ছেন এবং কখন ফিরবেন তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

এছাড়া, শিশুরা তখন সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় যখন বড়রা তাদের অনুভূতিকে গুরুত্ব দেয় এবং তাদের সক্ষমতার ওপর আস্থা প্রকাশ করে। আপনি কোথায় যাচ্ছেন এবং আপনার অনুপস্থিতিতে কে তার যত্ন নেবে, তা সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করুন। শিশুকে জানান যে আপনাকে মিস করা বা একটু ঘাবড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, তবে একইসাথে সে যে নিরাপদ আছে সেই আশ্বাসও দিন। আপনি নেই-এই চিন্তার বদলে আপনি না থাকা অবস্থায় সে কী কী করবে (যেমন: খেলাধুলা, নাস্তা বা গল্প শোনা), সেগুলোর ওপর মনোযোগ দিন। শিশুকে তার ভয় বা দুশ্চিন্তার কথা বলতে উৎসাহিত করুন এবং লম্বা বা জটিল প্রতিশ্রুতির বদলে শান্তভাবে তাকে আশ্বস্ত করুন।

বাবা-মায়ের বিবাহবিচ্ছেদ বা প্রিয়জনের মৃত্যুর মতো কঠিন বিষয়গুলো নিয়ে শিশুর সাথে বয়সোপযোগী আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে তাদের মনের ভয় ও রহস্য দূর হয়। এ ক্ষেত্রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা না বলে তাদের বয়স অনুযায়ী সহজ শব্দ ব্যবহার করুন, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি যেন হয় সহমর্মিতাপূর্ণ, শান্ত এবং স্পষ্ট। 'ঘুমিয়ে আছে' বা 'দূরে গেছে' না বলে শান্তভাবে বুঝিয়ে বলুন যে শরীর কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে এবং তিনি আর ফিরবেন না। 'বাবা-মা আর একসাথে থাকবেন না'- এই কঠিন সত্যটি সরাসরি বলুন, তবে অবশ্যই শান্ত কণ্ঠে এবং বলুন যে, "বাবা মা আলাদা থাকলেও তোমাকে ভালোবাসার জন্য আমরা একসাথে আছি।"

পরিবারের বড় কোনো পরিবর্তনে শিশুরা প্রায়ই নিজেদের অপরাধী মনে করে। তাদের বারবার মনে করিয়ে দিন: "এতে তোমার কোনো ভুল নেই।"

শিশুকে কাঁদতে দিন বা রাগ প্রকাশ করতে দিন। তাদের বলুন যে দুঃখ পাওয়া বা মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। তাদের প্রশ্ন করার সুযোগ দিন এবং ধৈর্য ধরে উত্তর দিন।

অনিশ্চয়তা শিশুকে ভীত করে। বিচ্ছেদ হলে তারা কার সাথে থাকবে, মৃত্যু হলে প্রতিদিনের জীবনে কী পরিবর্তন আসবে, তা তাদের বুঝিয়ে বলুন। জীবনযাত্রায় যতটা সম্ভব স্থিতিশীলতা বজায় রাখার চেষ্টা করুন।

সবশেষে, তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সঙ্গ দিন। জড়িয়ে ধরা, পাশে বসে গল্প করা বা কেবল তাদের কথা শোনাও এই সময়ে অনেক বড় ওষুধ হিসেবে কাজ করে।

ওজন কমানোর ৯টি স্বাস্থ্য উপকারিতা

বেশিরভাগ মানুষই বোঝেন যে একটি স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা অপরিহার্য। কিন্তু ওজন কমানোর সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্য উপকারিতাগুলো সম্পর্কে সবাই হয়তো জানেন না। ওজন কমানোর এই উপকারিতাগুলি জানা থাকলে তা ওজন কমানোর প্রক্রিয়ায় আপনাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

ওজন কমানোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য উপকারিতাগুলো হলো:

১. হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি: অতিরিক্ত ওজন আপনার হৃৎপিণ্ডকে শরীরের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালনে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য করে। ওজন কমালে ধমনীর উপর চাপ কমে এবং হৃৎপিণ্ডের ওপরের চাপ হ্রাস পায়। এটি আপনার খারাপ 'লো ডেনসিটি লিপোপ্রোটিনস' কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতেও সাহায্য করে।

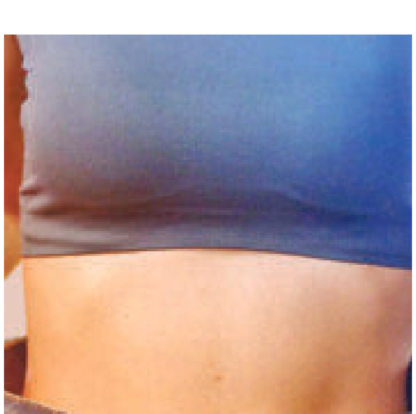

২. টাইপ ২ ডায়াবেটিসের উন্নতি: টাইপ–২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা যখন ওজন কমানোর চেষ্টা করেন, তখন সাধারণত তাদের ইনসুলিন সংবেদনশীলতা উন্নত হয়। কারণ অতিরিক্ত চর্বি প্রদাহ সৃষ্টি করে, যা ইনসুলিনের কাজ অর্থাৎ রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ বাধাগ্রস্ত করে। মাত্র ৫ শতাংশ ওজন কমালেও আপনি এই উন্নতি দেখতে পাবেন।

৩. স্ট্রোকের ঝুঁকি হ্রাস: ওজন কমালে কেবল হৃৎপিণ্ডের ওপর চাপই কমে না, রক্তনালীগুলির ওপরও চাপ কমে, যার ফলে রক্ত জমাট বাঁধার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

৪. নির্দিষ্ট কিছু ক্যান্সারের ঝুঁকি হ্রাস: চিকিৎসকদের মতে, আপনার ওজন যত কমবে, প্যানক্রিয়াস, কিডনি, স্তন (বিশেষ করে মেনোপজ-পরবর্তী নারীদের), এন্ডোমেট্রিয়াল এবং লিভার ক্যানসারসহ বিভিন্ন রোগের ঝুঁকিও তত হ্রাস পায়।

৫. চলাফেরার ক্ষমতা বৃদ্ধি: ওজন কমালে আপনার হাঁটু এবং অন্যান্য জয়েন্টগুলির উপর চাপ কমবে। সামান্যতম ওজন হ্রাসও জয়েন্টের ব্যথা কমায় এবং চলাফেরা সহজ করে তোলে। এতে ব্যায়াম করার উৎসাহ বাড়ে, যা ওজন কমানোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখে এবং ফিটনেস আরও বৃদ্ধি করে।

৬. ঘুমের উন্নতি এবং শক্তি বৃদ্ধি: অতিরিক্ত ওজনের ব্যক্তিরা প্রায়শই স্লিপ অ্যাপনিয়াতে ভোগেন-যেখানে গলায় অতিরিক্ত চর্বি জমে শ্বাস নেওয়া কঠিন হয়, ফলে রাতে বারবার ঘুম ভেঙে যায়। ওজন কমালে সমস্যাটি পুরোপুরি দূর না হলেও, ঘুমের মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়। ফলস্বরূপ, দিনে শক্তি ও কর্মক্ষমতা বেড়ে যায়।

৭. যৌন আকাঙ্ক্ষা বাড়াতে পারে: বিশেষজ্ঞদের মতে, ওজন কমানোর ফলে হরমোনের পরিবর্তন ঘটে, যা আপনার লিবিডো বা যৌন আকাঙ্ক্ষা বাড়াতে পারে।

৮. স্বাদের অনুভূতি বৃদ্ধি: যদিও কারণটি পরিষ্কার নয়, তবে দেখা দেখা গেছে যে ওজন কমালে অনেকেরই খাবারের স্বাদ আরও তীক্ষ্ণভাবে অনুভূত হয়। এর ফলে, আপনি খাবারের পরিমাণ কমিয়েও একই রকম উপভোগ করতে পারেন।

৯. আত্মসম্মান বৃদ্ধি: ওজন কমানোর সব সুবিধা শারীরিক নয়। নিজের সম্পর্কে আপনার অনুভূতিতে আসা পরিবর্তনগুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নিজেকে ফিট রাখা আত্মমর্যাদা এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে।

তবে মনে রাখা জরুরি, যাদের ওজন বৃদ্ধি কোনো চিকিৎসাজনিত অবস্থার (যেমন থাইরয়েড সমস্যা, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা বা নির্দিষ্ট ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া) কারণে হয়, তাদের ক্ষেত্রে ওজন কমানোর প্রক্রিয়া ভিন্ন হতে পারে। সেক্ষেত্রে কোনো খাদ্যাভ্যাস বা ব্যায়াম শুরু করার আগে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা এন্ডোক্রিনোলজিস্টের পরামর্শ নেওয়া অপরিহার্য। মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ওজন ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি অন্তর্নিহিত চিকিৎসাজনিত সমস্যাটির সমাধান করা।

বিষাক্ত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পন্ন ৮টি ফল ও সবজি

উদ্ভিদরা টিকে থাকার জন্য নানা বুদ্ধিদীপ্ত উপায়ে নিজেকে রক্ষা করে। কেউ পরাগায়নকারীদের আকর্ষণ করে বংশবৃদ্ধি করে, কেউ বাতাস বা জলের সাহায্যে বীজ ছড়ায়, আবার কেউ শিকারিদের থেকে বাঁচতে বিষাক্ত রাসায়নিক তৈরি করে। গবেষকেরা সতর্ক করেছেন—সব প্রাকৃতিক খাবারই নিরাপদ নয়, কারণ অনেক উদ্ভিদ নিজেদের সুরক্ষার জন্য ক্ষতিকর উপাদান তৈরি করে, যা মানুষের শরীরের জন্যও ক্ষতিকর হতে পারে। ওরেগন হেলথ অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটির নিউরোলজি এবং অকুপেশনাল হেলথ সায়েন্সেসের অধ্যাপক পিটার স্পেন্সার সিএনএন-কে বলেন, "আমরা এমন সব ফল ও সবজি খাচ্ছি যাতে সম্ভাব্য ক্ষতিকর উপাদান থাকতে পারে।"

'ট্রিহাগার'-এর প্রাক্তন সিনিয়র এডিটোরিয়াল ডিরেক্টর ও 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' এর লেখক মেলিসা ব্রেয়ার, সতর্ক করেছেন যে নিচে উল্লিখিত ফল ও সবজিগুলো খাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ সচেতন থাকা জরুরি।

১. লিচু: লিচু অনেকের প্রিয় ফল, তবে লিচু যখন অপরিণত বা কাঁচা থাকে, তখন এতে থাকা টক্সিন রক্তে শর্করার পরিমাণ অস্বাভাবিক কমিয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে যারা পুষ্টিহীনতায় ভুগছেন, তাদের জন্য এই টক্সিন জ্বর থেকে শুরু করে এনসেফালোপ্যাথি (মস্তিষ্কের রোগ) এমনকি মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ভারতে প্রতি বছর শিশুদের রহস্যজনক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে গবেষকরা দেখেছেন যে, বাগান থেকে সারাদিন ধরে কাঁচা লিচু খাওয়াই ছিল এর মূল কারণ।

২. কাঁচা কাজু বাদাম: কাঁচা কাজু বাদামে ইউরুশিওল নামক একটি নির্যাস থাকে, যা পয়জন আইভি গাছের তীব্র চুলকানিসৃষ্টিকারী উপাদানটিও বটে। এটি ত্বকে মারাত্মক র‍্যাশ তৈরি করতে পারে এবং পেটে গেলে বিষক্রিয়া ঘটাতে পারে। তবে "কাঁচা" লেখা কাজুবাদাম খেলে কোনো সমস্যা হয়না, কারণ বাজারে বিক্রি হওয়া সব কাজুবাদাম আসলে খোসা ছাড়ানোর সময় তাপ দিয়ে সেদ্ধ করা হয়। এগুলি কেবল "কাঁচা" লেখা হয় কারণ এগুলো পরবর্তী পর্যায়ে ভাজা বা অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত করা হয় না।

৩.অ্যাকি: জামাইকার জাতীয় ফল 'আকি'-তে লিচুর মতোই হাইপোগ্লাইসিন নামক এক ধরনের বিষাক্ত উপাদান থাকে। পশ্চিম আফ্রিকার এই ফলটি সম্পর্কে স্থানীয়রা সচেতন এবং তারা কখনোই এটি কাঁচা বা আধপাকা অবস্থায় খায় না। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক শিশু এই বিপদের কথা জানে না, ফলে অপরিপক্ক অ্যাকি খেয়ে তারা সহজেই বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে।

৪. কাসাভা: আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং এশিয়ার বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রধান খাদ্য এই কাসাভা। কিন্তু এটি সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত না করলে হাইড্রোজেন সায়ানাইড নির্গত হতে পারে। এটি থাইরয়েড হরমোন এবং মস্তিষ্কের নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণকারী অংশের ক্ষতি করে, এমনকি স্থায়ী পক্ষাঘাতের কারণ হতে পারে।

৫. কামরাঙা: কিডনি রোগীদের জন্য কামরাঙা মোটেও ভালো কিছু নয়। এতে ক্যারামবক্সিন নামক একটি নিউরোটক্সিন থাকে যা সুস্থ কিডনি সহজেই শরীর থেকে বের করে দিতে পারে। কিন্তু যাদের কিডনির কার্যকারিতা কম বা কিডনি রোগ আছে, তাদের শরীরে এই টক্সিন জমতে থাকে এবং এর ফলে হেঁচকি ওঠা, বমি, মানসিক বিভ্রান্তি থেকে শুরু করে দীর্ঘস্থায়ী মৃগীরোগের মতো খিঁচুনি, কোমা এবং মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

৬. শাঁসযুক্ত ফলের বীজ বা স্টোন ফ্রুট পিটস: চেরি, চেরি, আপ্রিকট, প্লাম ও পিচের মতো কিছু স্টোন ফ্রুটের গুটির ভিতরে লুকিয়ে আছে সায়ানোজেনিক যৌগ—যা সায়ানাইড তৈরি করতে পারে! বীজটি আস্ত গিলে ফেললে তা শরীরের ভেতর দিয়ে কোনো সমস্যা ছাড়াই বেরিয়ে যায়। কিন্তু বীজটি যদি চিবিয়ে বা গুঁড়ো করে খাওয়া হয়, তবে বিপদ হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এক বসায় বড়দের তিনটির বেশি ছোট অ্যাপ্রিকট বীজ খাওয়া অনিরাপদ, আর শিশুদের জন্য মাত্র একটি বীজই বিষক্রিয়ার ঝুঁকি তৈরির জন্য যথেষ্ট।

৭. আলু: আমরা সাধারণত খাবার অপচয় করতে নিষেধ করি, কিন্তু আলুর ক্ষেত্রে কিছুটা অপচয় করাই ভালো। যদি আলুর ত্বক সবুজ হয়ে যায় বা এতে অঙ্কুর গজায়, তবে সেটি এড়িয়ে চলুন। এতে সোলানিন নামক বিষাক্ত উপাদান বেশি থাকে। যদিও গুরুতর অসুস্থ হতে প্রচুর পরিমাণে সবুজ আলু খেতে হবে, তবুও সতর্ক থাকা জরুরি।

৮. কাঁচা কিডনি বিনস: কাঁচা কিডনি বিনস খেতে খুব একটা সুস্বাদু নয়। তবে যারা আগুনের তাপ ছাড়া খাবার খাওয়ার ডায়েট করেন, তারা অনেক সময় এটি খাওয়ার চেষ্টা করেন। লাল কিডনি বিনসে উচ্চ মাত্রার ফাইটোইমাগ্লুটিনিন থাকে। যদিও রান্না করলে এই বিষ নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু মাত্র এক মুঠো কাঁচা বিনস শরীরের ভারসাম্য নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। তবে স্বস্তির বিষয় হলো, এর বিষক্রিয়া থেকে দ্রুত সুস্থ হওয়া যায়।

মূলক, উপরের তথ্যগুলো আপনাকে ভয় দেখানোর জন্য নয়, বরং সতর্ক করার জন্য। উদ্ভিদ আমাদের খাবারের প্রধান উৎস, তাই নিয়ম মেনে এবং সতর্ক থেকে এগুলো প্রচুর পরিমাণে খাওয়া চালিয়ে যান।

ওসমানীর রক্তচক্ষু

দেওয়ান নাসের রাজা

অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শুরু হয়েছিল
দুর্বার আন্দোলন। অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হলো
যুবকের দেহ ভেসে গেল মেঘনার ঢেউয়ে
রক্তে ভিজে সমস্ত বাংলার মাটি।

মানুষে মানুষে ছিলো আকাশ পাতাল ব্যবধান
হাওরের জলে লাল পদ্ম সূর্যের আলোয়
উজ্জ্বল দেখাত। কৃশকায় কৃষক হেঁটে যেত
আলপথ ধরে। চারদিকে ক্ষুধার্তের চিৎকার।

তারপর এলো স্বাধীনতার ঘোষণা। লক্ষ লক্ষ
কৃষক, শ্রমিক ঝাঁপিয়ে পড়লো যুদ্ধে
হানাদার পালিয়ে বাঁচলো।

সেই যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল---কবে!
লক্ষ লক্ষ যুবক শহিদ হয়েছিল
সেই যুদ্ধ নদীর স্রোতের মতো
বয়ে চলছে নিরবধি।

এখনও বসে আছি কথার মালা ঠোঁটে
আমরা ক'জন। শুধু কতিপয় যুবক চলছে
একাত্তরের যুদ্ধের স্মৃতি নিয়ে লুটেরার বিরুদ্ধে
ক্রমাগত চলছে তাদের সংগ্রাম

জেনারেল ওসমানীর রক্তচক্ষু ঈগলের চোখের
মতো ছিল লাল
একাত্তর--মনে পড়ে যায়।

ওসমান হাদি

রুদ্র সাহাদাৎ

যুগে যুগে দেশে দেশে কোনো বিপ্লবীর
মৃত্যু নেই -
প্রস্তান মানেই মৃত্যু নয়
চেয়ে দ্যাখো মেঠোপথ রাজপথ জুড়ে
লক্ষ কোটি ওসমান হাদি-
প্রিয় ভাই আমার
শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত চারদিক
অধিকার আদায়ে চিরচেনা মুখ
হৃদয়জুড়ে হয়ে গেছে আঁকা...!

তোফায়েল তফাজ্জল

বেঁকে যায়

বাতাস, নদীর স্রোতকে যেমন
দমন-পীড়ন চালিয়েও রাখা যায় না দমিয়ে,
ক্ষমতার তরবারি দেখালে
বেঁকে যায় গমনাগমন,
নিজেদের অবস্থান জানায়, হিতের বিপরীতে;
ঠিক সেরকম জনদাবি -
প্রতারণা, গাঁজাখুরি-বোঝ
বাসি-ভেজালে থামাতে চাইলে
বা বাধার ঢাল হয়ে অগ্রসর হলে
মুষ্টি থেকে বের হয়ে যায় নিয়ন্ত্রণ,
হয়ে ওঠে বিস্ফোরণ।
বাঁধ, ব্যারিকেড, রক্তচক্ষু,
উত্তেজনাময় গুলিবুলিকেও বাঁ হাত দেখিয়ে
রাজপথে বারুদ হয়ে ফোটে প্রতিবাদ,
তাজা রক্ত বিলিয়ে দিতেও
ভাবে না একটিবার, ভোগে না কুণ্ঠায়।

স্বৈরাচারতন্ত্র

সৌমেন্দু লাহিড়ী

যা কিছু দ্যাখো রও চুপচাপ,
নইলে কর মৃত্যুবরণ ;
এটিই হল স্বৈরাচারের
বিশেষরকম ভীষণ ধরন।

তবুও মানুষ করে প্রতিবাদ
একজোট হয়ে তারা আমরণ,
ইতিহাস একেই বলে বিপ্লব ;
মনের ক্ষোভের মহাআলোড়ন।

শহীদদের মৃত্যু নেই

ইফতেখার রবিন

মৃত্যু যেদিন মাথা নত করে
একটি নামের উচ্চারণে—
সেদিন জন্ম নেয়
ওসমান হাদীর মতো মানুষ।

শাহাদাতের তৃষ্ণা
তাদের রক্তে লেখা থাকে।
ভয়, দ্বিধা, সংশয় ছুঁতে পারে না—
তারা জীবনকে তুলে দেয়
শহীদি আলোয়।

মাতৃগর্ভ থেকেই
যারা রক্তের ভাষা বোঝে,
ভূমিতে নামার আগেই
যাদের চোখে জ্বলে ওঠে প্রতিরোধ।

তাদের প্রতিটি শব্দ ইতিহাস,
প্রতিটি পদচারণা দ্রোহ।
এক হাদীর রক্তে
কোটি তরুণের মুষ্টি শক্ত হয়,
রাজপথ জেগে ওঠে আগুনে।

শহীদদের মৃত্যু নেই—
ওসমান হাদীরা কখনো মরে না।

বিপত্নীক কবিতা

তুহীন বিশ্বাস

বর্ণমালায় গাঁথা শব্দের কাব্যকলার সংসার
মিল, অমিল কিংবা অন্তমিলের প্রভাব বিস্তার,
সাজানো-গোছানো ছান্দসিক অথবা নান্দনিক
বিচিত্র জীবনের কৌশলগত পরিকল্পনা চিত্রায়ণ।

ইদানীং কবিতারা স্বজ্ঞান হারিয়ে বিপথে হাঁটে
স্বেচ্ছায় নয়তো প্রভাবিত স্বার্থের লোভাতুর নেশায়,
বর্ণমালার অপব্যবহারে অপমানিত হয় শিরোনাম
বিশিষ্টতার তকমায় মদ্যপ কবি কলুষিত করে ধাম।

কবিতা আজ বিপত্নীক পুরুষের মতোই অসহায়
একাডেমির অভিধানে মরিচাধরা পৃষ্ঠা জড়োসড়ো,
শিল্পকলায় শিল্পের অভিমান অভিযোগের পাহাড়
স্বর্গীয় কবিতাগুলো হতাশাগ্রস্ত বর্তমান দৈন্যতায়।

স্মৃতির সার্কিট ব্রেকার

ইসলাম মুহাম্মদ তৌহিদ

নিশ্চুপ তারার নিচে, মস্তিষ্কের ভেতর এক পুরনো
বিদ্যুৎঘর -
যেখানে সময়ের কয়েল ঘুরে ঘুরে পুড়ে যায় নিজস্ব ছায়ায়।

বুকের গভীরে ঝুলে থাকা আদিম সুইচ —
হঠাৎ স্পার্কে স্মৃতির পুনর্জন্ম!
স্মরণ এক ধরনের পাপ
যা আলোকে জ্বালায়, নিজেকে ছাই করে দেয়।

ঐশ্বরিক অ্যালগরিদমে আটকানো আমরা সবাই
একেকটা সার্কিট —
যেখানে প্রেম কেবল এক বৈদ্যুতিক ত্রুটি, আর ভুলে যাওয়া
মানে -সিস্টেম রিস্টার্ট।

অঙ্গার ও আয়না

এইচ বি রিতা

বিকেলের মরা রোদে কোনো শব্দ নেই, শুধু এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। অথচ মানুষেরা
আজ মানুষের চেয়েও বেশি
চেনা -আগুনের গোল গোল চোখে;
বিচার কি কেবলই তপ্ত আঙুল? নাকি কোনো গোপন অন্ধকারের জিঘাংসা- যা শব্দের
ওপর পাথর চাপিয়ে দিতে জানে অনায়াসে, নির্ভুল নিশানায়...
আমরা কি তবে সভ্যতার সেই আদিম গহ্বর থেকে ফিরে আসিনি আজও-যেখানে
নখের নিচে রক্তের গন্ধ লেগে থাকে -পৌরুষের ভুল সংজ্ঞায়?
মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরনে আজ কেবলই ধোঁয়া, আর বিবেকের জানলায় কালো পর্দা
-এখানে মগজগুলো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে এক দগ্ধ সার্কাসের অপেক্ষায়।
উন্মত্ত হাতগুলো যখন আগুন তুলে নেয়, তারা ভুলে যায় দহনের ব্যাকরণ, যে
আগুনে পুড়ে যায় আইন, পুড়ে যায় আধুনিকতার মেকি সব তকমা;
খবরের কাগজের কোণে একটু জায়গা হবে কি- যেখানে ছাইয়েরা কথা বলবে? নাকি
আমরা সবাই একযোগে অন্ধ হবো, অন্য এক সিস্টেমের রিস্টার্টে?
এই যে আগুনের শিখা, সে তো কোনো জাদুমন্ত্র নয়-
স্রেফ এক পৈশাচিক উৎসব, যেখানে বাতাস ভারী হয়ে আছে কারো পোড়া গন্ধে,
ঝলসানো মাংসের বিভীষিকায়;
সভ্যতার পাণ্ডুলিপিতে আজ এক কালো দাগ, যা মুছে ফেলা যায় না কোনো তর্কে -
কেননা সেখানে দগ্ধ হতে হতে আজ বড় বেশি একা পড়ে আছে; দীপু চন্দ্র দাস।

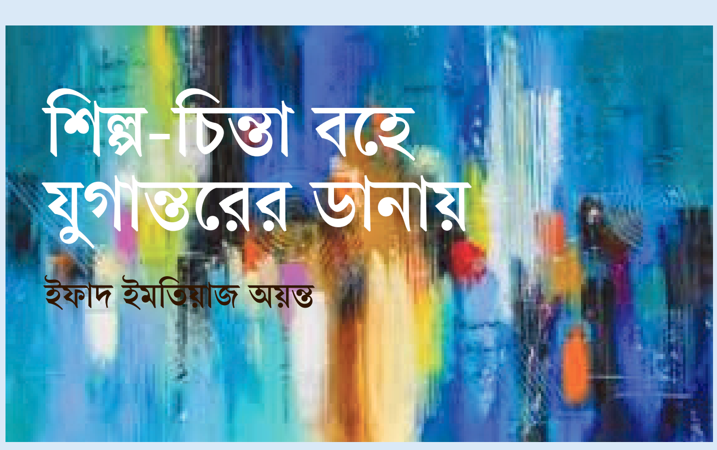

শিল্প-চিন্তা বহে যুগান্তরের ডানায়

ইফাদ ইমতিয়াজ অয়ন্ত

মানুষ হীনে শিল্পের আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। শিল্প ও মানুষ এক নিরবচ্ছিন্ন সত্তা। মানুষকে ভিত্তি করে গড়ে উঠে শিল্প। ঠিক মানুষ শুধু নয়, মানুষের আবেগ অনুভূতি আর অনুভবই হচ্ছে শিল্পের অবয়ব। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই শিল্পকে তৈরি করে। অথবা মানুষের অনুভূতির প্রকাশে শিল্প তৈরি হয়ে যায়।

মানুষ তার নিজের অনুভূতি কখনোই একেবারে একা নিজের ভেতর বয়ে বেড়াতে পারে না। ভেতর থেকে প্রকৃতির নিয়মেই তীব্র বেগে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের মত তা উদগীরণ হয়ে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হতে চায়।প্রকৃতির এই চাওয়াকে মানুষ রুখতে পারে না। হয়তবা রুখতে চায় না। শিল্পবোধের নির্মানে সে অনুভূতি মানুষের বেঁচে থাকার রসদ হয়ে শিল্পের মাঝে প্রসার হয় ও বেঁচে থাকে। শিল্প তাই ব্যক্তি সত্তাকে অতিক্রম করে, অতিক্রম করে যুগের সীমানা, মিলে যায় মহাকালের অক্ষয় স্রোতে।

পৃথিবীর জলবায়ুর বিবর্তনে প্রকৃতি বদলে যেতে যেতে কখনও হয়তো তার মূল হারিয়ে ফেলে। কিন্তু শিল্পকে বিশ্লেষণ করলে শিকড়ের সাথে তার যোগসূত্র আর সৃষ্টির ধারা আঁচ করতে পারা যায়। তবে তা বিস্তর ভাবানুশীলনের দ্বারা সম্ভব। শিল্পকে অনুধাবনে শিল্পের শরীরে প্রবেশ প্রয়োজন।প্রয়োজন নিমগ্ন চিত্তের।

শিল্প নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তা ঠিক অল্প কিছু লাইনের মাধ্যমে শেষ করার নয়।এই আলাপ বিষদ।তারপরও সব কিছুতেই একটা পর্যায়ে গিয়ে আমাদের সীমারেখা টানতে হয়, সিদ্ধান্তের কাছে নতজানু করতে হয় চিন্তাকে। তাই কয়েকটা লাইনেই শিল্প সম্পর্কে কিছু ভাবনা প্রকাশ করতে বসা। তো যাই হোক, প্রথমে একটি প্রশ্ন দিয়ে আলোচনায় যেতে চাই যে,আসলে শিল্প কী? কারো কারো মতে শিল্প শুধুই একটি বিনোদন মাধ্যম।কেউ কেউ একে মনশুদ্ধিকরণের উৎকৃষ্ট পন্থা হিসেবে ভাবেন। কারো মতে আবার স্বরূপ চেনার উপায়। এসকল ব্যাখ্যা গুলোকে আমরা মোটা দাগে বেসিক আত্মোন্নয়ণ মূলক ব্যাখ্যা হিসেবে ভাবতে পারি। কিন্তু কোনো কার্যকে একটি পেশাদারিত্বের চেহারায় বসাতে গেলে প্রয়োজন তার পেছনে একটি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। শিল্পের ক্ষেত্রেও এ প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সে হিসেবে শিল্পকে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে লাগে এর আন্তর্জাতিকতা ও বৈজ্ঞানিকতা।প্রথমে শিল্পের আন্তর্জাতিকতাটা একটু বোঝা দরকার। শিল্প মূলত একটি জাতির সংস্কৃতির সারসংক্ষেপ হিসেবে কাজ করে। একটি জাতির সাংস্কৃতিক গঠনের সাথে যে বিষয়টি নাড়ির বাঁধনে বাঁধা থাকে তা হলো চিন্তা। এবার চিন্তার সাথে শিল্পের সম্পর্কটা কী তা একটু বিশ্লেষণ করা দরকার।

মানুষের মধ্যে চিন্তা বিস্তারের পূর্বে তার মধ্যে কাজ করে প্রবৃত্তি এবং এই প্রবৃত্তির সাথে জড়িয়ে থাকে তার অনুভূতি। পরবর্তিতে এই প্রবৃত্তি আর অনুভূতির এক মিশেল ভাবাবেশে বিকাশ ঘটে চিন্তার। এই প্রবৃত্তিগত যে সূক্ষ্ম অনুভূতি তার মধ্যেই একটু একটু করে বেড়ে উঠে শিল্প। শিল্পের প্রাথমিক উপাদান বিরাজ করে মানুষের মধ্যেই। এই শিল্পের নিদর্শণ মানুষের মধ্যে ফুটে উঠে ক্ষণে ক্ষণে যখন সুখ দুঃখের টানাপোড়েন তার চিন্তা ছাপায়ে যায়। সন্তান হারানোর শোক মায়ের চিন্তা ছাপায়ে গেলে তার কণ্ঠে ভেসে আসে বিলাপের ধ্বনি, যার মধ্যে নিহিত থাকে তাল, লয়, সুর। এই তাল, লয় তাকে শিখিয়ে দেয়না কোনো উস্তাদ বা কোনো প্রতিষ্ঠান। জন্মের পর প্রথম শিশু পৃথিবীর বুকে যখন কাঁদে সেই কাঁদনে থাকে তাল, একই সাথে মৃত্যুর পর কালেমা বা হরিবল ধ্বনিতে তালে তালে এগিয়ে যায় অসংখ্য মানুষ, দ্রোহের আগুনে মিছিলে শত মানুষের কণ্ঠের স্লোগানে থাকে তাল। খেলার ছলে আনমনে শিশুরা ছড়া কাটে। এসকল সাংস্কৃতিক গঠনের স্তনের দুগ্ধ পান করে তিলে তিলে বেড়ে উঠে শিল্প। এখানেই শিল্পের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটিও নিহিত। শিল্প মূলত মানুষের সেই সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা নিয়ে কাজ করে যার প্রভাবে মানুষ চেতনে জাগরণে এগিয়ে যায়। এই সংবেদনশীলতায় প্রভাব বিস্তারের মধ্য দিয়ে মানুষের সংস্কৃতি, মনস্তত্তদর্শণ উঠে আসে শিল্পে, এক সঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে পড়ে একটি গোটা জনগোষ্ঠী। যেমনি করে গানে গানে উদ্বেলিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে, স্বদেশী আন্দোলনে, পিকাসোর গুয়ের্নিকা দেখে। যার ফলে শিল্পের আলাপ করতে গেলে চিতার আলাপ না আনার কোনো অবকাশ নেই। একটি শিল্প তখনই শিল্প হয়ে উঠে যখন সে একটি নতুন চিন্তা উৎপাদনে সক্ষম হয় আর তার সকল কলাকৌশলী কাজ করে সেই চিন্তার আবহ তৈরিতে।তাই শিল্পের গুণগত মান বিচার করতে গেলে চিন্তার আলাপ করতেই হয়।

যদিও উত্তম শিল্প বলতে এক অর্থে কিছু হয় না, চিন্তা যেহেতু পরিবর্তনশীল তাই পরিবর্তনশীল শিল্পের গ্রহণযোগ্যতাও। কিন্তু ঐযে আমাদেরকে ফিরে ফিরে কাঠামোতে আটকাতে হয় এবং তখনই চলে আসে বিচারের প্রয়োজনীয়তা। সে হিসেবে উত্তম শিল্প মান বলতে প্রথমত দুইটা বিষয় আগে আলোচনায় আসে বলে আমার মনে হয়। প্রথমটি হলো তার মধ্যে অন্তর্নিহিত চিন্তা ও দ্বিতীয়টি হলো সে চিন্তা প্রকাশে প্রয়োগকৃত কলাকৌশলীর ভাবাবেশ কতটা সময়কে ধরতে পারছে।চিন্তার ঠিক ভুল কাঠামোগতভাবে ভাবতে গেলে চলে আসে সময়ের প্রাসঙ্গিকতা। সে হিসেবে সময়ের প্রাসঙ্গিক চিন্তাকে একটি শিল্প কতটুক প্রভাবিত করছে তার উপর নির্ভর করে শিল্পের মান এবং এ অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে থাকে শিল্পের প্রয়োজনীয়তার ধরণ, মান, সংস্কৃতি মিলিয়ে গোটা একটা জাতির জীবন প্রবাহ। পৃথিবীর পথে পথে সেই জাতির বয়ে চলার পায়ের ছাপ

HAPPY
New Year
2026
Happy New Year 2026!
May Allah bless you with peace, good health, and success throughout the year.
BEST REGARDS
MASHUD RANA TOPAN
President and CEO,
Sunman Global Express

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
1211
718.828.6610
পার্কচেস্টার মেডিক্যাল
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: •কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন •নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা •পিছলে পড়ে যাওয়া

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA
Community Development for Asian American (CDAA)
একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা
যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে
আমাদের সেবা সমূহ–
আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা
এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।
Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

INJURED?
WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consulation

PERSONAL INJURY
TOP 10
ATTORNEY AND PRACTICE MAGAZINE'S
2022
LAW FIRM

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 1 January 2026, 9th Year, Issue 459

বৃহস্পতিবার, ১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭ পৌষ ১৪৩২, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৫৯

এডমন্টনে ভারতীয় যুবকের মৃত্যু

মার্কিন ইনফ্লুয়েন্সারের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ প্রবাসীরা

বিশেষ প্রতিনিধি

কানাডার আলবার্টা প্রদেশের এডমন্টনে একটি হাসপাতালে জরুরি চিকিৎসা পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় দেশটির স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। একই সঙ্গে এক

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

শোকের আনুষ্ঠানিকতা, না কি সুপরিকল্পিত কূটনৈতিক বার্তা?

জানাজায় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রায় সাত বছর ধরে ভুয়া বিল, কাগুজে সেবা ও কিকব্যাকের মাধ্যমে এই অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।

আল্ মামুন

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে ঢাকায় আসছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস. জয়শংকর। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের এই

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

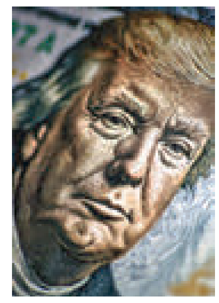

ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি সংবলিত ২৫০ ডলারের নোট!

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি সংবলিত ২৫০ ডলারের একটি নোট চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কাজ করছেন বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারার ব্র্যান্ডন বিচ। বুধবার, ৩১ ডিসেম্বর, সংবাদমাধ্যমকে তিনি এ কথা জানান। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারার হিসেবে দেশের কাগুজে মুদ্রা ও কয়েন উৎপাদনের তদারকি তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

ব্র্যান্ডন বিচ এক দশকেরও বেশি সময় জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের সিনেটে রিপাবলিকান সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে গত মে মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁকে বর্তমান পদে নিয়োগ দেন।

ব্র্যান্ডন বিচ জানান, "ট্রাম্প যখন আমাকে এই পদে নিয়োগ দেন, তখনই

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ২

কমিউনিটি বিনির্মাণ

চার দশকের মহাকাব্যে একজন নার্গিস আহমেদ

ইব্রাহীম চৌধুরী

নিঃশব্দ এক ভোরে, বহু বছর আগে, হাতে ছোট্ট ব্যাগ, চোখে অগাধ স্বপ্ন আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ বুকে নিয়ে এক তরুণী বিমানে উঠেছিলেন। বাংলাদেশের পরিচিত উঠোন ছেড়ে তিনি পা রাখেন দূরের অচেনা আমেরিকায়। প্রথম প্রজন্মের অভিবাসী হিসেবে যে সংগ্রাম, যে অনিশ্চয়তা, যে বাস্তব লড়াই—তা নিয়েই শুরু হয় দিল আফরোজ আহমেদ, সবার পরিচিত নার্গিস আহমেদের প্রবাসজীবন। চার দশকের পথচলায় তিনি শুধু নিজের জীবন নয়, উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশি সমাজের সম্মিলিত ভাগ্যকেও বদলে দিয়েছেন। প্রবাসী সমাজে যে শক্ত ভিত আজ দাঁড়িয়ে আছে, তার ভরকেন্দ্রে রয়েছেন এই নারী—এক নীরব নির্মাতা, এক নিরলস সংগ্রামী।

শুরুটা ছিল কঠিন। নতুন দেশে ভাষা, সংস্কৃতি, পরিবেশ—সবই ছিল অপরিচিত। সংসার চালানোর জন্য তিনি ট্রাভেল কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ নেন, কিন্তু তাঁর স্বপ্ন ছিল আরও বিস্তৃত। তিনি বুঝেছিলেন—

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

WWW.MOINLAW.COM
LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • ট্রিপ এন্ড ফল
• কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা • বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
• স্লিপ এন্ড ফল • লেড পয়জনিং
ক্লায়েন্টদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে নিয়েছি • IMMIGRATION (Consultation fee applies)
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: 30 Avenue Station
Nazrul Islam, President & CEO

কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
IRS ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
Income Tax • Sales Tax • Corporate Tax • Partnership Tax
Business setup • Payroll (W2, 1099) • All imigratoin Services • Accounting & Bookkeeping
MD SHORIFUL ISLAM, President & CEO
165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: 347-254-9924, Email: Hillsidetax21@gmail.com

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
929-207-1516
2152B Westchester Ave, Bronx, NY 10462
Zakir Choudhury, CPA, Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam, Branch Manager
646-724-6417
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS, JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর যেকোন দেশে নিরাপদ ভ্রমনের অঙ্গীকার
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
এয়ার টিকেট, হজ্জ-ওমরাহ ও ভিসা প্রসেসিং
CALL: 718-205-3270, 646-322-1654
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

আপনার সকল ইমিগ্রেশন সমস্যার সমাধান নিয়ে
NAIS NEW YORK AREA IMMIGRATION SERVICES
STUDENT IMMIGRATION
EB-1 CASE BUILDING AND PETITIONING
H-1B & L-1 VISA
EB-2 NIW PUBLICATION AND PETITIONING
EB-5, E-2, O-1A & O-1B (CHEF) IMMIGRATION SUPPORT
BUSINESS CONSULTANCY
STATUS CHANGE
FREE CONSULTATION
OUR OFFICES
NY OFFICE: Office No: 0905, 132 West-31st Street, 9th Floor, Manhattan, New York 10001, USA
LA OFFICE: 3717 W 3rd St 202 a, Los Angeles, CA 90020, USA
+1 718 973-9373
info@newyorkareaimmigrationservices.com

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান ?
আপনি কি বাড়ীর হিটিং বিল নিয়ে চিন্তিত ?
আমরা বয়লার পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্লিন হিট লাগিয়ে থাকি
সরকারী অনুদানে $ 8000-$10000 ডলার
বিস্তারিত জানতে কল করুন: 914-222-9477, 914-989-0089
তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS Contact: 1900 Central Park Avenue,Yonkers, New York 10710

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: 718-308-5020, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com